প্রকাশক :—

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ধর

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড

কলিকাতা-৬

ধর্ম্ম-বিপ্লব—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক নিউ প্রভাস অপেরায় অভিনীত। হিন্দু-ছিল যার হৃদয়পঞ্জর কেন সে তা দিল বিসর্জ্জন? কি তার কারণ? কে দায়ী তার জন্য? গৌড়াধিপতি যদুনারায়ণের লালসা না হিন্দু ধর্ম্মের মিথ্যা আচার? ধর্ম্ম কি? বর্জ্জন—না গ্রহণ? রক্ষণ শীলতা—না উদারতা? তারই উত্তর পাবেন এই নাটকে—গোবর্দ্ধনের হেঁয়ালিতে—যদুনারায়ণের জীবন আলেখ্যে।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

প্রিণ্টার :—

শ্রীখগেন্দ্র নাথ চন্দ্র

জগদ্ধাত্রী প্রেস

৫।২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-৭

আত্মভোলা, সেবাধর্ম্মী

শ্রীমান সুবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

কর-কমলে

তোমার সেজদা

ক্যালকাটা মিলন বীথিতে অভিনীত। বিপ্লবী সন্তান নমুচিদানব ব্রহ্মাবরে স্বর্গজয় করিলে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে তাহাকে গুপ্তহত্যা করিলেন, নমুচির প্রেতাত্মা ব্রহ্মবধ-পাপগ্রস্থ ইন্দ্রকে গ্রাস করিতে গেলে ব্রহ্মার নির্দ্দেশে ইন্দ্র সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া পাপ মুক্ত হইলেন সে স্থানের নাম হইল নমুচিতীর্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

ভাগ্যচক্র বা কাজলরেখা শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ক্যালকাটা অপেরায় অভিনীত— মৈমনসিংহ গীতিকার একটি স্নিগ্ধ মধুর করুণ গাথার নাট্যরূপ। অপর্ক্ক এর আখ্যান, অনবদ্য এর আলাপ, অনুপম [illegible]। ধনেশ্বরের [illegible] আপনার দীর্ঘশ্বাস কাজলরেখার ভাগ্যবিবর্ত্তনে ঝরবে আপনার অশ্রু আবার গোবর্দ্ধনের চালাকিতে ফুটবে আপনার হাসি। [illegible] ঘটনার সমাবেশের এমন সুন্দর সমন্বয় আর কোন নাটকে নেই মূল্য ২৲ টাকা

নূতন জীবন সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পশ্চিম বঙ্গ [illegible] কর্তৃক অভিনয়ার্থ মনোনীত। বাংলার [illegible] একটি [illegible] চিত্র। [illegible] বিষয়বস্তুরূপে লইয়া নাট্যকার [illegible] সংঘাতের মধ্য দিয়া নাটকের করুণ-মধুর কাহিনী রচনা করিয়াছেন [illegible] দিগদর্শন। মূল্য ২৲ টাকা।

আসমানের ফুল বিনয়বাবুর রচিত— [illegible] করিয়াছিলেন, কিরূপে সতীত্ব রক্ষার জন্য [illegible] অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার অপূর্ব কাহিনী এই নাটকে [illegible]। মূল্য ২৲।

লেখকের কথা

থিয়েটারের নাটক অনেক লিখেছি, ও লিখছি। হঠাৎ একখানি যাত্রার নাটক লিখবার সখ কেন হল? কারণ বলছি।

নাট্যরস সৃষ্টির 'টেকনিকের' দিক থেকে বিচার করলে যাত্রাকেই বেশী বৈজ্ঞানিক ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়।

থিয়েটারে সিন্-টাঙিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, তা' অত্যন্ত অবাস্তব। কাপড়ের পর্দার সাহায্যে নাটকীয় পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা কি নিতান্তই হাস্যকর নয়? কাপড়ের ঘর দরজাগুলো যখন সামান্য হাওয়ায় দোল খায়, তখন কে তাকে স্বীকার করে নেয় বাস্তব বলে।

একটি দৃশ্য-বস্তু দিয়ে নিখুঁত ভাবে নাটকীয় স্থান, কাল, ও দৃশ্য রূপায়িত করার চেষ্টা, দর্শকের কল্পনা শক্তিকেই অস্বীকার করা। দৃষ্টির ক্ষুধা মিটাতে পারে বটে, কিন্তু তা' কখনও পারে না।

যাত্রার শ্রোতা, শ্রব্য নাটকের দর্শক। সিন সিনারির বালাই নেই যাত্রায়। শ্রোতার মানস-চক্ষে সেখানে কল্পনার ঘোড়-দৌড়। শ্রোতা নিজেই আঁকেন ঘটনার পরিপোষক নাটকীয় পরিবেশ, সুতরাং নাট্যরসও উপভোগ করেন সম্পূর্ণভাবে।

দৃশ্যপট-সমারোহে থিয়েটারের দর্শকরা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। সে পরিতৃপ্তি-দানের চেষ্টা, কল্পনা পরিবেশনেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। নাট্যকার অনেক সময়েই ব্যর্থ হন থিয়েটারে, যাত্রার শ্রোতারা নাট্যকারের সহযোগী। সেই কারণেই যাত্রায় নাটকের সাফল্য বেশী। লোক শিক্ষা ও জনচিত্ত রঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে, যাত্রা যে থিয়েটার অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ও উপযোগী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যাত্রার টেকনিকে নাটক লেখার জন্য শক্তিমান নাট্যকারদের উৎসাহী হওয়া উচিত।

থিয়েটারের জন্যে অনেক নাটক লেখার পর হৃতস্বাস্থ্য-বার্দ্ধক্যে এ অভিমত প্রকাশ করতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

অভিনীত) হইতে রাজা দণ্ডীর চরিত্র সৃষ্টি লেখকের অভিনব কৃতিত্ব। বিনতার পতিপ্রেম সীতা সাবিত্রীর মতই অনুকরণীয়, মূল্য ২৲

ব্যথার পূজা সৌরীন্দ্রবাবু রচিত। (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত) বিষ্ণুঅবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি মহারাজ সুরথের দুর্জ্জয় অভিমান, শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব যুবরাজ চম্পকের হস্তে বন্দী, রামচন্দ্রের হস্তে শূদ্র তপস্বী শম্বুক নিহত, শম্বুককন্যা তপতীর ভীষণ প্রতিহিংসা, ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আছে। মূল্য ২৲ টাকা

মায়ের কৃপা বা গ্রহশান্তি সৌরীন্দ্রবাবু রচিত। (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত) লক্ষ্মীদেবী ও শনিদেবের মধ্যে বিবাদ। বিচারক রাজা শ্রীবৎস শনির কোপে পড়িয়া রাজ্যহারা ও পথের ভিক্ষুক হইয়াছিলেন। মূল্য ২৲ টাকা।

ক্ষত্রপণ বা জয়দ্রথ বধ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস ও সৌরীন্দ্রবাবু কৃত। নাট্যজগতে অতুলনীয়, পাঠে ও অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যে বিমোহিত করিবে। মূল্য ২৲ টাকা

চক্রেছায়া সৌরীন্দ্রবাবু প্রণীত নূতন নাটক, (নব রঞ্জন অপেরায় অভিনীত)। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় সমরে অভিমন্যুবধ, অর্জ্জুনের ভীষণ প্রতিশোধ ও দুর্য্যোধন ও শকুনির অপূর্ব্ব চরিত্র-চিত্রণ। ঘটোৎকচের ভ্রাতৃস্নেহ। ইহা ছাড়া অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। মূল্য ২৲ টাকা।

রক্তের দাবী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত নূতন নাটক, রঞ্জন অপেরায় অভিনীত—দৈত্যরাজ অন্ধকাসুরের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সমান অধিকারের দাবীতে যুদ্ধ। ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ। মূল্য ২৲।

চরিত্র

ব্রহ্মণ্যদেব

বশিষ্ঠ	...	কোশলের কুলপুরোহিত; জনৈক ব্রহ্মর্ষি
বিশ্বামিত্র	...	জনৈক মহর্ষি
কণ্ব	...	
সুন্দর নন্দন	...	বশিষ্ঠপুত্রদ্বয়
কিঙ্কর	...	রাক্ষসবেশী রাজা কল্মাসপাদ
ত্রিশঙ্কু	...	অযোধ্যার রাজা
অশ্বপতি	.	ঐ সেনাপতি
নটবর	...	জনৈক ব্রাহ্মণ
গোপরাজ	..	জনৈক গোয়ালা
অরুন্ধতী	...	বশিষ্ঠ পত্নী
ক্ষমা	...	বিশ্বামিত্রের পালিতা কন্যা
মেনকা	...	স্বর্গের অপ্সরী
ব্রাহ্মণী	....	নটবরের স্ত্রী
রাণী বিবশা	...	কোশল রাণী

ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রী, অমাত্যগণ, ঋষিগণ, প্রতিহারী, আশ্রমকন্যাগণ

জাতীয়পতাকা বিনয়বাবু রচিত। ইহাতে মেবারের রাণা প্রতাপের শৌর্য্য বীর্য্য ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই আছে। মূল্য ২৲ টাকা।

চন্দ্রশেখর (বঙ্কিমবাবু) নাট্যকার বিনয়বাবু, ইহার পরিচয় দিবার কিছুই নাই, এই নাটক-খানি অভিনয় করতে ভুলবেন না। মূল্য ২৲

শৈশব সাধনা বা রূপের দান শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত)। ইহাতে রাজা উত্তানপাদের দ্বিতীয়া মহিষী সুরুচির প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, তাহার পিতা ও ভ্রাতার হস্তে রাজ্যের শাসনভার দান। রাণী সুনীতির অপরিসীম স্বামী-ভক্তি। সুরুচির পিতার চক্রান্তে সুনীতির বনবাস, শেষে ধ্রুব সুরুচির তাড়নায় হরিপাদপদ্ম লাভ, অবশেষে রাজ্যলাভ। নাটকটী অতীব সুন্দর, প্রত্যেকে চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিবেন না। মূল্য ২৲ টাকা।

সত্যের সন্ধানে বিনয়বাবু কৃত। ইহাতে কিরূপে রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ নিজ রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া কিরূপে মানুষকে সত্যের সন্ধান দেখাইয়াছিলেন তাহা এই নাটকে পাইবেন। মূল্য ২৲।

রাঙ্গামাটি বা বেইমান বিনয়বাবু (বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত) দেশের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে, শৃঙ্খলিতা দেশকে জননীর মুক্তি-মঞ্চে আত্মাহুতি দিল কে ? তাহা এই নাটকে পাইবেন। ২৲

প্রেমের সমাধি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত নতুন নাটক (রঞ্জন অপেরায় অভিনীত) প্রমররাজ ও তোমররাজের মধ্যে সংঘর্ষ, প্রমররাজকুমারী অবন্তী ও তোমররাজকুমার বসন্তকের মধ্যে প্রণয়, কূটচক্রী মন্ত্রী উদয়াদিত্যের চক্রান্ত, বিক্রমদেবের মহিষী পার্ব্বতীদেবীর রাজ্য লোলুপতা, ঘটনার অপূর্ব্ব সমাবেশ, চক্‌চকে ছাপা। মূল্য দুই টাকা

ধর্ম্মদ্রোহী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বশিষ্ঠাশ্রম

কাল—অপরাহ্ণ

আশ্রমের বালকবালিকাগণ সমবেতভাবে সান্ধ্যোপাসনার পূর্ব্বে গাহিতেছিল

বালক বালিকাগণ। গীত।

ঘন বন কুণ্ডলে সন্ধ্যা ঘনালো ওই—
গগন ঘিরিছে নিশিথিনী !
চন্দ্রমা-চপলা সাজে তারা-হারে,
জোছনা পুলকে গরবিনী !
চঞ্চল সমীরণে, বনফুল সৌরভ—
শান্ত, সমাহিত, তপোবন গৌরব !
শঙ্কর মৌলী—বিগলিত করুণা—
গঙ্গা— যমুনা—প্রবাহিনী।

গীতান্তে নেপথ্য হইতে জনৈক আশ্রমবাসী চিৎকার করিয়া উঠিল

আশ্রমবাসী (নেপথ্যে)। সাবধান আশ্রমবাসী ! রাক্ষস ! রাক্ষস ! তপোবনে রাক্ষস প্রবেশ করেছে ! পালাও, পালাও, যে যে-দিকে পারো—পালাও !

বেগে অরুন্ধতীর প্রবেশ—বালক-বালিকারা ছুটাছুটি করিতেছিল

অরুন্ধতী। ওরে আমার নন্দন ! আমার নন্দন কই ? তোরা কেউ দেখেছিস্ আমার নন্দন কোথায় ?

জনৈক বালক। নন্দন তো আমাদের সঙ্গে আসেনি মা !

অন্য বালক। ওরে, আর দেরি করিস্নে—শীগ্‌গীর পালিয়ে যাই চল্ ! এখুনি রাক্ষস এসে পড়বে।

অরুন্ধতী। (ডাকিলেন) নন্দন ! নন্দন ! কি করি ? কোন্ দিকে যাই ? কোথায় গেলে নন্দনকে খুঁজে পাই ?

নেপথ্যে। (চিৎকার) রাক্ষস ! রাক্ষস ! পালাও, শীগ্‌গীর পালাও…

অরুন্ধতী। হায়, হায়, আমার নন্দন গেল কোথায় ? (ডাকিলেন) নন্দন ! নন্দন !

ছুটিতে ছুটিতে নন্দনের প্রবেশ

নন্দন। মা ! মা ! এই যে আমি · রাক্ষসটা আমার দিকেই আস্‌ছে। দূর থেকে তাকে দেখেই ছুটে এসেছি। ওই যে এসে পড়েছে।

অরুন্ধতীকে জড়াইয়া ধরিল। বিশ্বামিত্র ও রাক্ষসরূপী কিঙ্করের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। কিঙ্কর! কেড়ে আনো…

কিঙ্কর অগ্রসর হইতেছিল

অরুন্ধতী। ওগো রক্ষা করো, রক্ষা করো—কে কোথায় আছ, আমার নন্দনকে রক্ষা করো…

কিঙ্কর ইতস্তত করিতেছিল

বিশ্বামিত্র। ধমক দিয়া) কিঙ্কর! যাও…কেড়ে আনো…

অরুন্ধতী। মহর্ষি! আমি ব্রহ্মর্ষি-পত্নী অরুন্ধতী! নতজানু হয়ে এই শিশু পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি…

বিশ্বামিত্র। আঃ! কিঙ্কর! কেড়ে আনো…

পিছন হইতে বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। কিঙ্কর! দাঁড়াও…

অরুন্ধতী। (ছুটিয়া গিয়া পদধারণ করিয়া) স্বামি! স্বামি! আমার শতপুত্রের মধ্যে বাকি মাত্র এই নন্দন। কিঙ্কর সবাইকে হত্যা করেছে। নন্দনকে রক্ষা করো, রক্ষা করো…

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র! তুমি ঋষি, তপোধন! একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর তোমার এই অত্যাচার নিতান্তই অশোভন! করজোড়ে এই শিশুটির প্রাণ ভিক্ষা চাই, বিশ্বামিত্র! এই পুত্র শোকাতুর ব্রাহ্মণ দম্পতিকে ক্ষমা করো…

বিশ্বামিত্র। অসম্ভব! আমি যজ্ঞাগ্নি সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি—যদি তুমি আমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার না করো—

তা'হলে তোমাকে নির্বংশ করবো—নিশ্চিহ্ন করবো—অতি নির্ম্মমভাবে তোমার পুত্রগণকে হত্যা করবো....

বশিষ্ঠ। এই বুঝি তোমার ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ ?

বিশ্বামিত্র। আমি তো তোমার মত আদর্শবাদী নই ব্রাহ্মণ ! আমি জানি—আমি ব্রহ্মবিদ। বেদ-মাতা গায়ত্রী আমার। আমিই তাঁর দ্রষ্টা ঋষি ! যে ত্রি-বিদ্যা সাধন করা আজ পর্য্যন্ত তথাকথিত কোনো বর্ণ-ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব হয়নি—সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছি আমি। তবু আমি অব্রাহ্মণ ? কে বলেছে—ব্রাহ্মণত্ব শুধু সম্প্রদায় বিশেষের জন্মগত অধিকার ?

বশিষ্ঠ। অব্রাহ্মণ হ'লেও, তপঃ-প্রভাবে অসাধ্য সাধন করেছ তুমি। সে কথা স্বীকার করছি, সাধনার কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছ। সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আমি তোমার গুণমুগ্ধ শ্রদ্ধাবনত স্তাবক। আমাকে ক্ষমা করো বিশ্বামিত্র।

বিশ্বামিত্র। তবুও, তবুও তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চাও না ? পাছে—ক্ষত্রিয় রাজারা আমাকে গুরুত্বে ও পৌরহিত্যে বরণ করেন। তোমার স্বার্থহানি ঘটে। এই তো তোমার বক্তব্য ? ওগো স্বার্থপর ব্রাহ্মণ ! আমি তোমার নাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলবো—কিঙ্কর ! যাও—কেড়ে আনো...

বশিষ্ঠ। (হস্তোত্তলনে বাধা দিয়া) শোনো বিশ্বামিত্র ! ব্রাহ্মণত্ব যে কারো জন্মগত অধিকার নয়—সে কথা আমিও

স্বীকার করি। কিন্তু, তুমি কি জানো না—ব্রাহ্মণ অনভিমান ও অহিংস ? ত্যাগী ও ক্ষমাশীল ?

বিশ্বামিত্র। (বিদ্রূপের সঙ্গে) ত্যাগী ও ক্ষমাশীল ! তাই বুঝি গুরুত্ব ও পৌরহিত্য রক্ষা বিষয়ে ত্যাগীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের এত যত্ন ? ওগো ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ ! আমি তোমার প্রিয়তম পুত্রগণকে হত্যা করি—তুমি আমাকে ক্ষমা করো ? এই হিংস্র-ক্ষত্রিয়ের কাছে, তোমার অহিংস ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়টুকু দাও ?

বশিষ্ঠ। এত নির্ম্মম হয়ো না বিশ্বামিত্র ! জননীর বুক থেকে সন্তান কেড়ে নিয়ে হত্যা করা, নিষ্ঠুরতার চরম পরিচয়। কিঙ্কর রাক্ষস, ওই দেখো তার চোখ দিয়েও জল গড়াচ্ছে ! আর তুমি মানুষ। তোমার দাবী ব্রাহ্মণত্ব—আশ্চর্য্য বটে !

বিশ্বামিত্র। কিঙ্কর ! পারবে না তা'হলে ?

কিঙ্কর। হ্যাঁ, পারবো, পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। (অরুন্ধতীর কাছে নতজানু হইয়া) মা ! আমি একটা রাক্ষস ! গ্রহ-বৈগুণ্যে তোমারি জ্যেষ্ঠপুত্রের অভিশাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। একদিন ছিলাম—অতি ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা ! সে দাবী আজ আর আমার নেই। নৃশংস জহ্লাদ বৃত্তি গ্রহণ ক'রে অভিশপ্ত জীবনের শেষ পরিণতির অপেক্ষায় আছি। উপায় নেই মা ! উপায় নেই ! আজ আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অঙ্গুলী নির্দ্দেশেই চালিত হবো—ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো স্বাধীনতাই নেই আমার। আমাকে ক্ষমা করো। দাও মা ! দাও—তোমার নন্দনকে দাও…

নন্দনী। বাবা! পায়ে পড়ি, ওই ঋষিঠাকুরকে 'ব্রাহ্মণ' ব'লে স্বীকার করো। নইলে, রাক্ষসটা আমাকে মেরে ফেল্‌বে। মা কত কাঁদ্‌বে। আমি মরবো তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আমার মার চোখের জল যে সইতে পারবো না বাবা! ওই আকাশে বসে, আমার মার মুখখানি দেখবো—আর বর্ষাধারার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে—পৃথিবীর বুক ভাসিয়ে দেবো....

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব। এ কি পরীক্ষা তোমার? তপোধন! একটা দিন! মাত্র আর একটা দিন আমাকে ভাববার অবকাশ দাও! একটু ভেবে দেখি—সত্যিই তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করতে পারি কি না?

বিশ্বামিত্র। তথাস্তু! চলো কিঙ্কর! (ফিরিয়া) যাবার সময় তোমাকে আর একবার বলে যাই ব্রহ্মর্ষি! হয় তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করবে—আর না হয়—নির্ব্বংশ হবে—নির্ম্মূল হবে—নিশ্চিহ্ন হবে...চলো, চলো কিঙ্কর।

যাইতে উদ্যত

অরুন্ধতী। দাঁড়াও বিশ্বামিত্র! যেও না। অবকাশের প্রয়োজন নেই। আমার স্বামীর পক্ষ থেকে, আমিই বল্‌ছি—ব্রাহ্মণ তুমি নও! ব্রাহ্মণ তুমি হতেই পার না। ব্রাহ্মণত্ব দূরের কথা এই ব্রহ্মর্ষি-পত্নী অরুন্ধতী—তোমার মনুষ্যত্বকেও অস্বীকার করে। তুমি একটা নৃশংস দানব! অতি বীভৎস রাক্ষস! অতি ঘৃণিত পশু!

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি? হা হা হা হা হা! কি বলো

ব্রহ্মর্ষি! তোমারও কি ওই মত? বলো বলো, তুমিও বলো—এই বিশ্বামিত্র একটা হিংস্র শার্দ্দুল! কিন্তু দেবী অরুন্ধতি! শার্দ্দুলের রক্ত পিপাসা তো অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়? তাহলে আর অবকাশের প্রয়োজন কি ব্রহ্মর্ষি! মা-বাপের চোখের সামনেই ওই শিশুপুত্রটি রাক্ষসের ভক্ষ্য হোক্! ওই সুকোমল মাংসপিণ্ডকে দাঁতে ও নখে ছিঁড়ে—রাক্ষসতার হিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করুক……

বশিষ্ঠ। পারবে অরুন্ধতি—সে দৃশ্য সহ্য করতে?

অরুন্ধতী। (নন্দনকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া) না, না, আমার বুক থেকে নন্দনকে ছিনিয়ে নেবার আগে, ওগো নিষ্ঠুর-ঋষি! আমাকেই হত্যা করো। তুমি যে কত বড় হিংস্র শার্দ্দুল! তাই প্রমাণ করো…

বিশ্বামিত্র। তবুও তোমার ওই ব্রহ্মর্ষি-স্বামী আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবেন না। এই তো বল্‌তে চাও? বলি, হিংস্র কে? উনি না আমি? ওগো স্বার্থ-সর্ব্বস্ব অহিংস-দম্পতি! একটা দিন ভাববার ও বুঝবার অবকাশ দিচ্ছি। ভাবো, বোঝো—পরশ্রীকাতরতা বা পরের সুখৈশ্বর্য্য সইতে না পারা—হিংসার চেয়েও বেশী হিংস্র কিনা? চলো—কিঙ্কর!

[উভয়ের প্রস্থান

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব! ব্রহ্মণ্যদেব! বলো—এ সমস্যার মীমাংসা কি? আমি কি করবো?

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত।

মরণ-ভয়ে চরণ যদি টলে
চলার পথে জীব কি আর চলে ?
ওরে—একটি দিনও চলে ?
কেউ মরেনি সবাই আছে বাঁচি—
দুঃখের কাঁদন—সুখের নাচানাচি,
শেষ হবে সব—পরমোৎসব হবে
ব্রহ্ম-পদতলে।

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে। ব্রহ্মণ্যদেব! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! চলো অরুন্ধতী! নন্দনকে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করি। মৃত্যু যে একটা দুঃস্বপ্নের মতই মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সে কথা তাকে বুঝিয়ে দি'। মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে সে আবার তোমার কোলেই ফিরে আসবে—মৃত্যুকে সে কখনোই ভয় করবে না···চলো···

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান — বনপথ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

উত্তেজিত সুন্দরের প্রবেশ। তাহার পশ্চাতে ক্ষমা

সুন্দর। না, না, ক্ষমা! তা' হতে পারে না। এত অন্যায়, অত অধর্ম্ম, আর সহ্য করবো না আমি। প্রতিকারের উপায় করতেই হবে। আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার পিতার এ সহিষ্ণুতার অর্থ কি? ত্যাগ-ধর্ম্মের এরূপ মাহাত্ম্য প্রচার কি, ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ হ'তে পারে?

ক্ষমা। তুমি কি বল্‌তে চাও? কি করতে চাও?

সুন্দর। আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা যাকে গুরুত্বে ও পৌরহিত্যে বরণ করেছেন—তাঁর অঙ্গুলী সঙ্কেতে শত শত বিশ্বামিত্র ধূলিমুষ্টির মত বাতাসে মিশে যায়—এ কথা কে না জানে? তবু তিনি সংযম ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন! এ দৃশ্য অসহ্য! অসহ্য! বিদ্রোহী আমি! এই আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে সমস্ত ক্ষত্রিয়-রাজাদের মধ্যে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বাল্‌বো—তা'তে একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে—ওই ব্রহ্মঘাতী উগ্রতপা—বিশ্বামিত্র! তাতে কোনো সন্দেহ নেই…

ক্ষমা। ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করার অর্থ কি তা' জানো ?

সুন্দর। কি ?

ক্ষমা। এই পৃথিবীর বুকটাকে নররক্তে প্লাবিত করা। তপঃ প্রভাবে বিশ্বামিত্র আজ অজেয় হ'য়ে উঠেছেন। স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর ভয়ে কম্পমান! একথা আমি ব্রহ্মর্ষির মুখেই শুনেছি···

সুন্দর। তা'হলে কি বুঝবো—ব্রহ্মর্ষির এই ব্রাহ্মণোচিত অহিংসার অর্থ—হিংসার অক্ষমতা ? তাঁর সত্যাশ্রয়ী-ব্রাহ্মণত্ব —ক্লীবত্ব ছাড়া আর কিছুই নয় ?

ক্ষমা। ভুল বুঝোনা সুন্দর! সেই অচঞ্চল মহাপুরুষ বশিষ্ঠ আজ শুধু সংযম ও সহিষ্ণুতার সাহায্যে জগতের কতখানি কল্যাণ সাধন করছেন—তাকি বুঝতে পারছো না ?

সুন্দর। কল্যাণ সাধন করছেন ? নিবীর্য্য ব্রাহ্মণ, পুত্র-হন্তাকে ক্ষমা ক'রে—লোক সমাজে উপহাসের পাত্র হচ্ছেন। ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে অতি হীন প্রতিপন্ন করছেন····

ক্ষমা। বিশ্বামিত্রের ক্রোধ-বহ্নিতে নিজের শতপুত্রকে আহুতি দিয়ে—ত্যাগধর্ম্মী বশিষ্ঠ আজ এই সসাগরা পৃথিবীকে রক্তপ্লাবনের বিভীষিকা হতে উদ্ধার করেছেন। ব্যক্তির অনিষ্টকে উপেক্ষা করেছেন—সমষ্টির ইষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে। সেইখানেই তার মহত্ত্ব, সেইখানের তাঁর সত্যাশ্রয়ী ব্রাহ্মণত্বের দাবী !

সুন্দর। তা'হলে এই বশিষ্ঠপুত্র সুন্দরকেই বা আর লুকিয়ে

রাখছো কেন ক্ষমা ? আমিও সেই নরখাদক-রাক্ষসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি—আমারও সদ্‌গতি হোক্‌···

ক্ষমা। না, না, তোমাকে বাঁচতেই হবে। সুন্দরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই তো ক্ষমা বেঁচে আছে! অসুন্দর পৃথিবীতে ক্ষমার স্থান নেই, তাকি তুমি জানোনা সুন্দর ?

সুন্দর। নারীর অঞ্চলপ্রান্তে এভাবে লুকিয়ে থাকা কোন পুরুষের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনধারণের এই গ্লানি আমি অ র সহ্য করতে পারছিনে। সুন্দরকে তুমি আর ভালবেসো না। তাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও···

ক্ষমা। তুমি কি জানো না সুন্দর। নারী যদি সৌন্দর্য্যের উপাসনা না করতো—তা'হলে এই পৃথিবী হ'তো অসুন্দর মরু-ভূমি। নারী যদি তার অঞ্চলপ্রান্তকে স্নেহ ও মমতার রসে ভিজিয়ে না রাখতো, তাহলে মাটির বুকে এত ফুল ও ফলের শোভা কেউ দেখতো না

সুন্দর। কারা যেন এই দিকে আসছে-- চলো একটু আঁড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান

নটবর ও তাহার গৃহিণীর প্রবেশ

নটবর। বলি ও গিন্নি! একটু পা চালিয়ে না চললে-- কি বিপদ ঘট্‌বে বুঝ্‌তে পার্‌ছো ? শুন্‌তে পাই-- এ বনে নাকি বাঘের ভয়ও আছে···

গৃহিণী। বাঘেই খাক্ আর সাপেই ছোবলাক্- একটু না জিরিয়ে আর একটি পাও চল্‌তে পারবো না, আমি!

নটবর। বুঝেছি—অপঘাতেই মৃত্যুটা হবে। কোষ্ঠির ফল না ফলিয়েই ছাড়বে না। হঠাৎ যদি একটা রাক্ষস এসে হাজির হয়—কি বিপদ ঘটবে বলো তো?

গৃহিণী। তা'হলে শোনো—একটা গল্প বলি—এক যে ছিল রাক্ষস! তার মূলোর মত দাঁত, ভাঁটার মত চোখ আর দড়ির মত চুল....

নটবর। দেখো, চুপ করো বল্‌ছি। নইলে এখুনি এখান থেকে চলে যাবো কিন্তু। এই গভীর অরণ্যে একলা পড়ে থাকবে তুমি। একেবারেই সীতার বনবাস হ'য়ে যাবে। হ্যাঁ...

গৃহিণী। তা হোক্ না! আমি তো সীতা-সতীর মত বোকা মেয়ে নই? দশস্কন্ধ-রাবণ যদি আমাকে হরণ করে—আমি তার দশ-কাঁধে চেপে বস্‌বো। পুরুষের কাঁধে চাপাই তো মেয়েদের ভাগ্যি....হোক্ সে পরপুরুষ!

নটবর। হুঁ, বটে! আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? দেখো—আমি শ্রীরামচন্দ্রের মত স্ত্রৈণ নই। হা-সীতা! হা-সীতা ব'লে বুক চাপড়ে কাঁদ্‌বো না—এ কথা ঠিক জেনো...

গৃহিণী। আমিও হা রাম। হা রাম বলে চোখের জলে বুক ভাসাবো না—এ কথাও ঠিক্ জেনো—

নটবর। তা'হলে যাই সীতা?

গৃহিণী। এসো আমার রামচন্দর।

নটবর। যদি ভুতঠুত দেখে ভয় পাও, তাহলে আমাকে দোষ দিতে পারবে না কিন্তু....

গৃহিণী। ভুতকেই যদি ভয় করতাম—তা'হলে তোমাকে নিয়ে সংসার ধর্ম্ম করতে পারতাম না।

নটবর। তার মানে—আমি ভুত ?

গৃহিণী। আমিও তো তোমার পেত্নী !

নটবর। আচ্ছা, চল্‌লাম···

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া উঁকিঝুঁকি দিয়া ফিরিয়া আসিল

গৃহিণী। কি গো রাবণ-দমন রামচন্দর ! সীতার আঁচল ছেড়ে দু-পাও এগুতে সাহস হলো না বুঝি ?

নটবর। নাঃ, তোমাকে এভাবে এই বনের মধ্যে একলা ফেলে চলে যাওয়াটা কখনই ভাল দেখায় না। হাজার হোক্‌ —তুমি একটা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা অবলা-নারী ! আমার তো একটা আক্কেল থাকা উচিত ?

গৃহিণী। আমি কাঁদবো কিন্তু ··

নটবর। কেন ?

গৃহিণী। আমাকে ওই 'স্বর্ণ-মৃগ' ধরে এনে দেবে না ? ওই দেখো—ওই দেখো···

নটবর। চুপ ! 'স্বর্ণ-মৃগই' তো বটে ! দু'টো একটা নয় গিন্নি ! একেবারে এক ঝাঁক ! একটার জন্যে সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই হয়েছিল—এরা বোধ হয় পৃথিবী পুড়িয়ে ছাই করবে। এসো, এসো, একটু আড়াল থেকে দেখি—ওদের উদ্দেশ্য কি ?

[উভয়ের প্রস্থান

নৃত্যগীত সহকারে সহচরীগণ সঙ্গে মেনকার প্রবেশ

(আজি) শুক্লা জোছনা তিথি
ফুল্ল পুষ্প বিথী
গন্ধ বন বিথী
আকুল উপবন।
চিত্ত স্বপ্নাতুর, অঙ্গ চুরচুর
মাগে হৃদিপুর সুন্দর পরশন॥
চন্দন গন্ধিত মন্দ দক্ষিণ বায়
নন্দন বানী ফুলে ফুলে বয়ে যায়
তনু মন জাগে, রাঙ্গা অনুরাগে
মনে লাগে আজি বাসর জাগরণ॥

ধীরে ধীরে রাজা ত্রিশঙ্কু প্রবেশ করিতেই তাহারা চলিয়া গেল

ত্রিশঙ্কু। বনভূমি আলো-করা কে-ওই রমণী। তারা-হারে শোভে যেন চন্দ্রমা-চপল! নৃত্যগীত মুখরিত বনানীর কোলে, দুলে দুলে চলে গেল—ইন্দ্র-জাল সম! কে সেই রমণী! যার কটাক্ষে আমার ধমণীর রক্ত-বিন্দু এমন মদির চঞ্চল! সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে যেন তড়িৎ প্রবাহে···!

নটবর ও গৃহিণীর প্রবেশ

নটবর। ও মশাই! আপনাকে যেন একজন রাজপুরুষ ব'লে মনে হচ্ছে! দয়া ক'রে বলুন তো আপনি কে?

ত্রিশঙ্কু। আপনি কে ?

নটবর। আমি একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ ! আর সঙ্গে আমার গৃহিণী···

ত্রিশঙ্কু। ব্রাহ্মণ ? প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি অযোধ্যাধিপতি ত্রিশঙ্কু। কি আদেশ বলুন ?

নটবর। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম কতদূরে ?

ত্রিশঙ্কু। বেশীদূরে নয়। সেখানে আপনাদের কি প্রয়োজন ?

নটবর। আমরা তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করবো।

ত্রিশঙ্কু। বলেন কি ? তিনি জাত্যাংশে ক্ষত্রিয়—আর আপনারা ব্রাহ্মণ !

নটবর। রক্ষে করো বাবা ! ব্রাহ্মণত্বে অরুচি ধরে গেছে। নৈবেদ্যের আলোচাল আর কলা চটকে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের 'পিণ্ডি-গেলন' আর সম্ভব হচ্ছে না। দেখি এখন মহর্ষির কৃপায় কিছু রাজভোগের ব্যবস্থা হয় কি না ?

ত্রিশঙ্কু। তা' বটে ! দাম্ভিক-বিশ্বামিত্রই আপনাদের মত লোভী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত দীক্ষাগুরু ! আসুন—নমস্কার···

[প্রস্থান

গৃহিণী। আগে প্রণাম—পরে নমস্কার বুঝলে ? ব্যাপারটা বুঝলে ?

নটবর। কেন বুঝবো না ? চটে গেছেন। তা চটুন। নিজেরা চিরদিন রাজভোগ খাবেন—আর আমরা মরবো উপবাস ক'রে। কী আবদার দেখো তো ? চলো, চলো, আবার সেই

স্বর্ণ-মৃগের ঝাক্‌ এই দিকেই আসছে—ওরা একটা দুর্ঘটনা না ঘটিয়েই ছাড়বে না···চলো, চলো ...

[উভয়ের প্রস্থান

মেনকা নৃত্যভঙ্গিতে প্রবেশ করিল—পিছনে তাহাকে অনুসরণ করিতেছিলেন ত্রিশঙ্কু

ত্রিশঙ্কু। কে, কে তুমি সুন্দরী ?

মেনকা। গীত।

আমি বন-হরিণী পথ না চিনি—
এসে বিপথে—ভয়-বিহ্বলা !
শিখিনি গোপন পায়ে, তরুর ছায়ে—
চমকি চলা।
তাপি তপনে—কাঁপি পবনে—
বিজন-বনে হ'য়ে উতলা····

ত্রিশঙ্কু। এ কী সৌন্দর্য্যের বিভীষিকা। সুন্দরি, তুমি কি ? মানবী না দেবী ?

মেনকা। অমন ক'রে আমার মুখের দিকে চেওনা, বড্ড ভয় করে···

ত্রিশঙ্কু। বলো, বলো, সুন্দরী ! তুমি কে ?

মেনকা। গীত।

আমি, নন্দন-বনে বিচরি—
কুসুম-চয়নে মম অঞ্চল ভরি।
লতিকায়ে কহি কথা গোপনে—
চুরি করি সমীরণ যদি তা' শোনে—
নব-কিশলয় ফাঁকে—আমি তাকে দেখে লাজে মরি।

ত্রিশঙ্কু। তোমার পরিচয় জান্‌বার জন্যে বড্ডই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি—বলো, বলো, সুন্দরি তুমি কে ?

মেনকা। দেবরাজ ইন্দ্রের নর্ত্তকী, স্বর্গবাসিনী অপ্সরা আমি। আমার নাম মেনকা।

ত্রিশঙ্কু। মেনকা ? তুমিই মেনকা ? চির-যৌবনা স্বর্গের সুষমা তুমি ! কেন এই বিভীষিকাময় অরণ্যে বিচরণ করছো ?

মেনকা। নিরুপায় আমি। বিপন্না আমি। অতি সামান্য অপরাধে, দেবরাজ আমাকে সুদীর্ঘ তিনটি দিনের জন্য নির্ব্বাসিত করেছেন। মর্ত্ত্যের আলো-বাতাস আমার পক্ষে অসহ্য মনে হচ্ছে।

ত্রিশঙ্কু। তাই নাকি ? মাত্র তিনটি দিনের জন্যে তোমার এই দণ্ডভোগ ? অমরার সম্পদ তুমি। এই ভাগ্যবান অযোধ্যারাজই বোধ হয় তোমাকে প্রথম দেখলেন ?

মেনকা। আজ্ঞে না। একটা বাঘের সঙ্গেও এই মাত্তর দেখা হয়েছে আমার ·····

ত্রিশঙ্কু। বলো কি ? কই ? কোথায় সে বাঘ ? এখুনি তাকে আমি বধ করবো।

মেনকা। (হাসিয়া) কেন ? কি অপরাধ তার ?

ত্রিশঙ্কু। সে তোমাকে আক্রমণ করতে পারে—

মেনকা। তাই নাকি ? (হাসিয়া) আপনি যে পারেন না, তাও তো মনে হচ্ছে না ! উঃ ! কী কুৎসিৎ দৃষ্টি আপনার।

ত্রিশঙ্কু। না, না, আমি মানুষ। দেবতা না হ'তে পারি পশু তো নই? আমি কেন আক্রমণ করবো?

মেনকা। শুনেছি—মর্ত্ত্যের মানুষগুলো—আজকাল নাকি পশুর চেয়েও বেশী হিংস্র হয়ে উঠেছে। মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি নাকি তাদের চেয়েও বেশী উগ্র ও ভয়ঙ্কর! একথা কি সত্যি?

ত্রিশঙ্কু। না, না, কে বলেছে? এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মানুষের বিচার-বুদ্ধি কখনই তাকে অমানুষ-পশু ক'রে তুলতে পারে না। বিশেষত ক্ষত্রিয় রাজা আমি। তুমি নির্ভয়ে চলো আমার সঙ্গে আমারই প্রমোদ-উদ্যানে। স্বর্গের অপ্সরা তুমি। চরণ ধূলি দিয়ে—এই মর্ত্ত্যের মানুষকে ধন্য করবে চলো...

ত্রিশঙ্কু অগ্রসর হইলে—মেনকা একটু লীলায়িত ভঙ্গিতে দূরে সরিয়া নৃত্যসহকারে গাহিল

মেনকা। গীত:

কেন এই চরণের ধূলায় তুমি—
ধূসর হ'তে চাও?
ওগো নরবর! তুমি ফিরে যাও—
ফিরে যাও, ফিরে যাও...

ঠিক এই সময়ে নৃত্যগীত সহকারে মেনকার সহচরীরা প্রবেশ করিয়া ত্রিশঙ্কুকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল

সহচরীগণ। গীত:

এক যে ছিল কুঁজো, সাধ হলো তার মনে—
সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে তার ঢ্যাঙা বৌয়ের সনে।

কুঁজ ভেঙে পিঠ উল্‌টে গেল—
হায় কি হলো, হায় কি হলো গো !
সামনে তোমার নাই সে এখন পিছন দিকে চাও ?

মেনকা। ওগো নরবর ! ফিরে যাও,
ফিরে যাও—ফিরে যাও—
কেন এই চরণের ধুলায় তুমি ধূসর হতে চাও ?

নৃত্যগীত সহকারে তাহারা সকলেই ফিরিয়া গেল—ত্রিশঙ্কু
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন

ত্রিশঙ্কু। কি অপমান ! আমি মরণশীল মানুষ বলেই স্বর্গের অপ্সরী মেনকা আমাকে ঘৃণা দেখিয়ে চলে গেল। বাঘের চেয়েও হিংস্র-পশু বলে পরিহাস করলো। আচ্ছা, তোমাকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাবো আমার প্রাসাদে। দেখি কে রক্ষা করতে পারে ? [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বিশ্বামিত্রের আশ্রম

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

চিন্তিতভাবে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ ! তুমি আজ ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন। আমি প্রমাণ করবো—তুমি অব্রাহ্মণ, তুমি অমানুষ, তুমি অতি হীন ও নীচ—স্বার্থসর্ব্বস্ব নরপশু !

জনৈকা সহচরী সঙ্গে ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। বাবা !

বিশ্বামিত্র। কি মা ?

ক্ষমা। একজন বিদেশী ব্রাহ্মণ ও তাঁর ব্রাহ্মণী তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান্…

বিশ্বামিত্র। কেন ?

ক্ষমা। তাঁরা তোমাকে গুরুত্বে বরণ করতে চান্—তোমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে চান্…

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি ? আচ্ছা, অপেক্ষা করতে বলো !

ক্ষমা সহচরীকে ইঙ্গিত করিল, সে চলিয়া গেল

বিশ্বামিত্র। একটা কথা শোনো ক্ষমা ! তোমাকে যা বলেছি—তা'তে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?

ক্ষমা। আমাকে ক্ষমা করো বাবা ! একটা রাক্ষসের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারবো না আমি।

বিশ্বামিত্র। ওরে পাগলি ! সে রাক্ষস নয়। একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সে। নাম তার—কল্মাষপাদ। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই আবার সে মানুষ হবে। সিংহাসনেও বস্‌বে। তখন তুমিই তো হবে তার রাণী !

ক্ষমা। ঋষিকন্যা আমি। রাণী হবার সাধ তো আমার নেই…

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা ! তুমি আমার পালিতা কন্যা হলেও—আত্মজাজ্ঞানে আশৈশব প্রতিপালন করেছি—অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে বর্দ্ধিত করেছি। আজ তুমি যৌবনোত্তীর্ণা। তোমাকে

পাত্রস্থা করার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আমার। তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে—আমি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবো—তুমি যে সে বিষয়ে বিরোধিতা করতে সাহসী হবে—একথা আমি ভাবতেই পারিনে।

ক্ষমা। বাবা! ওই রাক্ষসটাকে লেলিয়ে দিয়ে, কেন এত নরহত্যা করছো তুমি? ব্রহ্মর্ষি তোমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার না করলেই কি তুমি ব্রাহ্মণ হতে পার না?

বিশ্বামিত্র। না! ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের অনভিমতে এই আর্য্যসমাজ কখনই আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবে না।

ক্ষমা। তা' নাইবা করুক। তুমি যে একজন যুগশ্রেষ্ঠ ঋষি, আর অসাধারণ তোমার তপঃশক্তি—একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

বিশ্বামিত্র। না, তা পারে না বটে। কিন্তু ক্ষমা, আমি চাই —ক্ষত্রিয় রাজাদের গুরুত্ব ও পৌরহিত্য। সামাজিকভাবে শুধু ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ সে বিষয়ে অধিকারী নন। আমিও স্বীকার করি—এ বিধান নীতি ও ধর্ম্ম সম্মত। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণত্ব কোনও ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের জন্মগত অধিকার—এ বিধান অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয় এবং সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর।

ক্ষমা। এ বিধানের কর্ত্তা কে বাবা?

বিশ্বামিত্র। সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের অপ্রতিদ্বন্দী গুরুত্ব ও পৌরহিত্য লাভ ক'রে, স্বার্থপর বশিষ্ঠ আজ এই অশাস্ত্রীয়

জন্মগত অধিকারের নীতিই প্রবর্ত্তন কর্‌তে চান্‌। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি—যদি কোনো স্বয়ংসিদ্ধ ব্রাহ্মণ, এই সর্ব্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রবল সংগ্রাম না করেন—প্রয়োজন হ'লে অতিলোভী বশিষ্ঠকেও ধ্বংস না করেন—তাহলে এই আর্য্যাবর্ত্ত হতে—সনাতন আর্য্যধর্ম্মই বিলুপ্ত হবে।

ক্ষমা। আচ্ছা বাবা! কিঙ্কর কি বশিষ্ঠ-পুত্র সবাইকেই হত্যা করেছে?

বিশ্বামিত্র। না! তার দুটি পুত্র এখনো জীবিত আছে। একটি আশ্রয় নিয়েছে—দেবী অরুন্ধতীর বুকে। আর একটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নন্দনকে লইয়া বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। এই যে বিশ্বামিত্র! আমার একমাত্র জীবিত পুত্রকে নিয়ে এসেছি। হত্যা করো। এতগুলি পুত্রের শোক যদি সহ্য করতে পেরে থাকি, তাহলে বাকি একটির মমতা আর করবো না···

বিশ্বামিত্র। তবুও তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করবে না বশিষ্ঠ?

বশিষ্ঠ। কখ্‌নো না।

ক্ষমা। তোমার পায়ে পড়ি ব্রহ্মর্ষি! তুমি স্বীকার করো—আমার বাবা 'ব্রাহ্মণ'।

বশিষ্ঠ। অসম্ভব মা! ব্যক্তি স্বার্থের দিকে চেয়ে, বা প্রাণের

মমতায় কখনো কোনো ব্রাহ্মণ, কোনো অসত্যকে স্বীকার করতে পারে না। নন্দন! তোমাকে যা বলেছি মনে আছে তো?

নন্দন। হ্যাঁ, আছে···

বশিষ্ঠ। মৃত্যুকে ভয় করো না। সে একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মা অবিনশ্বর—অজর ও অমর। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এ কথা মনে থাকে যেন··· আমি এখন আসি—আসি তা'হলে?

নন্দন। মা যদি ঘুম থেকে উঠে আমার জন্যে কাঁদে—তাকে বলো—আমি আবার ফিরে আসবো।

বশিষ্ঠ। আচ্ছা, বলবো—চোখ মুছে ফেলো।

বশিষ্ঠও চোখ মুছিলেন

বিশ্বামিত্র। এখনো স্বীকার করো ব্রহ্মর্ষি। 'আমি ব্রাহ্মণ'!

বশিষ্ঠ। হাসিমুখে তোমার সব অত্যাচার সহ্য করবো মহর্ষি! তবু তোমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করো। তোমাকে যদি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করি—তাহলে তো আমি নিজেই অব্রাহ্মণ হয়ে যাবো—ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করবো।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরুন্ধতী। নন্দন! নন্দন! আমার নন্দন!

নন্দন। মা, মা।

জড়াইয়া ধরিল

অরুন্ধতী। বিশ্বামিত্র! সত্যিই কি আমার এই নন্দনকে

তুমি হত্যা করবে ? হত্যা করতে পারবে ? এই নিষ্পাপ-শিশুর পবিত্র-রক্তে তর্পণ করলেই কি তোমার ব্রাহ্মণত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে ? আমি বুঝতে পারছি না—তুমি কি ? নৃশংসতায় তুমি কি পশুকেও হারাতে চাও ?

নন্দন গাহিল

নন্দন । গীত ।

আমার দিন ফুরালো মা।
তুমি কেঁদনা, কেঁদনা, কেঁদনা…
আস্‌বো ফিরে তোমার কোলে,
নাই কিছু মা মরণ ব'লে—
দু'দিন দেখা নাইবা হবে,
ভোলো সে বেদনা, কেঁদনা—কেঁদনা…

বশিষ্ঠ। অরুন্ধতি! আর নয়—এখন ফিরে চলো। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যের কঠোরতা বিস্মৃত হয়ো না। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ওই নির্ম্মম মহর্ষির পাশবিক নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করো। দুফোঁটা চোখের জল ঢেলে ওই পাষাণের বুকটাকে ভিজাতে পারবে না।

অরুন্ধতী। (আরক্ত নয়নে) বিশ্বামিত্র! আমি যদি চিরদিন কায়মনোবাক্যে স্বামীপদ সেবা করে থাকি…

বশিষ্ঠ। না, না, অরুন্ধতি! মহর্ষিকে অভিশাপ দিও না। আশীর্ব্বাদ করো—ওঁর মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়। ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় উনি যেন একদিন নিরহঙ্কার ব্রাহ্মণত্বেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে

পারেন···চলো, চলো,···নন্দন! মনে রেখো—আত্মা অবিনশ্বর অজর ও অমর! মৃত্যু একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়···

[উভয়ের প্রস্থান

নন্দন। ঋষিঠাকুর! কই তোমার সে রাক্ষসটা? শীগ্গীর আমাকে হত্যা করতে বলো। মার জন্যে আমার মন কেমন করছে। চোখের জল চাপতে পারছিনে···

ক্ষমা। রাক্ষস তো এখানে নেই? আছে এই রাক্ষসী। এসো আমার কাছে—আমিই তোমাকে হত্যা করবো।

নন্দন। তুমি হত্যা করবে? না, না, তোমাকে দেখ্‌লে তো তা' মনে হয় না? তুমি পারো না। পারে ওই ঋষিঠাকুর! আর পারে সেই রাক্ষসটা।

ক্ষমা। আমিও পারি। তুমি তো আমাকে চেন না? ওই নির্ম্মম ঋষিঠাকুরের মেয়ে আমি! তোমার মত কচি ছেলে-মেয়ের হাড়-মাস চিবিয়ে খেতেও পারি আমি। এসো আমার কোলে, দেখো পারি কি না?

কোলে তুলিয়া লইয়া, প্রগাঢ়ভাবে মুখচুম্বন করিল

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা।

ক্ষমা। কি বাবা?

বিশ্বামিত্র। দেখ্‌ছো, আমার চোখে আগুন জ্বল্‌ছে! স্নেহ মমতার কোনো করুণ অভিনয় বা দু'ফোঁটা চোখের জল সহ্য করা এখন আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়! পরাজয়ের গ্লানি ও

লাঞ্ছনা সহ্য করবার মত মনোবৃত্তি আমার নেই! শুধু ওই শিশুটিকে নয়—প্রয়োজন হ'লে তোমাকেও এখন ধ্বংস করতে পারি আমি।

ক্ষমা। (হাসিয়া) তা' জানি। আর জানি বলেই—নন্দনকে বুকে তুলে নিয়েছি। ধ্বংস করো বাবা, এই সুকুমার শিশুটির সঙ্গে আমাকেও ধ্বংস করো।

বিশ্বামিত্র। ওকে বুকে থেকে নাবিয়ে দাও, ক্ষমা!

ক্ষমা। কখ্‌খনো তা' পারবো না। আমার নারীত্বের গৌরব রক্ষার জন্যে তোমার পিতৃত্বের দাবীকেও আজ আমি অস্বীকার করবো। আমাকেও ধ্বংস করো—বাবা! আমাকেও ধ্বংস করো···

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা! সাবধান।

ক্ষমা। কিসের ভয় দেখাচ্ছ বাবা! ক্ষমাহীন পৃথিবী তো হবে নীরস মরুভূমি! সেখানে তোমার ব্রাহ্মণত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে কার কাছে?

কিঙ্করের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। এই যে কিঙ্কর! সুন্দরের কোনো সন্ধান পেয়েছো?

কিঙ্কর। হ্যাঁ, পেয়েছি···

বিশ্বামিত্র। কোথায় সে?

কিঙ্কর। আপনারই আশ্রমে···

বিশ্বামিত্র। আমারই আশ্রমে? তার অর্থ?

কিঙ্কর। ক্ষমা তাকে লুকিয়ে রেখেছেন…

বিশ্বামিত্র। লুকিয়ে রেখেছে? ক্ষমা?

ক্ষমা। হঁ্যা বাবা! লুকিয়ে রেখেছি। সুন্দরকেও আমি নষ্ট হতে দেবো না। বশিষ্ঠের শতপুত্রের মধ্যে মাত্র সুন্দর ও নন্দন যদি জীবিত থাকে—তাহলে তোমার উদ্দেশ্য বা কার্য্যের কোনো বিঘ্ন ঘট্‌বে—সে কথা আমি বিশ্বাস করি না!

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা! ভুলে যেও না আমি কে?

ক্ষমা। কেন তা' ভুলবো বাবা! তোমারি স্নেহে ও যত্নে বর্দ্ধিত এই ক্ষমা কি কখনো পারে তার পিতৃঋণ বিস্মৃত হ'তে? তোমার পায়ে ধরে প্রার্থনা করি—এই দুটি প্রাণ ভিক্ষা দাও আমাকে,…আর আমি কিছুই চাই না।

বিশ্বামিত্র। অসম্ভব! যজ্ঞাগ্নি সাক্ষী রেখে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে নির্ব্বংশ করবো। সে সঙ্কল্পচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়…শীঘ্র বলো সুন্দর কোথায়?

ক্ষমা। বল্‌বো না।

বিশ্বামিত্র। বলবে না?

ক্ষমা। না, না, না…

বিশ্বামিত্র। কি স্পর্দ্ধা!

কিঙ্কর। আমিই বল্‌ছি—মহর্ষি! আজ তিনদিন ও তিনরাত্রি অতি সুস্থদেহে ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রণয়ী সুন্দরের বাসর শয্যা রচনা হয়েছে—ক্ষমার কুটিরে!

বিশ্বামিত্র। বাসর শয্যা! অনূঢ়া কুমারীর কুটিরে বাসর শয্যা!

ক্ষমা লজ্জায় অধোবদন হইল

কিঙ্কর। হঁ্যা মহর্ষি! সুন্দর এসেছিল—আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। ক্ষমা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন।

বিশ্বামিত্র। বটে? এত দূর! এত দূর!

কিঙ্কর। শুধু কি তাই? একটা বিষয় আপনি বোধ হয় এখনো লক্ষ্য করেন নি?

বিশ্বামিত্র। কি?

কিঙ্কর। ক্ষমার সীমন্তের ওই রক্তরাগ!

বিশ্বামিত্র। (দেখিয়া) অঁ্যা! ক্ষমা সীমন্তিনী?

ক্ষমা। হঁ্যা বাবা! আমি স্বয়ংবরা।

বিশ্বামিত্র। স্বয়ংবরা? পাপীষ্ঠা! তোর বৈধব্য ঘটাতেও বিশ্বামিত্রের হাত কাঁপ্‌বে না···তা' জানিস্?

বিশ্বামিত্র যাইতেছিলেন—ক্ষমা পথরোধ করিল

ক্ষমা। বাবা! আমাকে হত্যা না ক'রে—আমার স্বামীর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না।

বিশ্বামিত্র। বটে? আমারি পালিতা কন্যা, আমারি স্নেহ-পুষ্ট ওই কাল-ভুজঙ্গিনী, আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়াতে সাহসী হচ্ছে? ত্রিবিদ্যা সাধক বিশ্বামিত্র আমি! সসাগরা পৃথিবী আজ আমার ভয়ে কম্পমান! আর ওই সামান্যা

একটা বালিকা আমাকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে শাসন করছে,? নির্ব্বোধ স্বেচ্ছাচারিণি! তোর ওই সুন্দর চোখ দুটি আজ আমি নষ্ট করবো। তোকে এমন কুরূপ ও কুৎসিৎ করে দেবো যে—কোনো পুরুষ আর কখনো তোর মুখের দিকে চাইবে না।

কমণ্ডলু হইতে এক গণ্ডুষ জল হাতে লইয়া—মাটিতে একটি পদাঘাত করিয়া চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, "হুতাশন"। দপ করিয়া আগুন জলিয়া উঠিল

কিঙ্কর। কি করো—কি করো মহর্ষি!

বিশ্বামিত্র। আঃ! বাধা দিও না কিঙ্কর! ওই স্বয়ংবরা পাপীষ্ঠাকে আমি এমন হতশ্রী করবো যে দর্পণে নিজের রূপ দেখে—ও নিজেই শিউরে উঠ্‌বে।

কিঙ্কর। না, না, তা' তুমি করতে পার না। তোমার প্রতি-শ্রুতি ভুলে যেও না। আজ স্বয়ংবরা হ'লেও—একদিন তো সে ছিল আমার বাগ্‌দত্তা? তাকে আমি ভালবাসি। আমার এই প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি।

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তোমার বাগদত্তা। সে কথা অস্বীকার করতে পারি না। আচ্ছা, তা'হলে তার সমস্ত দায়িত্বই তোমার উপর থাক্‌লো। আজই ক্ষমার কুটির থেকে সুন্দরকে বাইরে টেনে এনে হত্যা করবে—ওই নন্দনকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। ভুলে যেওনা ক্ষমা। ত্রিবিদ্যা-সাধক বিশ্বামিত্র আমি। বজ্রের মত কঠিন আমার এই বুকে। স্নেহ বা মমতার কোনো স্থান নেই। [প্রস্থান

ক্ষমা। কিঙ্কর! সত্যিই কি তুমি আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসো?

কিঙ্কর। তুমি কি তা জানো না ক্ষমা? শুধু যে তোমাকে ভালবাসি তাও নয়—তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না। বশিষ্ঠপুত্র শক্ত্রির অভিশাপে যেদিন আমি রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলাম—সেদিন দৈববাণী শুনেছিলাম—বিশ্বামিত্রের পালিতা কন্যা ক্ষমাই হবে একদিন আমার মুক্তিদাত্রী। তাই তো আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছি ক্ষমা। আমাকে মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।

ক্ষমা। তাই যদি সত্যি হয়—তাহলে সুন্দরকে হত্যা করো না।

কিঙ্কর। সে বিষয়ে—আমি নিরুপায়। বিশ্বামিত্রের আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।

ক্ষমা। তা'হলে আমিও মরবো। এই অসুন্দর পৃথিবীতে একটি দিনও বেঁচে থাকবো না আমি। আমাকেই যদি ধ্বংস করো—তা'হলে কে তোমাকে মুক্তি দেবে? সুন্দরকে যদি হত্যা করো—তাহলে তার আগে অতি নির্ম্মম ভাবে হত্যা করো—তোমার এই ভালবাসার পাত্রীকেই…

কিঙ্কর। কি ভয়ানক সমস্যা! (একটু চিন্তা করিয়া) একটা কাজ করবে ক্ষমা?

ক্ষমা। কি?

কিঙ্কর। আমার এই হাত দু'খানা খুব শক্ত ক'রে বাঁধো।

তারপর ডেকে আনো—সুন্দরকে। 'সেই আমাকে হত্যা করুক। তা'ছাড়া অন্য কোন উপায় তো দেখ্‌ছি না? সুন্দরকে যদি হত্যা না করি—তাহলে নিশ্চয়ই মহর্ষি তোমার রূপযৌবন নষ্ট করবেন। মনের দুঃখে তোমাকেও আত্মঘাতী হতে হবে।

ক্ষমা। না, না, আমি আত্মঘাতী হবো না। সতী-সীমন্তিনীর কাছে—স্বামীর প্রাণের চেয়েও তার রূপ-যৌবনের আকর্ষণ বেশী নয়। কিছুতেই তুমি পারবে না আমার স্বামীকে হত্যা করতে। তোমাকে আমি বেঁধেই রাখবো। এসো আমার সঙ্গে।

কিঙ্কর। আমাকে শুধু বেঁধেই রাখবে? হত্যা করবে না?

ক্ষমা। না। সুন্দর কি জহ্লাদ হতে পারে? ক্ষমা যার সহধর্ম্মিনী—হিংসা তার বৃত্তি নয়।

কিঙ্কর। (স্বগতঃ) নির্ব্বোধ বালিকা। বিশ্বামিত্রকে তুমি চেনো না। জীবন থাকতে তার আদেশ অমান্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। সুন্দরকে রক্ষা করতে পারবে না।

ক্ষমা। (স্বগতঃ) তুমি কি ভাবছো, তা আমি জানি কিঙ্কর। তোমাকে আমি বেঁধে রাখবো ততক্ষণ—যতক্ষণে সুন্দর এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে না পারে…এসো কিঙ্কর। এসো আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ত্রিশঙ্কুর পুষ্পোদ্যান

কাল—অপরাহ্ন

মেনকা বিষণ্ণ ভাবে বসিয়াছিল। তাহার সহচরীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

সহচরীগণ। গীত :

সাধ ক'রে সই, পরলে পায়ে মল্—
খুল্‌বে যখন—বুঝ্‌বে তখন—
ঝর্‌বে চোখে জল।
নাক বিঁধিয়ে নথ পরেছ—
দুল পরেছ কানে।
বুঝ্‌বে কী সুখ গয়না পরা—
হ্যাঁচ্‌কা টানে টানে।
মিছেই কেন করলে এমন—
ভালবাসার ছল।

মেনকা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

মেনকা। সত্যিই আমি সাধ করে এই মর্ত্ত্যের শৃঙ্খল পায়ে পরেছি! এখন উপায় কি? স্বর্গবাসিনী অপ্সরী আমি। এ কী শাস্তি আমার? ওই যে রাজা এই দিকে আসছে। তোরা যা এখান থেকে।

[সহচরীদের প্রস্থান

ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

ত্রিশঙ্কু। মেনকা!

মেনকা। কি রাজা?

ত্রিশঙ্কু। কেমন আছ?

মেনকা। যেমন রেখেছ…

ত্রিশঙ্কু। তোমার সুখ-সুবিধার এত বন্দোবস্ত করেছি—তবু তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? তোমার কি দুঃখ আমাকে বলো? কি করলে আমি তোমার মুখে একটু হাসি দেখতে পাই? মন-প্রাণ পাগল করা—তোমার সেই স্বর্গীয় হাসি কি আর দেখতে পাব না?

মেনকা। বন্দিনী কি হাস্‌তে পারে, রাজা?

ত্রিশঙ্কু। কে বলে তুমি বন্দিনী? মুক্ত তুমি। যেখানে ইচ্ছা যেতে পার? কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। শুধু আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই। তোমার রূপসুধা পান ক'রে তৃপ্ত হ'তে চাই। তাতেই কি তুমি অসুখী? না, না, মুখ ফিরিয়ে থেকো না। একটা সত্যি কথা শোনো, মেনকা! এই অযোধ্যাধিপতি ত্রিশঙ্কুই আজ তোমার বন্দী।

মেনকা। কিন্তু তুমি যে মানুষ! আমার সঙ্গে স্বর্গে যাওয়ার অধিকার তো তোমার নেই?

ত্রিশঙ্কু। কেন থাকবে না মেনকা! নিশ্চয়ই আছে। প্রেমিক যদি স্বর্গে যেতে না পারে—তাহলে তো স্বর্গের কোনো

মাহাত্ম্যই থাকে না। প্রেমিকের পক্ষে অসম্ভব আর অসঙ্গত ব'লে কিছু নেই....

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। ত্রিশঙ্কু!

ত্রিশঙ্কু। কে? গুরুদেব? আসুন—আসুন—

পদধূলি লইয়া আসন নির্দ্দেশ করিলেন

কি আদেশ বলুন—

বশিষ্ঠ। দেবরাজ ইন্দ্র আমার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তুমি নাকি স্বর্গের অপ্সরী মেনকাকে বন্দিনী করে রেখেছ? অবিলম্বে তাকে মুক্তি না দিলে, তিনি তোমার প্রতি অতি কঠোর শাস্তি বিধান করবেন।

ত্রিশঙ্কু। মেনকা যদি স্বর্গে যেতে না চায়?

বশিষ্ঠ। তবু তুমি মেনকাকে আশ্রয় দিতে পার না। দেবরাজের বিরাগভাজন হওয়া তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়।

ত্রিশঙ্কু। কেন বলুন তো?

বশিষ্ঠ। দেবরাজ কুপিত হলে তোমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির অত্যাচার সুরু হবে! শস্যহানি ঘটবে। ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজাসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না। প্রয়োজন হলে তোমাকেও তিনি বজ্রাঘাতে ধ্বংস করতে পারেন।

ত্রিশঙ্কু। কিন্তু আমি জানি, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ যার গুরু ও পুরোহিত, দেবরাজ ইন্দ্র তার কোনো ক্ষতি করতে পারেন না।

আপনার মন্ত্র-প্রভাবে ইন্দ্রের বজ্রও স্তম্ভিত হয়ে থাকে।

বশিষ্ঠ। কিন্তু বৎস ! আজ আমি পুত্র-শোকে মর্ম্মাহত। এ সময়ে দেবরাজের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধানো, তোমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। বিশেষত, ওই-একটা বারবিলাসিনী নিয়ে এই বিবাদ ইক্ষাকুবংশীয় রাজার পক্ষে অত্যন্ত অগৌরবের বিষয়।

ত্রিশঙ্কু। না না গুরুদেব তা হ'তে পারে না, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ-মেনকার রূপরাশি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছি। উপায় করুন গুরুদেব! অন্তত কিছুদিনের জন্যে আমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিন—ওই মেনকার সঙ্গে···

বশিষ্ঠ। বুঝেছি। তুমি বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। হিতাহিত কর্ত্তব্য বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছ। আচ্ছা, মেনকা ! তোমার কি মত ? পারবে চিরদিন এই মর্ত্ত্যলোকে বাস করতে ?

মেনকা। মর্ত্ত্যের উত্তাপে আমি বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। বাতাসের দুর্গন্ধে আমার দম আটকে আসে! এ শাস্তি আমি আর একটি দিনও সহ্য করতে পারছিনে।

বশিষ্ঠ। স্বর্গবাসিনীর পক্ষে এই মর্ত্ত্যে বাস যে অত্যন্ত ক্লেশকর—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ত্রিশঙ্কু সম্বন্ধে কি বল্‌তে চাও ? তোমার অভিমত কি ?

মেনকা। আমি আর কি বল্‌বো বলুন ? আমার সঙ্গে উনি যদি স্বর্গে যেতে পারেন, আমিই খুবই খুসী হবো। তাঁর কারণ আমি ওঁকে···

লজ্জিত হইল

বশিষ্ঠ। 'অত্যন্ত ভালবেসে ফেলেছ'! এই তো বলতে চাও? বলো, বলো, লজ্জা কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এরূপ ভালো আর ক'জনকে বেসেছ? কত ধনী-মহাজনকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে পথে বসিয়েছ? মুর্খ ত্রিশঙ্কু তোমাকে চেনে না, তোমার স্বরূপ জানে না, কিন্তু আমি জানি তুমি কে? ছি-ছি-ছি! এভাবে পুরুষের সর্ব্বনাশ ক'রে—তোমরা কি সুখ পাও—বলতে পার?

মেনকা। আমাকে ক্ষমা করুন, ব্রহ্মর্ষি! আর একটি দিনের জন্যেও মর্ত্ত্যবাসিনী থাকতে চাই না আমি····

বশিষ্ঠ। তাহ'লে কেন ত্রিশঙ্কুর মস্তকটি চর্ব্বণ করেছ? কেন তাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য-উম্মাদ করে তুলেছ? অকৃত্রিম ভালবাসা জানিয়ে কেন তার সর্ব্বনাশ সাধন করেছ—সে প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতেই হবে।

মেনকা। আর তিরস্কার করবেন না ব্রহ্মর্ষি! আপনি অন্তর্যামী! মানুষকে যে কতখানি ঘৃণা করি, তাও আপনি জানেন! হোক সুপুরুষ! তবু ওই রাজা ত্রিশঙ্কু যে মরণশীল মানুষ—তাতো আমি ভুলতে পারি না!

বশিষ্ঠ। শুন্‌লে ত্রিশঙ্কু! মেনকা তোমাকে কত ভালবাসে?

ত্রিশঙ্কু। না, না, মেনকা! তুমি ও কথা বলো না। তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও বাঁচবো না আমি! আপনার পায়ে পড়ি গুরুদেব! আমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দিন। আমি রাজ্যৈশ্বর্য্য কিছুই চাই না—শুধু ওই মেনকাকে চাই···

বশিষ্ঠ। শোনো ত্রিশঙ্কু! তোমার পক্ষে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কল্পনা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়!

ত্রিশঙ্কু। কেন গুরুদেব! প্রয়োজন হ'লে আপনি তো স্বর্গে গিয়ে থাকেন? একজন মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, আর একজনের পক্ষে তা সম্ভব নয় কেন?

বশিষ্ঠ। সশরীরে স্বর্গে যেতে হলে, যে সাধনার প্রয়োজন হয়—তা তোমার নেই বৎস!

ত্রিশঙ্কু। আপনি যার গুরু! ইচ্ছা করলে, আপনার সেই শিষ্যকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেওয়া আপনার পক্ষে একটুও কষ্টসাধ্য নয়।

বশিষ্ঠ। কে বলেছে সে কথা? গুরু পারেন শিষ্যকে স্বর্গে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে! সে জন্যে প্রয়োজন—গুরুর নির্দ্দেশ মত সাধনা করা…করবে?

ত্রিশঙ্কু। কি করতে হবে—বলুন?

বশিষ্ঠ। প্রথমত দ্বাদশ বৎসর অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে…পারবে?

ত্রিশঙ্কু। দ্বাদশ বৎসর? মেনকাকে পরিত্যাগ করে? অসম্ভব—অসম্ভব…

বশিষ্ঠ। পর্ব্বতের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া খুব সোজা। কিন্তু পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করা একটু শ্রম ও যত্ন-সাপেক্ষ।

ত্রিশঙ্কু। আপনি আমাকে মেনকার সঙ্গে স্বর্গে পাঠাতে পারবেন না তা'হলে?

বশিষ্ঠ। না……। সেরূপ কোনো আশা করাও তোমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

ত্রিশঙ্কু। (একটু চিন্তা করিয়া) বেশ, তাহলে আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হবো। তাঁকেই গুরু ও পুরোহিত পদে বরণ করবো। সে বিষয়ে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ?

বশিষ্ঠ। কোনো আপত্তি নেই ত্রিশঙ্কু! গুরু-বরণ-বিষয়ে শিষ্যের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যদি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাতে পারেন—আমার আনন্দের সীমা থাকবে না…আমি এখন আসি তাহলে ?

অশ্বপতির প্রবেশ

অশ্বপতি। প্রণাম ব্রহ্মর্ষি! রাজপ্রাসাদে মহারাণী বিবশা আপনার পদধূলি প্রার্থনা করেন।

ত্রিশঙ্কু। শোনো অশ্বপতি! ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ আমার গুরুত্ব ত্যাগ করেছেন। আজ থেকে আমার গুরু উগ্রতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র!

অশ্বপতি। মহারাণী বিবশা তো গুরুত্যাগিনী নন। এই ব্রহ্মর্ষি-বশিষ্ঠই এখনো তাঁর গুরু!

ত্রিশঙ্কু। তাহলে কি বুঝবো—মহারাণী আমার বিরুদ্ধাচরণে কৃত সঙ্কল্পা ?

অশ্বপতি। ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করবেন মহারাজ! যিনি আজ একটা বারবিলাসিনীর প্রেমে উন্মত্ত—রাজ্যের শুভাশুভ-চিন্তায়

উদাসীন—মহারাণীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার তাঁর নেই। আসুন—ব্রহ্মর্ষি ! [উভয়ের প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। চাই না রাজ্যৈশ্বর্য্য ! চাই না প্রতিষ্ঠা ও গৌরব ! মেনকা ! মেনকা ! আমি শুধু তোমাকেই চাই। মাত্র দুটি দিন অপেক্ষা করো—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কৃপায় নিশ্চয়ই পারবো আমি – তোমারি সঙ্গে সশরীরে স্বর্গে যেতে !

মেনকা। তবুও তুমি মানুষ ! তুমি মানুষ !

ত্রিশঙ্কু। স্বর্গে যাওয়ার পরেই তো অমরত্ব লাভ করবো ! মানুষকে তুমি যতই ঘৃণা করো মেনকা ! দেবতার চেয়েও মানুষের প্রাণ বড়···প্রেম গভীর ! তুমি বুঝতে পারছো না— তোমার সঙ্গে আজ আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত ! আমার প্রিয়তমা মেনকা আজ যেখানে আমার সঙ্গিনী—হোক সে নরক ! তবু আমি মনে করবো—সেইই আমার স্বর্গ—আমার প্রেমের অমরাবতী ! মেনকা !

মেনকার গীত

মেনকা। গীত :

জানি, স্বর্গেও আছে নরকের বিভীষিকা ।
নরকেও জ্বলে স্বর্গের দীপশিখা ।
স্বর্গে দেখেছি—নরক রচনা—
দেব-দানবের অসি ঝন্‌ঝনা ।
সবার উপরে কল্পনা করি মানুষের জয়টিকা ।
মানুষ সত্য—দেবতা মিথ্যা—
দেখাও সে প্রহেলিকা ।

ত্রিশঙ্কু। মেনকা! মেনকা! সেই প্রহেলিকাই আজ তোমাকে আমি দেখবো। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপঃশক্তির কাছে ইন্দ্রত্বও তুচ্ছ। নিশ্চয়ই আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারবো, আর তুমিই হবে আমার এই অপ্রশস্ত ললাটের উজ্জ্বল জয়টিকা!

কয়েকজন দেহরক্ষী সঙ্গে লইয়া মহারাণী বিবশার প্রবেশ ;
সঙ্গে অশ্বপতি

বিবশা। মহারাজ! আমি তোমাকে বন্দী করতে এসেছি।

ত্রিশঙ্কু। বন্দী করতে এসেছ?

বিবশা। হ্যাঁ, ওই কুহকিনীকে নিয়ে রক্ষী পরিবেষ্টিত এই প্রমোদোদ্যানেই তুমি থাকবে। আর আজ থেকে সিংহাসনে বসবো আমি···

ত্রিশঙ্কু। তুমি সিংহাসনে ব'সে রাজকার্য্য পরিচালনা করবে?

বিবশা। হ্যাঁ, তা' ছাড়া আর উপায় কি? যে মতিচ্ছন্ন রাজা, প্রজাসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা ত্যাগ করে একটা ঘৃণিত কুলটার প্রেমে মেতে উঠেছে, তাকে সিংহাসনচ্যুত করবাব অধিকাব তার সহধর্ম্মিণীর আছে।

ত্রিশঙ্কু। পারবে আমাকে এখানে বন্দী ক'রে রাখতে?

অশ্বপতি। কেন পারবেন না? অমাত্যবর্গ ও প্রধান মন্ত্রী মহারাণীর পক্ষ সমর্থন করবেন। আপনার উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁদের ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনাকে তাঁরা শৃঙ্খলাবদ্ধ করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু মহারাণীর ইচ্ছা অনুসারে এই

প্রমোদোদ্যানই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—আপনার বন্দী-জীবন-যাপনের উপযুক্ত স্থান।

ত্রিশঙ্কু। বুঝতে পেরেছি—অশ্বপতি। এ ষড়যন্ত্রের মূল তুমি।

বিবশা। নির্লজ্জ-পুরুষ! মাথা তুলে কথা বলতে লজ্জা করছে না তোমার? এই রক্ষী-পরিবেষ্টিত প্রমোদোদ্যানে ওই বারবণিতার অঞ্চল প্রান্তেই লুকিয়ে থাকো। কেউ তোমার আনন্দোৎসবে বাধা দেবে না বা বিঘ্ন ঘটাবে না। চলো অশ্বপতি।

[উভয়ের প্রস্থান

মেনকা। কি হবে মহারাজ?

ত্রিশঙ্কু। কোনো ভয় নেই মেনকা! এখুনি আমার এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে। বুদ্ধিহীনা নারীকে সমুচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করছি। এসো আমার সঙ্গে।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বনভূমি

কাল—অপরাহ্ণ

যোদ্ধবেশে সুন্দর ও তাহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ যুবকগণের প্রবেশ

সুন্দর। বন্ধুগণ! ব্রহ্মণ্যদেবের নামে শপথ করো—ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্রের এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করবে না। তার এই পাশবিক-নৃশংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানাবে প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে। মদগর্ব্বী বিশ্বামিত্রকে বুঝিয়ে দিতে হবে—ব্রাহ্মণ নিবীর্য্য নয়—ব্রাহ্মণত্ব ক্লীবত্ব নয়—ব্রাহ্মণ্য· সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। ক্ষমা - শক্তিমানের "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

১ম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্যদেবের নামে আমরা এই শপথ গ্রহণ করছি—তোমার নেতৃত্বে হাসিমুখে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেবো—বলদর্পী বিশ্বামিত্রের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করবো।

২য় ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মত ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে ভস্মীভূত করবো···ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের শতপুত্র নিধনের উপযুক্ত শাস্তি তাকে দান করবো।

সুন্দর। উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যবরন্নিবোধতঃ!

বেগে ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। সুন্দর! সুন্দর! শান্ত হও।

সুন্দর। আঃ! বাধা দিওনা ক্ষমা! বাধা দিও না

তোমার কোনো কথাই আজ আর আমরা শুন্‌বো না। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের ত্যাগবুদ্ধিই দানব-বিশ্বামিত্রের ঔদ্ধত্য আর দাম্ভিকতাকে বাড়িয়ে তুলেছে! ব্রহ্মশোণিতে তার এই তর্পণের জন্যে দায়ী ব্রহ্মর্ষির নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্ষমা। ব্রহ্মর্ষিকে আমি সংবাদ পাঠিয়েছি—এখুনি তিনি এখানে এসে পড়বেন। আমার একান্ত অনুরোধ তার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে—তোমরা কোনো আক্রমণাত্মককার্য্য-পদ্ধতি গ্রহণ ক'রো না।

সুন্দর। তিনি তো এসেই জিজ্ঞাসা করবেন—কেন আমি এখনো জীবিত আছি। পুত্রস্নেহ অপেক্ষা, ত্যাগ-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারই আজ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

১ম ব্রাহ্মণ। না, না, তাঁর কোনো যুক্তিই আজ আর আমরা শুন্‌বো না।

২য় ব্রাহ্মণ। বয়োবৃদ্ধির জন্য—তিনি তো বিকৃত বুদ্ধি ও আত্মবিস্মৃত! তাকে আর প্রয়োজন কি?

৩য় ব্রাহ্মণ। শান্তির বাণী প্রচার ক'রে তিনি আজ যে অশান্তির আগুন জ্বেলেছেন—তা নিভিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আর তাঁর নেই···সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

ক্ষমা। তোমরা একটু আড়ালে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমিই আগে শুন্‌বো—তাঁর অভিমত কি? বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি কি করতে বলেন? তারপর প্রয়োজন হলে—তোমরা এসে প্রতিবাদ জানিও। ওই যে তিনি আস্‌ছেন—

তোমরা যাও—একটু আঁড়ালে গিয়ে দাঁড়াও।

[সদলে সুন্দরের প্রস্থান

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। এই যে মা-ক্ষমা! আমার সুন্দর নাকি এখনো বেঁচে আছে ?

ক্ষমা। হ্যাঁ ব্রহ্মর্ষি! আছে···কিন্তু তার কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? সে আপনার কে ?

বশিষ্ঠ। কেউ নয়—কেউ নয়—তবু যদি বেঁচে থাকে, তার মুখখানা একবার দেখবার জন্যে প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠেছে! কোথায় সে ?

ক্ষমা। আপনার কি প্রাণ আছে ? নন্দনের মত শিশু-পুত্রকে যিনি রাক্ষসের মুখে ফেলে দিয়ে আস্‌তে পারেন—তাঁর মত নিষ্প্রাণ পিতা কি কেউ কোথাও দেখেছে ? না, না, আপনার পুত্র সুন্দর-বেঁচে নেই। যে বেঁচে আছে—সে আমার স্বামী! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কেন আমি বিধবা হবো ?

প্রণাম করিল

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্র-কন্যা ক্ষমা আমার পুত্রবধূ ? কি আশ্চর্য্য! তাহলে আমাকে আর তিরস্কার করছো কেন মা ? তার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব তো তুমিই গ্রহণ করেছ।

ক্ষমা। সুন্দরকে আর নন্দনকে আমি এখনো লুকিয়ে রেখেছি—কিন্তু কিঙ্করের সঙ্গে দেখা হলেই তো সব শেষ হবে ? ক'দিন তারা চোরের মত লুকিয়ে জীবনধারণ করবে ? কেন ?

কেন আপনি এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করবেন না? ক্ষমা শক্তিমানের! দুর্ব্বলের ক্ষমা কি অতি হীন কাপুরুষতা নয়?

বশিষ্ঠ। কে বলেছে, আমি দুর্ব্বল! আমি যে কত শক্তিমান—তা'তো তুমি জানো না মা! আমি যদি বজ্রমুষ্টিতে আজ আমার ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করি—তা'হলে মা-বসুমতী কেঁপে উঠবেন। স্বর্গের দেবতারাও ভয় পাবেন। শক্তিমান বলেই তো আমি বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করতে চাই।

ক্ষমা। আপনি কি বলতে চান—ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্রও আপনার ব্রহ্মদণ্ডকে ভয় করেন?

বশিষ্ঠ। আমি কারো ভীতির কারণ হতে চাইনা মা! বিশ্ব-শান্তিই আমার কামনা। তাই আমি বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করতে চাই। সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাই আমি 'ব্রাহ্মণ' আর সে 'অব্রাহ্মণ'!

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। শুধু ক্ষমা আর সহিষ্ণুতাই কি ব্রাহ্মণত্ব? অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা আর উদ্ধত বলদর্পীর অত্যাচার সহ্য করাই যদি হয় আপনার ব্রাহ্মণত্ব! তাহলে অবিলম্বে আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করুন। পিতা হ'য়ে যিনি তার পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করেন, তার সে ক্ষমা—কাপুরুষতা ছাড়া, আর কিছুই নয়।

বশিষ্ঠ। তাই বুঝি তোমার এই সু-পুরুষ-যোদ্ধৃবেশ? (হাসিয়া) তাই বুঝি তোমার এই ক্ষাত্রবুদ্ধির উদ্বোধন! পারবে? পারবে বিশ্বামিত্রকে ধ্বংস করতে?

সুন্দর। আমি একাকী না পারি, সমস্ত ব্রাহ্মণ-সমাজকে আহ্বান করবো। তাঁদের সকলের সাহায্যে নিশ্চয়ই পারবো দুরাত্মা বিশ্বামিত্রকে সমুচিত শাস্তি দিতে···

বশিষ্ঠ। তার অর্থ—তুমি নিজে একটা রাক্ষসের ভক্ষ্য হতে চাও না, বা নিজের ভাইগুলিকে দিয়েও তার শোণিত-পিপাসা তৃপ্ত করতে চাও না। তুমি চাও—লক্ষ লক্ষ নির-পরাধের তপ্ত রক্তে পৃথিবীর মাটি ভিজিয়ে দিতে! ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্যে সমষ্টিকে ধ্বংস করতে। ব্রাহ্মণত্ব তো দূরের কথা—মনুষ্যত্বের বিচারেও এ নীতি সমর্থন যোগ্য নয়।

সুন্দর। তা'হলে আপনার অভিমত হচ্ছে—বিনা প্রতিবাদে আমিও সেই রাক্ষসের কাছে—আত্মসমর্পণ করবো এই তো?

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ। তারই নাম—ব্রাহ্মণের সংযম ও সহিষ্ণুতা। ব্রাহ্মণের ত্যাগবুদ্ধি ও উদারতা! ব্রাহ্মণ সন্তান হ'য়েও, তুমি যদি অব্রাহ্মণের মত বেঁচে থাক্‌তে চাও—চেষ্টা করো। আমি তার কোনো প্রতিবাদ করবো না। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, বিশ্বামিত্র তা' জানে - তাই সে আমাকে মারতে চায় না। তুমি বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করো--কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শকে ক্ষুণ্ন করো না। ব্রাহ্মণের সংযম ও সহিষ্ণুতা, ব্রাহ্মণের ত্যাগবুদ্ধি ও উদারতা - সর্ব্বোপরি এই বিশ্ববাসীর নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা যদি তোমাকে উদ্বুদ্ধ না করে—তা'হলে নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই!

সুন্দর। বেশ, তাহলে জেনে রাখুন—আজ থেকে আমি

'অব্রাহ্মণ'। আর সেই অসুন্দর বিশ্বামিত্রকে ধ্বংস করাই সুন্দরের একমাত্র সম্ভাবনা!

বশিষ্ঠ। তা' তুমি কখনই পারবে না সুন্দর! তুমি পারবে —কতকগুলি স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণ-যুবককে ধ্বংস করতে—আর বিশ্বামিত্রের অত্যাচার প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তুলতে।

[সুন্দরের প্রস্থান

ক্ষমা। বাবা! আপনার পায়ে পড়ি—সুন্দরকে রক্ষা করুন। এই অসুন্দর পৃথিবীতে ক্ষমা যে আর একটি দিনের জন্যেও বাঁচবে না? আমার সীমন্তের রক্তরাগ দেখেও কি তা' বুঝতে পারছেন না?

বশিষ্ঠ। (হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া) মা আদ্যাশক্তি! ওঠো, জাগো—তোমার সুন্দরকে তুমিই রক্ষা করো! বিরাট সমুদ্র তুমি! তুমি কেন চাও—এই ক্ষুদ্র তড়াগের কাছে এক বিন্দু বারি-ভিক্ষা? তুমি তো শক্তির কাঙাল নও মা! মহা-শক্তির অংশ তুমি! তোমার ওই সতীত্বের তেজোদৃপ্ত নয়ন দুটিতে যে শক্তি আছে—তার কণামাত্রও নেই আমার ব্রহ্মদণ্ডে! ইচ্ছাময়ী তুমি! তুমি ইচ্ছা করলেই পার—বিশ্বামিত্রকে নিবীর্য্য করতে, আর সুন্দরকে জীবিত রাখতে—

ক্ষমা। ব্রহ্মর্ষি! আপনি কি বলছেন—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে! আমাকে বুঝিয়ে দিন কোথায় আমার সে শক্তি? সত্যিই কি আমি পারি আমার সীমন্তের এই সৌন্দর্য্যটুকু অম্লান রাখ্‌তে?

বশিষ্ঠ। নিশ্চয়ই পারো মা! তুমি যদি না পারো—তা'হলে এই পৃথিবীতে সেদিন ধ্বংসের বিষাণ বেজে উঠবে! সৃষ্টি ধ্বংস হবে। নির্ম্মম অন্তর্দ্বন্দ্বের হানাহানিতে সব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে—কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ক্ষমা। তা'তো বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় কি? আমার প্রাণহীন-পিতৃদেব সেই নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র আমার বৈধব্য ঘটাবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প!

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত :

ওরে ভয় নাই! কোনো ভয় নাই।
ক্ষমা-সুন্দর অন্তরে রাখি জাগে
তাই তোর পরাজয় নাই।
জীবন প্রবাহে মরণের ভয়
স্বপনের মাঝে জয়-পরাজয়
সত্য, শিব ও সুন্দর চির-অক্ষয়
তার ক্ষয় নাই—
ওরে ভয় নাই! কোনো ভয় নাই।

বশিষ্ঠ। বুঝতে পেরেছ ক্ষমা! ব্রহ্মণ্যদেবের ওই অভয় বাণীর মর্ম্ম কথা? মৃত্যু-বিভীষিকার ভয়ে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হ'য়ো না। কিঙ্কর যদি আজ সুন্দরকে হত্যা করে—বিশ্বামিত্র যদি তাকে পুড়িয়ে ভস্ম করেও ফেলে—তবু তুমি পারো মা! সেই চিতা-ভস্মের ভিতর থেকেই সুন্দরকে পুনর্জীবিত করতে! আত্ম-

বিস্মৃত হ'য়ো না মা। একমাত্র ক্ষমাই যে সব শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস, তাকি তুমি জানো না ?

ক্ষমা। তা'হলে আশীর্ব্বাদ করুন—আমার সুন্দরকে রক্ষা করতে যেন আমিই পারি !

বশিষ্ঠ। নিশ্চয়ই পারবে। বিশ্বপ্রসবিনী তুমি ! তোমার বুকে যে অমৃতধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তার সন্ধান কি তুমি নিজেই রাখো না ? তোমার চোখে যে সৃষ্টির কামনা—সীমন্তের ওই রক্তবিন্দু যার সাক্ষী, সে কি কখনো ব্যর্থ হ'তে পারে মা ? নারীত্বের গৌরব তুমি, সৃষ্টির সৌরভ তুমি—তোমাকে তো কেউ ধ্বংস করতে পারে না ? তুমি যদি ধ্বংস হও, তোমার সৌন্দর্য্য যদি ধ্বংস হয়, তাহলে তো ক্ষমা-সুন্দর ব্রহ্মণ্যদেব নিজেই ধ্বংস হবেন, এই সৃষ্টির বুকে থাকৃবে একটা বিরাট শ্মশান !

ক্ষমা। তা'হলে আর কোনো ভয় করবো না ব্রহ্মর্ষি ! আজ থেকে সুন্দর—কায়া, আর এই ক্ষমা—তার ছায়া, সুন্দরের মৃত্যু হয় হোক্—আমি তাকে ছায়ার মতই অনুসরণ করবো ! জীবিত বা মৃত সুন্দরের জীবনের দায়িত্ব এই সতী-সীমন্তিনী ক্ষমার। সুন্দর যদি মরে ক্ষমাও মরবে ! ক্ষমাহীন অসুন্দর জগতে বিশ্বামিত্রের প্রেতাত্মার আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। [পদধূলি লইয়া প্রস্থান

বশিষ্ঠ। ব্রহ্মণ্যদেব ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ !

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজপ্রাসাদ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

সিংহাসনে মহারাণী বিবশা,

মন্ত্রী, সেনানায়ক অশ্বপতি ও পাত্রমিত্রগণ

বিবশা। প্রধান মন্ত্রি! আমি জান্‌তে চাই, রক্ষী পরিবেষ্টিত প্রমোদোত্থান ত্যাগ ক'রে, মেনকাকে সঙ্গে নিয়ে, কি উপায়ে মহারাজ পালিয়ে গেলেন, বিশ্বামিত্রের আশ্রমে ?

মন্ত্রী। অশ্বপতির উপরেই ছিল মহারাজকে নজরবন্দী রাখার পূর্ণ-দায়িত্ব। বলো অশ্বপতি! তোমার কি বক্তব্য ?

অশ্বপতি। দুইজন রক্ষী আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বিবশা। কোথায় তারা ?

অশ্বপতি। এখনো তারা নিরুদ্দিষ্ট।

বিবশা। তাহ'লে তুমি যাও—মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে। তাকে বলো—বন্দীকে আশ্রয়দানের অধিকার তার নেই। মহারাজকে আর মেনকাকে আমি চাই।

সকলেই দাঁড়াইল, ত্রিশঙ্কুকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। মহারাজকে তুমি চাও? নির্লজ্জা নারি! স্বামীকে সিংহাসনচ্যুত করে অযোধ্যার পবিত্র সিংহাসনে আরোহণ ক'রতে তোমার বুকটা একটুও কাঁপলো না? নেবে এসো—নেবে এসো···

বিবশা। (নাবিয়া আসিয়া করজোড়ে) মহর্ষি! স্বামীর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ কি, তা' কি আপনি জানেন?

বিশ্বামিত্র। জান্‌তে চাই না। তোমার স্বামী আমাকে গুরুত্বে বরণ করেছেন। তুমি তো করোনি? স্বামীর বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ থাকে যদি—যাও কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে, তিনিই প্রতিকার করবেন। আমি কে? ত্রিশঙ্কু!

ত্রিশঙ্কু। আদেশ করুন গুরুদেব!

বিশ্বামিত্র। ওই সিংহাসনের উপর আমার পাদুকাদ্বয় স্থাপন করো।

ত্রিশঙ্কু পাদুকা স্থাপন করিলেন

বিশ্বামিত্র। যাও মহারাণি! তোমার গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলো—অযোধ্যার সিংহাসনে ত্রিবিদ্যা-সাধক বিশ্বামিত্রের পাদুকা স্থাপিত হয়েছে। যদি তাঁর ক্ষমতা থাকে, সেই পাদুকা অপসারণ করুন।

বিবশা। আপনি কি মনে করেন—আপনার ওই পাদুকা অপসারণ করা ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের পক্ষে সম্ভব নয়?

বিশ্বামিত্র। তা' যদি সম্ভব হ'তো—তাহলে তিনি শতপুত্র-

শোকেও অবিচলিত থাক্‌তেন না। নিবীর্য্য ব্রাহ্মণের পরিচয় দিয়ে দেবী অরুন্ধতীর আঁচলে চোখ মুছতেন না। যাও যাও, তাঁর কাছে গিয়েই প্রতিকার প্রার্থনা করো!

বিবশা। চলো অশ্বপতি! এখুনি একবার আমি গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

[উভয়ের প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। গুরুদেব! এখন আমাকে মেনকার সঙ্গে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন?

বিশ্বামিত্র। হবে বৎস! হবে। তোমার সে সামান্য আকাঙ্খাটি আমি অপূর্ণ রাখ্‌বো না। কিন্তু এই ইক্ষাকু-বংশের কুলগুরু বশিষ্ঠ সে বিষয়ে কি বলেন?

ত্রিশঙ্কু। তিনি বলেন—আত্মসাধনা ভিন্ন কোনো মানুষের পক্ষেই স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়···

বিশ্বামিত্র। বটে! তাহলে কেন যজ্ঞাদিতে যজমানের পৌরহিত্য করেন? তাঁর সে প্রতিনিধিত্ব কি শুধু বৃত্তিভোগের জন্যে? ওঃ, কি নীচতা! কি হীনতা! শোনো ত্রিশঙ্কু! তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে আমি অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণ করবো, ব্রাহ্মণ কে? তিনি, না এই বীর্য্যবান মহাতেজা বিশ্বামিত্র!

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ! মহর্ষি কণ্ব!

বিশ্বামিত্র। কণ্ব? নিশ্চয়ই তিনি আমার সন্ধানে এসেছেন এ পর্য্যন্ত। যাও ত্রিশঙ্কু! নিজে গিয়ে সসম্মানে নিয়ে এসো।

[ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান

যাও পাত্রমিত্রগণ বিশ্রাম করো গে। যতদিন না ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠিয়ে, ওই সিংহাসনে একজন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মনোনীত করবো—ততদিন আমার পাদুকার সম্মান যেন ক্ষুন্ন না হয়—সাবধান!

সকলের প্রস্থান—ত্রিশঙ্কুর সঙ্গে কণ্বের প্রবেশ

এসো এসো কণ্ব! আশ্রমের কুশল তো?

কণ্ব। হ্যাঁ। আমি তোমার কাছেই এসেছি বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। (হাসিয়া) তা' জানি। আর কেন এসেছ তাও বুঝতে পারছি।

কণ্ব। কেন বলো তো?

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ-পুত্রগণকে কেন আমি এরূপ নৃশংস-ভাবে হত্যা করছি—তার কারণ জানতে।

কণ্ব। সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না। একজন যুগ-প্রবর্ত্তক উদার ঋষির পক্ষে এরূপ জঘন্য জীঘাংসা চরিতার্থ করার তাৎপর্য্য কি?

বিশ্বামিত্র। আমার কার্য্য-বিশ্লেষণ করলেই উদ্দেশ্য বোঝা খুব কঠিন হয় না। আমি দেখ্‌তে চাই, পাপাচারী বশিষ্ঠ আজ সবংশে নির্ব্বংশ হয়েছে। বশিষ্ঠের নাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে…

কণ্ব। কেন? ব্রহ্মর্ষির অপরাধ কি?

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠের মত বক-ধার্ম্মিক যে সমাজের কর্ণধার—তার পতন অবশ্যম্ভাবী! ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে

—যে অদূরদর্শী পাণ্ডিত্যাভিমানী বিধিনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে জন্মগত-অধিকারে পরিণত করতে চায়, আমি সেই মানবতার পরম শত্রুকে ধ্বংস করবো!

কণ্ব। কে যে মানবতার পরম শত্রু, তা তো ঠিক বুঝতে পারছিনে? আমার যেন মনে হয়—সে বিষয়ে তুমিই—

বিশ্বামিত্র। আমিই?

কণ্ব। হ্যাঁ, আমি জানি, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কখনই জন্মগত-অধিকার-নীতির পক্ষপাতী নন্। তা' বলে—যে কেউ ব্রাহ্মণত্বের দাবী নিয়ে সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করবে—আর তাকেই মান্‌তে হবে ব্রাহ্মণ ব'লে—এ যুক্তিও সমর্থনযোগ্য নয়···বিশ্বামিত্র!

বিশ্বামিত্র। তুমি কি দেখ্‌তে পাওনা কণ্ব! শুধু তাকেই তিনি ব্রাহ্মণ বলে সমাদর করেন—যিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন? তুমি কি দেখ্‌তে পাওনা—সমাজে আজ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ, চৌর্য্যাপরাধী ব্রাহ্মণ, প্রতারক ব্রাহ্মণ, প্রবঞ্চক ব্রাহ্মণ, প্রভৃতি কোনো ব্রাহ্মণেরই অভাব নেই? ব্রাহ্মণ সমাজের এই গ্লানির মূলে—স্বার্থপর বশিষ্ঠের জন্মগত অধিকার-নীতি প্রবর্ত্তন ছাড়া আর কি থাকতে পারে? আমি ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্র—যে কোনো একটা শাস্ত্রজ্ঞান বর্জ্জিত নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তানও আমার মাথার উপর পা তুলে দিতে সাহস করে—যেহেতু আমি ক্ষত্রিয়। সমাজের এ অধোগতির জন্যে দায়ী কে?

কণ্ব। তোমার মতে, এ বিষয়ে বশিষ্ঠের কর্ত্তব্য কি?

বিশ্বামিত্র। কর্ত্তব্য ? কর্ত্তব্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা। যে-কোনো বংশে মানুষ জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যাঁর মধ্যে সত্যকার ব্রাহ্মণত্ব প্রতিভাত হবে—তাকেই ব্রাহ্মণ চলে স্বীকার করা। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে যদি কেউ অব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি-গ্রহণ ক'রে, কেন তিনি তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেন না ব্রাহ্মণ-সমাজের গণ্ডীর বাইরে ? শুধু আমাকে ব্রাহ্মণ ব'লে স্বীকার করতেই যেন তার অসহ্য অন্তর্দাহ !

কণ্ব। আচ্ছা বিশ্বামিত্র ! কেন তুমি ব্রাহ্মণ হ'তে চাও ?

বিশ্বামিত্র। বংশ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্যে। সমস্ত ক্ষত্রিয়রাজারা যদি আজ আমাকে গুরু ও পুরোহিত পদে বরণ করেন—তা'হলে আমি কি করতে পারি জানো ?

কণ্ব। কি করতে পার ?

বিশ্বামিত্র। স্বর্গকে মর্ত্ত্যে নাবিয়ে আন্‌তে পারি ! ইন্দ্রের প্রভুত্বও অস্বীকার করতে পারি ! প্রত্যেক রাজ্যকে এক-একটি নন্দন-কাননে পরিণত করাও আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। আমার পৌরহিত্যের ফলে, নিশ্চয়ই জন-সাধারণের কোনো দুঃখ বা দারিদ্র্য থাকবে না। স্বর্গীয় সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হ'য়ে প্রত্যেকটি মানুষ বল্‌তে শিখ্‌বে—সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখম্ ! সর্ব্বং পরবশম্ দুঃখম্ !

কণ্ব। ত্রিবিদ্যা-সাধকের পক্ষে এরূপ উচ্চাকাঙ্খার স্বপ্ন-

রচনা অস্বাভাবিকও নয়, অসম্ভবও নয়। কিন্তু এ বিষয়ে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের যুক্তিও তো উপেক্ষনীয় নয় বিশ্বামিত্র ?

বিশ্বামিত্র। কি তাঁর যুক্তি ?

কণ্ব। তিনি বলেন—জড়বাদের মোহে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির পন্থা-নির্দ্ধারণই ব্রাহ্মণত্ব নয়। ব্রাহ্মণের আদর্শ আরো উচ্চ ! আরো মহৎ ! সমাজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সে আদর্শ গড়ে উঠেছে !

বিশ্বামিত্র। আদর্শ ! আদর্শ ! কিন্তু তুমি কি জানো না —আদর্শবাদ একটা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয় ? আদর্শের স্রষ্টা কে ? হয় তিনি, আর না হয়—তুমি বা আমি ? জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। মুর্খরা আজ যাকে আদর্শ মনে করছে—কাল তার মিথ্যা-মুখোস্ খুলে যাচ্ছে ! সে-আদর্শ অতি বিভ্রান্তিকর অসত্য বলেই প্রমাণিত হচ্ছে ! বশিষ্ঠের এই প্রগতি-বিরোধী আদর্শবাদের উদ্দেশ্য কি তা' আমি জানি···

কণ্ব। তুমি কি মনে করো শুধু বস্তুতান্ত্রিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন করলেই-মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়বে ?

বিশ্বামিত্র। জিজ্ঞাসা করি—জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে কি কোনো সীমারেখা আছে ? আমার মতে—একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব লোপ অবশ্যম্ভাবী ! দেহকে দলিত করে মনকে উন্নত করা আব মনকে পীড়িত করে দেহকে স্বাস্থ্যবান রাখা, বাতুলের কল্পনা ! ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হলেও সমষ্টির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ! আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে

পাচ্ছি—মুর্খ বশিষ্ঠের এই প্রগতি-বিরোধী মতবাদ প্রচারের ফলে আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে ব্রাহ্মণত্বই একদিন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ! একটি বিদেশী ক্ষত্রিয় যুবক।

ত্রিশঙ্কু। কি প্রয়োজন?

প্রতিহারী। মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

ত্রিশঙ্কু। অপেক্ষা করতে বলো।

বিশ্বামিত্র। দাঁড়াও প্রতিহারী। বুঝতে পারছো ত্রিশঙ্কু! কে এসেছে?

ত্রিশঙ্কু। কে গুরুদেব?

বিশ্বমিত্র। বশিষ্ঠ-পুত্র সুন্দর। আমি সংবাদ পেয়েছি—সে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করেছে। তার বর্ত্তমান উদ্দেশ্য—আমার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করা। সমস্ত ক্ষত্রিয়রাজাদের সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রার্থী সে। বোধ হয় সে জানেনা যে, তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছ! তাহলে এখানে আস্‌তো না।

ত্রিশঙ্কু। কোনো ক্ষত্রিয় রাজাই তাকে সাহায্য করবে না।

বিশ্বামিত্র। তা কি ক'রে জান্‌লে? আমিও যে তাকে অভিনন্দিত করবো। ব্রাহ্মণসন্তান তার ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি দিতে চায়—এ যে একটা আশার কথা! বশিষ্ঠপুত্র সুন্দর আজ ক্ষত্রিয়! যাও প্রহরী তাকে নিয়ে এসো। তুমি আর এখানে থেক না ত্রিশঙ্কু! একটু অন্তরালে অপেক্ষা করো।

[উভয়ের প্রস্থান

কণ্ব। আমিও এখন তা'হলে আসি, বিশ্বামিত্র !

বিশ্বামিত্র। কেন কণ্ব ? নির্ব্বিষ ব্রাহ্মণ যুবকের কুলোপপণা-চক্রটি দেখে যাও…

কণ্ব। তার চেয়ে তোমার দাম্ভিকতাই আমাকে বেশী ক্লেশ দিচ্ছে। তোমার বিষাক্তজিহ্বা একটি শোকসন্তপ্ত ব্রাহ্মণ যুবককে কতখানি নির্য্যাতন করতে পারে, তা' আমি জানি। প্রয়োজন হলে—তুমি তাকে, আমার সাম্‌নেই অতি নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারবে—সে আশঙ্কাও করি ! সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করাই আমার পক্ষে সঙ্গত। আসি তা হলে।

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। হা হা হা—মূর্খের দল ! তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব—কাপুরুষের ক্লীবত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়—

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। এ কি ! আপনি এখানে ?

বিশ্বামিত্র। (হাসিয়া) ভয় পাচ্ছ ?

সুন্দর। ভয় কাকে বলে—তা আমি জানি না।

বিশ্বামিত্র। তাই বুঝি একটা অবলা নারীর অঞ্চলপ্রান্তে লুকিয়ে চোরের মত বেঁচে আছো ? ছি ছি ছি—যার প্রাণের এত মায়া, তার মুখে নির্ভীকতার দম্ভ কি হাস্যকর নয় ?

সুন্দর। মৃত্যুর জন্যে আমি এখন প্রস্তুত মহর্ষি ? তবু অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যাই।

বিশ্বামিত্র। কি?

সুন্দর। আমি ব্রাহ্মণও নই, ক্ষত্রিয়ও নই! আমি ধর্ম্মদ্রোহী!

বিশ্বামিত্র। ধর্ম্মদ্রোহী?

সুন্দর। হ্যাঁ, আমি ধর্ম্মদ্রোহী। আমার বিশ্বাস—ধর্ম্মের ভণ্ডামি মানব-সমাজের যত অনিষ্ট-সাধন করেছে, তত আর কেউ করেনি। আমার বিচারে দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি বা মহর্ষি—এই সব অর্ব্বাচীন ঋষিরা আজ অপরিণামদর্শী অমানুষ প্রমাণিত হয়েছেন…ধর্ম্মের মুখোস পরে পশুত্বকেও লজ্জা দিচ্ছেন।

বিশ্বামিত্র। কি ভয়ানক কথা।

সুন্দর। হ্যাঁ কথাটা ভয়ানক বটে—তবু বল্‌তে দ্বিধা করবো না। একজন ব্রহ্মর্ষি আর একজন মহর্ষি ধর্ম্মের নামে আজ যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন—যে ব্যক্তিগত মতবাদের গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন—তার অতি-বীভৎস রূপ কি পশুত্বের নগ্ন আচরণকেও অতিক্রম করেনি

বিশ্বামিত্র। তাহলে তোমার এ ধর্ম্মদ্রোহিতা শুধু আমার মতবাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমার পিতার মতবাদও তুমি সমর্থন করো না। কি বলো?

সুন্দর। নিশ্চয়ই! এতগুলি অসহায় ও নিরীহ মানব-শিশুর অকালমৃত্যুর দায়িত্ব তিনিও তো অস্বীকার করতে পারেন না?

বিশ্বামিত্র। আশা করি—তোমার এ বিদ্রোহ-ঘোষণার

কথা তিনিও অবগত আছেন ? তোমার এ বিপ্লবাত্মক মতবাদ তাঁকেও জানিয়েছ ?

সুন্দর। নিশ্চয়ই···জানিয়েছি।

বিশ্বামিত্র। কি উত্তর পেয়েছ ?

সুন্দর। ব্রাহ্মণ্য সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আদর্শ থেকে বিন্দু মাত্রও বিচ্যুত হবেন না তিনি।

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি ? আচ্ছা, এখন তোমাকে যদি আমি হত্যা না করি, তুমি কি করতে চাও—তোমার উদ্দেশ্য কি ?

সুন্দর। আমি আপনাদের দু'জনের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করতে চাই! সমগ্র মানব সমাজকে আপনাদের এই দুইটি বিশিষ্ট মতবাদের বিরুদ্ধেই উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে চাই।

বিশ্বামিত্র। পারবে ?

সুন্দর। পারলে সুখী হতাম। কিন্তু ক্ষমার অনুরোধে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি···

বিশ্বামিত্র। কেন ? সে কি বলে ?

সুন্দর। ক্ষমা বলে—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ একজন নির্ব্বাক দর্শক সাজলেও, আমার সে সশস্ত্র বিদ্রোহ-দমনের জন্যে ত্রিবিদ্যা-সাধক বিশ্বামিত্র কোনো কার্পণ্য করবেন না। সে রক্তপ্লাবনে বিভীষিকা কল্পনা ক'রে—ক্ষমা শিউরে ওঠে! সে বলে শক্তির মাদকতায় আপনি নাকি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন ।

বিশ্বামিত্র। মূর্খ সে! আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমিও একজন নির্ব্বাক দর্শকভাবে তোমার সে কৃতিত্ব

দেখবো। তোমার চেষ্টায় যদি তোমার পিতার বিরুদ্ধেও জনমত গঠিত হ'য়ে ওঠে। সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা যদি তাঁর গুরুত্ব ও পৌরহিত্য ত্যাগ করেন—তা'হলেই আমি শান্ত ও তৃপ্ত! সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত। কিন্তু, একটা বিষয়ে আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে তোমাকে।

সুন্দর। কি বিষয়ে?

বিশ্বামিত্র। প্রতিজ্ঞা করো—আজ থেকে তুমি আর ক্ষমার মুখ দর্শন করবে না···

বেগে ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। না না—তুমি সে প্রতিজ্ঞা ক'রো না সুন্দর!

বিশ্বামিত্র। কেন করবে না ক্ষমা?

ক্ষমা। তোমার এ কূটনৈতিক-দুরভিসন্ধি সুন্দর না বুঝলেও, আমি বুঝেছি বাবা! সুন্দরকে প্রতারিত করো না। যেখানে ক্ষমা নেই, সেখানে সুন্দরও নেই, সমৃদ্ধিও নেই। ওগো মদগর্ব্বী ত্রিবিদ্যাসাধক! করজোড়ে তোমার কাছে প্রার্থনা কর্‌ছি—এই ফলফুলে সুশোভিত সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করে দিও না। তার এই নয়নানন্দ শ্যামশোভাকে আত্মঘাতী সংঘর্ষের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করো না।

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা!

ক্ষমা। তোমারও রাঙা চোখদুটিকে আমি তো আর ভয় করিনা বাবা! আজ আমার এই সীমন্তের সিঁদুর-বিন্দু ওদের চেয়েও ঢের বেশী রাঙা! চলে এসো সুন্দর!

বিশ্বামিত্র। (সুন্দরের হাত ধরিয়া) কোথায় যাবে ? তোর সঙ্গে সুন্দরের আর যাতে দেখা না হয় সে ব্যবস্থা আমিই করবো।

ক্ষমা। তুমি তা কখ্‌খনো পারবেনা বাবা। জীবনে-মরণে আজ যে আমার সঙ্গী—তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার বৃথা চেষ্টা কেন করবে ? তুমি আমাদের দুজনকেই ধ্বংস করতে পার—কিন্তু বিচ্ছিন্ন করতে পার না ! সে ক্ষমতা বিধাতারও নেই।

বিশ্বামিত্র। এই বিশ্বামিত্রের শক্তি ও সামর্থ্য যে বিধাতার চেয়েও ঢের বেশী—তা' আমি তোকে বুঝিয়ে দেবো…এসো সুন্দর ! আমার সঙ্গে। [উভয়ের প্রস্থান

ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যদেব ! বলে দাও—এখন আমি কি করবো —আমার কর্ত্তব্য কি ?

ব্রহ্মণ্যদেবের অবির্ভাব

ব্রহ্মণ্যদেব। গীত।

আঁধার দেখে ভয় পেয়োনা
জ্বালিয়ে রেখো প্রদীপটিকে
কেউ পারেনা মুছতে তোমার
সীমন্তের ওই জয়শ্রীকে।
মরণ জয়ীর জীবন জাগে, সীমন্তিনীর অনুরাগে
এক জীবনেই শেষ করে না
এই মিলনের মাধুরীকে।

ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যদেব ! ব্রহ্মণ্যদেব ! [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বশিষ্ঠের আশ্রম

অপরাহ্ন

ঋষিবালকগণ গঙ্গা স্তোত্র গাহিতেছিল

ঋষিবালকগণ। গীত।

জনগণ জীবন পূণ্য তরঙ্গে।

মাতর্গঙ্গে !

কাম্য সমৃদ্ধি ধনাগম বৃদ্ধি

সিদ্ধিপ্রদায়িনী জননী।

সান্ধ্য-সমীরণে-শান্ত-বিটপী ঘন

স্নিগ্ধ-শ্যামায়িত-ধরণী।

তব নিরমল-জলে, অবগাহি কুতূহলে

অতি পূত-পবিত্র-অঙ্গে।

মাতর্গঙ্গে।

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরুন্ধতী। ওরে। তোরা কেহ দেখেছিস্ আমার নন্দন কোথায় ?

১ম বালক। না—মা ! আমরা তো দেখিনি। সে এখানে আসেনি আমাদের সঙ্গে।

অরুন্ধতী। তবে সে গেল কোথায় ?

২য় বালক। তোমরা যে তাকে রাক্ষসের কাছে রেখে এসেছ! সে কথা ভুলে গেছ বুঝি।

অরুন্ধতী। কি বল্‌লি? রাক্ষসের কাছে রেখে এসেছি? রাক্ষস যদি তাকে খেয়ে ফেলে? কি সর্ব্বনাশ!

৩য় বালক। খেয়ে তো ফেল্‌বেই। তোমাদের মত নিষ্ঠুর মা-বাপ কি আর আছে? তোমাদের মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়··· চল্ চল্ আমরা এখান থেকে চলে যাই।

[একটি বালক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অরুন্ধতী। ঠিক বলেছে—আমাদের মুখ দেখ লেও পাপ হয়।

বশিষ্ঠের প্রবেশ

শুনেছ! শুনেছ ব্রহ্মর্ষি! ঋষি-বালকরা কি বল্‌ছে?

বশিষ্ঠ। কি বল্‌ছে অরুন্ধতি?

অরুন্ধতী। আমরা নাকি অতি-নিষ্ঠুর মা-বাপ! আমাদের মুখ দেখলেও পাপ হয়।

স্বন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। সে কথা খুব সত্যি! জগতের ইতিহাসে—মা-বাপের নিষ্ঠুরতার এরূপ পরিচয় বোধ হয় আর নেই!

অরুন্ধতী। সুন্দর! সুন্দর! তুই বেঁচে আছিস্?

সুন্দর। হ্যাঁ মা! আমি আর নন্দন এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু, আর বেশী সময় থাক্‌বো না। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাক্ষসটা আমাদের দু'জনকে হত্যা করবে।

৪র্থ বালক। সুন্দরদা! আমাকে নিয়ে যাবে ?

সুন্দর। কোথায় ?

৪র্থ বালক। সেই রাক্ষসটার কাছে। আমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে, তোমাদের নন্দনকে ফিরিয়ে এনো! আমার তো মা নেই ? আমার জন্যে কেউ কাঁদবে না!

সুন্দর। বলিস্ কি ? তুই নিজের প্রাণ দিয়ে নন্দনকে বাঁচাতে চাস্ ?

বশিষ্ঠ। ও যে ব্রাহ্মণ! ওরে ব্রাহ্মণকুমার! আয় আয় আমার বুকে আয়। তোকে নিয়ে এখুনি একবার বিশ্বামিত্রের কাছে যাবো। তাকে ব্রাহ্মণ দেখাবো। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাকে ব্রাহ্মণ দেখাবো, সে যদি রাজী হয়—তোর আর আমার প্রাণের বিনিময়ে নন্দন আর সুন্দরের প্রাণভিক্ষা করবো।

যাইতে উদ্যত

অরুন্ধতী। কোথায় যাচ্ছ ?

বশিষ্ঠ। বিশ্বামিত্রের কাছে। তোমার নন্দন আর সুন্দরের প্রাণের বিনিময়ে--এই ব্রাহ্মণকুমারের আর আমার প্রাণ উপহার দিতে—তাহলে তো আর তুমি কাঁদবে না ?

[প্রস্থান

অরুন্ধতী। এ কি হলো সুন্দর ?

সুন্দর। ভয় নেই মা! বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্য যে কি, তা আমি জানি। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে সে হত্যা করবে না। করতেই পারে না। এ হচ্ছে দুইটি বিশিষ্ট মতবাদের সংগ্রাম! ক্ষমা

আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এ সংগ্রামে বিশ্বামিত্রই হেরে যাবে—শতপুত্র বলি দিয়েও, বশিষ্ঠ জয়ী হবেন···

রাণী বিবশার প্রবেশ, সঙ্গে অশ্বপতি

বিবশা। না, না স্থন্দর। তুমি ক্ষমার উপদেশ শুনে আত্মঘাতী হ'য়ো না। সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুত হও—আমি তোমাকে বহু সৈন্য ও সমর সম্ভার দিয়ে সাহায্য করবো। বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করো···

অশ্বপতি। আমি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি স্থন্দর! তোমার ও আমার মিলিত শক্তি অজেয় হ'য়ে উঠবে। অযোধ্যার সমস্ত প্রজাপুঞ্জ বিশ্বামিত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, শুধু নেতৃত্বের অভাবে তারা কোনো প্রতিকার করতে পারছে না।

ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। সে নেতৃত্ব স্থন্দর করতে পারে না, অশ্বপতি? দেশে তো বহু ক্ষত্রিয় রাজা আছেন—তুমি তাদের কাছে যাও।

বিবশা। স্থন্দরের সহধর্ম্মিণী হ'য়ে, তুমি তার মৃত্যু কামনা করবে?

ক্ষমা। স্থন্দর যদি মরে—ক্ষমাও মরবে। মৃত্যু ভয়ে ভীত হ'য়ে একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া যে কত-বড় মূর্খতা, সেকথা ব্রহ্মর্ষি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রণক্ষেত্রে বহুলোকের প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'রে, আমরা বেঁচে থাকতে চাইনা। আদর্শ ক্ষুণ্ণ ক'রে বেঁচে থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। মৃত্যুকে যে ভয় করে—সে মহাপাপী। চলে এসো স্থন্দর!

আমি অনেক মালা গেঁথেছি—তোমাকে সাজাবার জন্যে। আজই মালা-চন্দনে সেজে—কিঙ্করের সঙ্গে দেখা করবে, চলো···

সুন্দর। মা! আসি তা'হলে—পায়ের ধূলো দাও···

[প্রণাম করিয়া উভয়ের প্রস্থান

অরুন্ধতী। তোমরা বল্‌তে পার—সুন্দর কেন এসেছিল আমাকে দেখা দিতে? আমি তো জান্‌তাম—সে মরে গেছে। সুন্দর যখন মরেনি, তাহলে আমার নন্দনও মরেনি। সবাই বেঁচে আছে—সবাই বেঁচে আছে। আমি যাই—তাদের জন্যে খাবার তৈরি করিগে।

[প্রস্থান

বিবশা। কী ভয়ানক অবস্থা। আমি অবাক হ'য়ে ভাব্‌ছি ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কী!

সৈন্যসহ ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

ত্রিশঙ্কু। মহারাণি! আমি তোমাকে বন্দী করতে এসেছি।

বিবশা। বন্দী করতে এসেছ? লম্পট! অত্যাচারী-নরপশু বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তুমি বুঝি ভেবেছ, পৃথিবীতে ধর্ম্ম নেই, পুণ্য নেই, ন্যায়ান্যায়ের কোনো বিচার নেই? শোনো মহারাজ! অযোধ্যার প্রজাপুঞ্জ আজ বারুদ-স্তূপের মত অপেক্ষা করছে। আমাকে বন্দী-করার সঙ্গে সঙ্গে তারা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌বে! সে আগুনে তুমি নিশ্চয়ই পুড়ে মরবে। মোহিনী-মেনকার অঞ্চল তলে লুকিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো।

ত্রিশঙ্কু। ত্রিবিদ্যাসাধক বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে—এমন দুঃসাহসী বীর অযোধ্যা রাজ্যে একটিও নেই মহারাণি! ওই নির্বোধ অশ্বপতি ছাড়া, তোমার পাশে আর কেউ এসে দাঁড়াবে না—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। উপস্থিত বিশ্বামিত্রের আদেশ—তোমাকে বন্দিনী ভাবে রাজ-অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখতে হবে। তুমি সসম্মানে আমার সঙ্গে যাবে কি না, তাই বল।

বিবশা। যদি না যাই।

ত্রিশঙ্কু। বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

বিবশা। প্রধানমন্ত্রী ও আমত্যবর্গ, সকলেই কি বিশ্বামিত্রের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন? তারা কেউ, এ অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করেন নি?

ত্রিশঙ্কু। না। তারা সবাই আজ মহর্ষির মন্ত্রশিষ্য। তাঁর পাদুকা-তলে মাথা নীচু করে আদেশ পালন করছেন।

বিবশা। কী আশ্চর্য্য!

ত্রিশঙ্কু। মহারাণি। তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না, এই বিশ্বামিত্রকে? ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ আজ শত পুত্রশোকে মুহ্যমান হয়েও, নির্ব্বাক ও নির্ব্বিকল্প। অযোধ্যা নগরীকে মহর্ষি অমরাবতীর চেয়েও সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে গড়ে তুলছেন। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকেও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করছেন—মেনকার সঙ্গে আমাকেও স্বর্গে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছেন।

বিবশা। বুঝেছি তোমার ধ্বংস অনিবার্য্য।

ত্রিশঙ্কু। তুমি আমার বন্দীত্ব স্বীকার করবে কিনা, তাই বলো।

বিবশা। না। তুমি আমাকে হত্যা কর।

ত্রিশঙ্কু। আমি আদেশ পালন করতে এসেছি, মহারাণি। তোমাকে হত্যা করার অধিকার আমার নেই। সৈন্যগণ! মহারাণীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করো।

অশ্বপতি। সাবধান মহারাজ! আমার হাতে এই তরবারি থাকতে, কেউ মহারাণীর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না।

ত্রিশঙ্কু। তাই নাকি? তাহলে আগে তোমাকেই সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে?

ত্রিশঙ্কু ও অশ্বপতি তরবারি উত্তোলন করিলেন,
বিবশা তাহাদের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইলেন

বিবশা। শান্ত হও। এরূপ অসম যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। চলো আমি বিশ্বামিত্রের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবো। প্রয়োজন হ'লে আত্মহত্যা করবো, তবু বন্দীত্ব স্বীকার করবো না।

অশ্বপতি। আমি কি করবো মা?

বিবশা। মহারাজ! অশ্বপতিকেও কি বন্দী করতে চাও?

ত্রিশঙ্কু। না, সেরূপ কোন আদেশ নেই।

বিবশা। তা'হলে যাও অশ্বপতি! অযোধ্যানগরের ঘরে ঘরে প্রচার করো—দস্যু বিশ্বামিত্রের এই অত্যাচার কাহিনী! তাদের ব'লো—মহারাণী প্রতীকারপ্রার্থিনী।

ত্রিশঙ্কু। হা হা হা! বিশ্বামিত্র সে ভয়ে একটুও ভীত

নন্। যাও অশ্বপতি! মেনকা-বিদ্বেষে মহারাণীর মর্ম্ম বেদনা যে কত গভীর হ'য়ে উঠেছে—তা'তো বুঝতে পারছো! দ্বারে দ্বারে কেঁদে যদি সে বিষয়ে কোন প্রতীকার করতে পার - চেষ্টা করো···আমার কোনো আপত্তি নেই···এসো মহারাণী।

[অশ্বপতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অশ্বপতি। কী অত্যাচার। আচ্ছা, দেখি আমি কি করতে পারি।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিশঙ্কুর পুষ্পোদ্যান

অপরাহ্ন

মেনকা বিষন্ন ভাবে বসিয়াছিল, সখীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

সখীগণ। গীত :

চুপি, চুপি, তোরে বলি সখি শোন্
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন।
ঘুম ঘোরে তোর এলো মন চোর।
ছল ছল দুটি বাঁকা-নয়ন।

ধীরে ধীরে তোর মন-যূথীরে—
কহিল সজনী। 'এসেছি ফিরে'
বিরহের গান—হ'লো অবসান—
মনে মনে হ'লো—মধু-মিলন।

গীতান্তে ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

[তাহাকে দূর হইতে দেখিয়াই সখিদের প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। মেনকা! মেনকা! শুনেছ? আমাকে স্বর্গে পাঠাবার জন্যে গুরুদেব একটি যজ্ঞায়োজন করছেন। সেই যজ্ঞান্তেই আমি তোমাকে নিয়ে স্বর্গে যেতে পারবো...

মেনকা। মহারাণীর সংবাদ কি?

ত্রিশঙ্কু। বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় রাজ-অন্তঃপুরে অবস্থান করছেন।

মেনকা। বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায়?

ত্রিশঙ্কু। হাঁ, কি দুঃসাহস বলো তো? মুখের উপর গুরু-দেবকে দস্যু ও তস্কর বলে তিরস্কার করেছেন। নারী অবধ্য। তাই, তিনি কমণ্ডলু থেকে এক গণ্ডুষ মন্ত্রঃপূত জল নিক্ষেপ ক'রে, মহারাণীকে একেবারে বাক্‌রুদ্ধ ক'রে ফেলেছেন। চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে, কিন্তু মুখ থেকে কোনো কথা বেরুচ্ছে না।

মেনকা। তাই নাকি? কি সর্ব্বনাশ! আমার মনে হয়, মহারাণীর প্রতি এই অবিচার ও অত্যাচারের শাস্তি একদিন তোমাকে পেতেই হবে...

ত্রিশঙ্কু। না, না, মেনকা! তুমি ও কথা বলো না। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার প্রাণ—মুহূর্ত্তের জন্যও

তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারিনা আমি···

মেনকা। আচ্ছা মহারাজ! মহারাণীও যদি এই ভাবে অন্য কোনো সুপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তোমাকে উপেক্ষা করতেন? তোমাকে ভুলে, তার মুখের দিকে চেয়ে ব'সে থাকতেন? তুমি সহ্য করতে পারতে?

ত্রিশঙ্কু। মেনকা! মহারাণীর কথা আর আলোচনা ক'রো না। এ রাজ্যৈশ্বর্য্য কিছুই তো আমি চাই না। আমি শুধু তোমাকে চাই। সৌন্দর্য্যের উপাসক আমি। তোমার ওই লীলায়িত অঙ্গসৌষ্ঠব ও যৌবনশ্রী আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার চোখে ও মুখে যে স্বর্গীয় দীপ্তি, নৃত্যভঙ্গীতে যে মাধুর্য্য ও মাদকতা, কণ্ঠস্বরে যে লালিত্য ও অমৃতত্বের সন্ধান আমি পাই, তাকি এই মর্ত্ত্যের কোথায়ও আছে মেনকা? গাও, গাও, আর একটী গান গাও—আমাকে আর একটু আনন্দ দাও।

নৃত্য সহকারে মেনকা গাহিল

মেনকা। গীত।

এই, মোহ মদিরা ধারা পানে—
কেন, আনন্দ জাগে তব প্রাণে?
যেন ওই জলে ভরা তটিনী—
যৌবন-টলমল—নটিনী!
ভীত-চকিত চিত—তবু নাচে পুলকিত—
দুকূল ভাসায়ে গানে গানে।

নির্ব্বাকভাবে বিবশার প্রবেশ, সঙ্গে সহচরী

ত্রিশঙ্কু। (উত্তেজিতভাবে) এ আনন্দ স্রোতে বাধা দিতে তুমি এখানে এসেছ কেন ?

বিবশা। (হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া চোখ মুছিল)।

ত্রিশঙ্কু। কে বলেছে—ওঁকে এখানে নিয়ে আসতে···কেন নিয়ে এসেছেন ?

সহচরী। মহর্ষি বলেছেন···

ত্রিশঙ্কু। গুরুদেব বলেছেন ? কেন—কেন ?

সহচরী। উনি শুধু নির্ব্বাকভাবে দাঁড়িয়ে দেখবেন, আপনাদের রঙ্গরস ও আনন্দ উপভোগ। এই শাস্তি ওঁকে সইতে হবে। কোন প্রতিবাদ করতে পারবেন না···তাঁর আদেশ।

মেনকা। উঃ! কি নির্ম্মমতা! মহারাজ, আমি আর নাচ গান করতে পারবো না···

ত্রিশঙ্কু। কেন মেনকা ?

মেনকা। একটি অবলানারীর উপর এই অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারছিনে। (বিবশাকে জড়াইয়া ধরিয়া) দিদি! মনে মনে আমাকে কোনো অভিশাপ দিও না। আমার কোনো অপরাধ নেই। তোমার মত আমিও ওঁদের বন্দিনী। তুমি নির্ব্বাক! আর আমি বাক্-মুখরা। এ ছাড়া তোমার আর আমার মধ্যে কোন ভেদ নেই···

ত্রিশঙ্কু। মেনকা!

মেনকা। চুপ করো মহারাজ। চলো দিদি। ওই অন্তরালে

বসে আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেবো, পদসেবা করঁবো···সত্যিই আমি অনুতপ্ত !

[বিবশাকে লইয়া প্রস্থান

ত্রিশঙ্কু। গুরুদেবের নির্ম্মমতা দেখে আমিও বিস্মিত হচ্ছি ! মহারাণীর উপর এতখানি অত্যাচারের প্রয়োজন যে কি, তা তো বুঝতে পারছিনে। যাই, একবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে আসি।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অযোধ্যা রাজপ্রাসাদের একাংশ

পূর্ব্বাহ্ন

নটবর ও তাহার গৃহিণী উৎফুল্ল ভাবে কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ

নটবর। বুঝ্‌লে গৃহিণী—এই কপালং—কপালং—কপালং মূলম্ ! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

গৃহিণী। বলো কি গো ? তুমিই হবে অযোধ্যার রাজা ? আর আমি হবো তোমার রাণী ? ওগো ! আমি হাসবো না কাঁদবো ? সত্যিই কি এত সুখ আছে আমার কপালে ? আমি যে ভাবতে পারছিনে। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে যে। ওরে আমার এ কি হলো রে।

নটবর। আঃ চেঁচিও না। সহ্য করো, সহ্য করো। আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌লে—সে আনন্দ কর্পূরের মত উবে যেতে পারে···সবই গুরুর ইচ্ছে। গুরো কৃপাহি কেবলম্‌···জয় গুরু —জয় গুরু—জয় গুরু।

গৃহিণী। মহারাজ! আমার মনে কিন্তু একটা সন্দেহ জাগ্‌ছে।

নটবর। কি সন্দেহ মহারাণি? প্রকাশ করে বলো শুনি?

গৃহিণী। শুন্‌তে পাই—গুরুদেব নাকি রোজ নিজের হাতে একটা করে নরবলি দিয়ে থাকেন? সিংহাসনের পিছনেই একটা হাঁড়িকাঠ আছে··

নটবর। কে বলেছে? মিছে কথা! জয় গুরু—জয় গুরু জয় গুরু।

গৃহিণী। কথা যদি সত্যি হয়—তাহলে কি উপায় হবে -হারাজ। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ হলো রে।

নটবর। মহারাণি! মহারাণি! ধৈর্য্য ধারণ করো।

গৃহিণী। চলো আমরা পালিয়ে যাই।

নটবর। আঃ। আসল কথা বল্‌ছি শোনো, যজ্ঞান্তে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গারোহণ করছেন। সিংহাসনটা খালি পড়ে থাক্‌ছে।

গৃহিণী। তুমি ছাড়া সিংহাসনে বস্‌বার লোক কি আর জুট্‌লো না?

নটবর। কেন জুট্‌বে না? গুরুদেবের কাছে প্রায়

দশহাজার আবেদন এসেছে। তা' সব অগ্রাহ্য ক'রেও কেন যে তিনি আমাকেই মনোনীত করেছেন, সে কারণ শুন্‌বে ?

গৃহিণী। কি বলো তো ?

নটবর। ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করেও, আমি আজ ক্ষাত্র-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছি। আর তিনি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মলাভ ক'রেও—আমারি মত ব্রাহ্মণত্ব দাবী করছেন। অতএব বুঝে দেখো—আমার দাবী-সমর্থন করা মানেই, তাঁর নিজের দাবীও সমর্থন করা।

গৃহিণী। তা' তো বটেই…

নটবর। গৃহিণী। এ সংসারটা হচ্ছে তাসের খেলা—। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—মানে হরতন, রুহিতন, ইস্কাপন ও চিড়িতন। যিনি যখন রং হয়ে ওঠেন তিনি হন্—তুরুপের মালিক। চারিদিকে শুধু তুরুপ চল্‌ছে। তবে একটা মুস্কিল কি হয়েছে, জানো ?

গৃহিণী। কি ?

নটবর। রংয়ের খেলায় গোলামের গোস্তাগীটাই সব চেয়ে বেশী। রাজা-রাণী সেজে সিংহাসনে বসেও সুখ নেই। শুন্‌ছি শালা অশ্বপতি নাকি বহু সৈন্য সংগ্রহ করছে। তা করুক। যে হাতসাফাই গুরু আমার কায়দা মত ঠিক মেরে দিবে। শালা গোলামের জিভ বেরিয়ে যাবে। জয় গুরু-জয় গুরু-জয় গুরু।

কুল-পুরোহিতের প্রবেশ

পুরোহিত। আসুন নব দীক্ষিত ক্ষত্রিয়-দম্পতি। শুভ

মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে।

নটবর। ওই শোনো গৃহিণী! ওই শোনো, আহ্বান এসেছে। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। প্রণাম পুরোহিত ঠাকুর। আপনি অগ্রসর হন—আমরা এখুনি আস্‌ছি।

[পুরোহিতের প্রস্থান

গৃহিণী। আমার যে নাচতে ইচ্ছে করছে। চোখের জল চাপতে পারছিনে। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জুট্‌তো না। আর আমি আজ অযোধ্যার অধিপতি! জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

উভয়ে গাইলেন।

নটবর—তুমি, কার মুখ দেখে উঠেছিলে বধূ
আজকে সু-প্রভাতে?
গৃহিণী—কেন, বামাঙ্গ আমার নেচেছিল তাই—
ভেবে মরি নিশি-রাতে।
নটবর—জানি, কাছাটা খুলিতে কিছু দেরি হয়—
কপাল খুলিতে লাগে না সময়!
গৃহিণী—মোর, ভয় হয় পাছে, আলু কচু নয়,
পটল তুলেছ হাতে।

নটবর। আরে, চুপ চুপ গুরুদেব আস্‌ছেন—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। ক্ষত্রিয়-দম্পতি। যজ্ঞান্তে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে

পাঠিয়েছি। আজ থেকে তোমরাই অযোধ্যার রাজা ও রাণী। যাও অভিষেকে যোগদান করো।

উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল

নটবর। গুরুদেব! আজ বুঝ্‌লাম—এ সংসারে গুরু-কৃপাহি কেবলম্‌।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্‌
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বিশ্বামিত্র। দেখো, অতি ভক্তি যে কিসের লক্ষণ তা' তোমার এই গুরুদেব জানেন। অখণ্ড-মণ্ডলাকর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকেই শুধু চিনে ফেলো না, আমাকেও একটু চিনতে চেষ্টা করো। তোমার মত একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন অপগণ্ডকে সিংহাসনে বসাবার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—আমি নিজেই রাজকার্য্য পরিচালনা করবো। তুমি হবে আমার সাক্ষী গোপাল। বুঝেছ?

নটবর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি বৈ কি! জয় গুরু—জয় গুরু—জয় গুরু।

ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ

ত্রিশঙ্কু। প্রভু! পুষ্পকরথ যে একেবারে অচল। চালক বহু চেষ্টা করছে—তবু সে চল্‌ছে না।

নটবর। গিন্নি! দফা সেরেছে, রাজা-রাণী হওয়া বুঝি ফস্‌কে যায় রে বাবা।

বিশ্বামিত্র। রথ চল্‌ছে না? (একটু চিন্তা করিয়া) তোমার সঙ্গে কি আর কেউ উঠেছে সে রথে…

ত্রিশঙ্কু। আজ্ঞে—হ্যা গুরুদেব।

বিশ্বামিত্র। কে সে?

ত্রিশঙ্কু। অপ্সরী মেনকাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

বিশ্বামিত্র। আঃ। সে কথা আমাকে আগে বলোনি কেন? আমি যে শুধু তোমার নামেই সঙ্কল্প করেছি। এখন আর তা' হতে পারে না। মেনকা অন্য রথে, অন্য পথে যাবে। তুমি আর বিলম্ব করো না, যাও। মেনকাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। তুমি একা উঠ্‌লেই রথ চল্‌বে···

ত্রিশঙ্কু। গুরুদেব।

বিশ্বামিত্র। আঃ। এখন আর অন্য কোনো ব্যবস্থা সম্ভব নয়—যাও।

[বিষন্নভাবে ত্রিশঙ্কুর প্রস্থান

নটবর। বাচলাম রে বাবা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। প্রভু। এই দাসানুদাসের একটা নিবেদন আছে।

বিশ্বামিত্র। অসঙ্কোচে বলো····

মন্ত্রী। পাত্রমিত্র সকলেই তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে—অযোধ্যার পবিত্র সিংহাসনে—নটবরের মত একজন অযোগ্য পথের ভিখারীকে অভিষিক্ত করা—আপনার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।

নটবর। এ শালা আবার বলে কিরে বাবা। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

বিশ্বামিত্র। (উত্তেজিত ভাবে) আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়? আমি জান্‌তে চাই—আমার ন্যায়ান্যায়ের বিচারক কে? প্রতিবাদকারীদের বলে দাও—অযোধ্যার সিংহাসন এখন আমার। আমার পাদুকাবাহী ওই ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়ে, বশিষ্ঠকে আমি দেখাতে চাই—একজন জাত্যাভিমানী নিরক্ষর ব্রাহ্মণের স্থান আমার পাদুকার নীচে। বুঝেছ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝ্‌লাম—কিন্তু…

বিশ্বামিত্র। আবার কিন্তু কি? আমার আদেশ পালন করো। নটবরকে নিয়ে যাও—সিংহাসনে অভিষিক্ত করো।

মন্ত্রী। আসুন, মহারাজ নটবর!

নটবর। আস্‌বোই তো। একবার সিংহাসনে বস্‌তে পারলে—তোমাদের মত পরশ্রীকাতরদের ঠেঙিয়ে সোজা করবো …জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু,

[বিশ্বামিত্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। আমাকে তুমি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করোনা বশিষ্ঠ! কিন্তু দেখে যাও—তোমার মত একজন ব্রাহ্মণ সন্তান, আজ আমার পাদুকাবাহী।

কিঙ্করের প্রবেশ

কি সংবাদ কিঙ্কর।

কিঙ্কর। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করেও শেষ পর্য্যন্ত আমার কর্ত্তব্যপালন করেছি মহর্ষি। এখন আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও…

বিশ্বামিত্র। নন্দনকে হত্যা করেছ ?

কিঙ্কর। শুধু নন্দনকে কেন, সুন্দরকেও হত্যা করেছি।

বিশ্বামিত্র। (চমকিয়া) সুন্দরকেও হত্যা করেছিস্ ? বলিস্ কি ? আমি যে তোকে বার বার নিষেধ করেছি— সুন্দরকে হত্যা করিস্ না। তার জীবনে আমার প্রয়োজন আছে ? তাকে আমি জীবিত রাখতে চাই…

কিঙ্কর। একটা রাক্ষসের কাছে এতখানি উদারতা আশা করা তো উচিত নয় মহর্ষি! ক্ষমার প্রণয়ীকে জীবিত-রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্বামিত্র। ক্ষমা কোথায় ?

কিঙ্কর। সে এসে সুন্দরকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু আমি তার বাহু-বেষ্টন থেকে হতভাগাকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। ক্ষমার চোখের সাম্‌নেই সুন্দরের যৌবনোদ্দীপ্ত প্রশান্ত বুকটাকে চিরে ফেলেছিলাম। ওঃ সে কী নৃশংসতা! মহর্ষি। সে দৃশ্য দেখ্‌লে তোমার ওই পাষাণ মূর্ত্তিও শিউরে উঠ্‌তো! সে কী তাজা রক্ত!

বিশ্বামিত্র। চুপ কর—বর্ব্বর।

কিঙ্কর। হিংস্র রাক্ষস তো বর্ব্বর হবেই। কিন্তু মহর্ষি! মানুষের বর্ব্বরতা যে এমন হিংস্র পশুকেও লজ্জা দিতে পারে, তা' জান্‌তাম না। পশ্চিম গগনে ওই যে একখণ্ড রাঙা মেঘ দেখছো ওটা সত্যি মেঘ নয়! সুন্দরের তাজা রক্ত। কী সুন্দর জমাট বেঁধেছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না মহর্ষি!

পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য আজ পালিয়ে গিয়ে ওই আকাশের কোণে আশ্রয় নিয়েছে ? দেখো, দেখো, চারিদিকে কী বীভৎসতা। পৃথিবীর দৃশ্য আজ এই কুৎসিৎ রাক্ষসের চোখেও অসহ্য মনে হচ্ছে। মুক্তি দাও, মহর্ষি মুক্তি দাও।

বিধবা বেশে ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। বাবা! আশৈশব তুমি আমাকে বুকে ক'রে রেখেছ। কত স্নেহে, কত যত্নে, প্রতিপালন করেছ। কিন্তু আজ তার সব শেষ হ'য়ে গেল। এ জীবনে তো আর দেখা হবে না, তাই শেষ-বিদায় নিতে এসেছি।

[প্রণাম করিয়া প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। কী আশ্চর্য্য! আমার চোখে যে জল আছে, তাতো আমি জানতাম না। ক্ষমা! ক্ষমা! চলে গেছে! যাক গে—চোখ মুছে ফেলি!

অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরুন্ধতী। কই, কই, সে ব্রহ্মঘাতী নরপশু! বিশ্বামিত্র। তুমি ব্রাহ্মণত্ব দাবী করো? এই পুত্র-শোকাতুরা অরুন্ধতী তোমাকে—না, না, না, ব্রহ্মর্ষি পত্নী আমি। স্বামীর আদেশ—তোমাকে কোনো অভিশাপও দিতে পারবো না। এই চোখভরা জল নিয়ে আশীর্ব্বাদ করি বিশ্বামিত্র! তুমি সুখী হও। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্। সত্যি বল্‌তো কিঙ্কর! তুই কি আমার নন্দনকে খেয়ে ফেলেছিস্? না, না, নিশ্চয়ই খেতে পারিস্‌নি। আমার নন্দন কত সুন্দর—কত কোমল—কত

মধুর। নিশ্চয়ই তাকে লুকিয়ে রেখেছিস্ খুঁজে দেখি—খুঁজে দেখি······ [প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ। তুমি এখনো অচঞ্চল, তুমি কি রক্তমাংসের মানুষ নও? এত নির্য্যাতন সহ্য করা কি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? তবে তবে—তুমি কী বশিষ্ঠ। সত্যিই কি শুধু সহিষ্ণুতা দিয়ে, তুমি আমাকে পরাস্ত করবে? না, না, বিশ্বামিত্রের পরাজয়—অসম্ভব। অসম্ভব। আমি দেখবো, আমি দেখবো—তোমার সহিষ্ণুতার সীমা কতদূর। [প্রস্থান

কিঙ্কর। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, বিশ্বামিত্র। এ যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।

[পিছনে পিছনে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ত্রিশঙ্কুর প্রমোদোদ্যান

অপরাহ্ন

মেনকা আসিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিয়াছিল, সখীরা নৃত্যগীত করিতেছিল

সখিগণ। গীত ঃ

কবরী গিয়াছে খসিয়া, এলায়ে পড়েছে বেণী।
দুটি করে ধরি—কহিল সে ওগো—
বঁধু যে সে কথা ভোলেনি।
রাতি নাই রাতি নাই গো—ছাড়ো ছাড়ো মোরে সাথী,
উষা হাসে তার অধরে তবু সে, দিবসেরে কহে রাতি!

আঁধারে ধরিয়া রাখিবে বলিয়া—
আঁখি দুটি খোলেনি—
বঁধু যে সে কথা ভোলেনি।

[গীতান্তে বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া সহচরীদের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা! আজ আর তোমার স্বর্গে যাওয়া হবে না। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। ক্ষমা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তোমার সেবা ও যত্নে আমি ক্ষমার অভাব ভুলে থাকতে চাই।

মেনকা। স্বর্গে ফিরে যাবার জন্যে আমার মন বড়ই অস্থির হ'য়ে উঠেছে মহর্ষি।

বিশ্বামিত্র। না, না, তা' হতে পারে না। এই মর্ত্ত্যেই আমি স্বর্গের আবহাওয়া সৃষ্টি করবো। তোমার কোন কষ্ট হবে না মেনকা। এসো, এসো, আমার পদসেবা করো…

মেনকা। কিন্তু মহর্ষি! আমি—আমি…

বিশ্বামিত্র। আঃ। তুমি কি তা' আমি জানি। তোমার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ। বিশ্বামিত্র তোমার সেবালাভের জন্য লালায়িত।

মেনকা বিশ্বামিত্রের পদসেবা করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে
গীতমুখে কন্দর্পবেশী নন্দনের প্রবেশ

নন্দন। গীত

বেঁচে উঠেছি—নবজীবনে
অতনু-তনু—হেরি স্বপনে!

এ ফুলধনু, কোথা যে পাওয়া—
কেন যে আমার এ গান গাওয়া !
কে যেন রাজে—এ মন-মাঝে—
কুসুম-সাজে—নানা বরণে।
এসেছে ফাগুন, নিয়ে শিহরণ।
বহে সুমধুর—মলয় পবন
জানিনা কাহার, আদেশে আমার
পরাবো এ হার—মীনকেতনে।

বিশ্বামিত্র। কে তুই বালক ? বশিষ্ঠ-পুত্র নন্দন বলে মনে হচ্ছে…

হাত ধরিলেন

নন্দন। না, না, আমি নন্দন নই…

বিশ্বামিত্র। তবে তুই কে ?

নন্দন। হাতটা ছেড়ে দাও—বল্‌ছি…বল্‌ছি আমি আনন্দ। আমি আনন্দ ! হা হা হা হা।

[বিশ্বামিত্রের বুকে শরাঘাত করিয়া প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। এ কী ! এ কী মানসিক চঞ্চলতা। তপঃসিদ্ধ ঋষি আমি। এ কী ভয়ানক চিত্তবিকার। না, না, তা' হ'তে পারে না—মেনকা। দূর হও—দূর হও।

মেনকা। কি হতে পারে না মহর্ষি ?

বিশ্বামিত্র। আঃ। কথা বলো না ! দেখো, শুধু দেখো—হঠাৎ চারিদিকে এত ফুল ফুটে উঠলো কেন ? মৃদু মন্দ সমীরণে এত সৌরভ ছড়িয়ে দিল কে ? মেনকা ! মেনকা।

হাত ধরিলেন

মেনকা। কই, আমি তো কিছুই দেখছি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিশ্বামিত্র। কিছুই বুঝতে পারছো না? কিন্তু, কিন্তু, কি অপূর্ব্ব সুন্দরী তুমি মেনকা?

মেনকা। মহর্ষি। না, না, না…

বিশ্বামিত্র। নন্দন-বন-বিহরিণী প্রেয়সী আমার…

নিকটে টানিয়া লইলেন

মেনকা। ছি-ছি-ছি—হাত ছেড়ে দাও মহর্ষি আমি তোমার অযোগ্যা…

বিশ্বামিত্র। চুপ, চেঁচিও না। জগৎ যেন জান্‌তে না পারে, উগ্রতপা বিশ্বামিত্রের এই চিত্তবিকারের কথা। এ দুর্ব্বলতা আলোবাতাসের কাছেও গোপন রাখতে হবে…তুমি ভয় পেয়ো না মেনকা। এখুনি আমি সূর্য্যকে অস্তে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাতাসের শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলছি। মেনকা, মেনকা, ভয় নেই, লজ্জা নেই সঙ্কোচ নেই। শুধু তুমি আছ, আর আমি আছি। চলো, ওই নিভৃত-নিকুঞ্জে লোকচক্ষুর অন্তরালে—সুকোমল পুষ্প শয্যা রচনা করবো। সেখানে থাক্‌বো—শুধু তুমি আর আমি…. তুমি আর আমি….আর কেউ থাক্‌বে না।

[মেনকাকে লইয়া প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

বন পথ

পূর্ব্বাহ্ন

ক্ষমা পুষ্প-চয়নান্তে ফিরিতেছিল, উন্মাদিনী অরুন্ধতীর প্রবেশ

অরুন্ধতী। শোন, শোন বাছা। একটা কথা শোনো।

ক্ষমা। কি, বলুন ?

অরুন্ধতী। অপূর্ব্ব ফুল সাজে একটি ছোট্টো ছেলে কোন্ দিকে গেল—বল্‌তে পার ? বড্ড সুন্দর ছেলে। দেখলেই কোলে তুলে নিতে…

ক্ষমা। সে তো তোমার ছেলে নয় মা !

অরুন্ধতী। চুপ ! আমাকে 'মা' বলে ডেকো না। বিশ্বামিত্র শুন্‌তে পেলে—এখুনি রাক্ষস লেলিয়ে দেবে ! আমি নিঃসন্তান। বুকটা আমার একেবারেই শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ছিল—অনেক সন্তান আমার ছিল ! (কাঁদিয়া) আজ আর তারা কেউ নেই ! সবাই চলে গেছে। (চোখ মুছিয়া) আপদ গেছে, বালাই গেছে ! কেন ? কি দরকার ? বেশ আছি—পরম সুখে আছি। হা হা হা হা—

ক্ষমা। বাবা ! সভ্যতার ইতিহাসে তোমার এ অপকীর্ত্তির তুলনা নেই…

অরুন্ধতী। কে তোর বাবা? বিশ্বামিত্র তো আমারি মত নিঃসন্তান। আচ্ছা, বল্‌তে পারিস্—বিশ্বামিত্রের একটা মা ছিল কিনা? মার বুকের দুধ সে কখনো খেয়েছে কিনা? (কাঁদিয়া) মার বুকের ব্যথা যে বোঝে না, নিশ্চয়ই কোনো মার কোলে তার জন্ম হয়নি। কেউ তাকে কোনো দিন মা বলেও ডাকেনি।

ক্ষমা। কেঁদনা মা! চোখ মুছে ফেলো।

অরুন্ধতী। আবার আমাকে মা বলে ডাকছিস্? তোর তো বেজায় দুঃসাহস দেখ্‌ছি। রাক্ষসটাকে দেখিস্‌নি বুঝি? আমাকে যদি কেউ মা বলে ডাকে—সে তা' জান্‌লে—তখুনি তার বুক চিরে রক্ত খাবে। হাঁড় মাস চিবিয়ে থু থু করে ফেলে দেবে। সত্যি বল্‌ত— কাদের মেয়ে তুই?

ক্ষমা। আমার বাপ মরে গেছে। এখন তুমিই আমার মা।

অরুন্ধতী। বটে? আমাকে গালাগাল্ দিচ্ছিস? বিধবার মেয়ে তুই। নিজেও বিধবা। আমি কেন তোর মা হতে যাবো? তোর বুঝি ইচ্ছে—আমিও তোর মত বিধবা হই?

ক্ষমা। মা! আমি যে তোমার পুত্রবধূ।

অরুন্ধতী। পুত্রবধূ! ও, তাই বল্—তুই বুঝি, বিশ্বামিত্রের সেই রাক্ষসী মেয়েটা? যে আমার সুন্দরের বুক চিরে রক্ত খেয়েছে? আর কাকে খেতে চাস্? কেউ তো বাকি নেই? আমাকে খাবি? খা, খা, আমার এই মাথাটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খা।

ক্ষমা। তোমার সুন্দর তো মরেনি মা। রাক্ষসের ভয়ে আমি তাকে এই বুকের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছি। দেখছো না— গাছে গাছে, এখনো ফুল ফুটছে, ফল ধরছে। তরুলতার শ্যামশোভা একটুও ম্লান হয়নি। পৃথিবী তো এখনো—অসুন্দর হ'য়ে ওঠেনি মা।

অরুন্ধতী। না, না, রাক্ষসী। আমি তোর মুখ দেখবো না। খুঁজে দেখি—আমার নন্দন কোন্ দিকে গেল।

[প্রস্থান

ক্ষমা। হায়, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ! এখনো তুমি ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করবে না? পুত্র শোকাতুরা জননীর আর্ত্তনাদও তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না? বিশ্বের চোখে তুমি কী দারুণ বিস্ময়—তাই ভাবছি।

মেনকার প্রবেশ

মেনকা। ক্ষমা। তোমার পিতার এ অন্যায় আচরণের হাত হ'তে আমাকে উদ্ধার করো—উদ্ধার করো।

ক্ষমা। কেন? সহস্রাক্ষ ইন্দ্র কি অন্ধ হ'য়ে আছেন? তাঁর বজ্রের আগুন কি নিভে গেছে? যে স্নেহময় পিতা তার বিধবা মেয়ের বুকের জ্বালা বুঝতে পারে না, তার কাছে কি আশা করো? ওই যে তিনি এই দিকেই আস্‌ছেন, আমি পালাই…

[প্রস্থান

মেনকা। তাইতো কি করি?

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। মেনকা! মেনকা! তুমি আমার চোখের আড়ালে চলে এলে কেন? আমার আকাঙ্ক্ষা যে এখনো অতৃপ্ত! তোমার ওই অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী, সুগঠিত অঙ্গের লাবণ্যপ্রভা, আর বেশভূষার পারিপাট্যে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা আমাকে মুগ্ধ করেছে! তুমি কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি সুন্দর!

মেনকা। মহর্ষি! একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

বিশ্বামিত্র। কি?

মেনকা। তোমার বিধবা মেয়ে ক্ষমা আজ কি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করছে তা' বোধ হয় তুমি জানো?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ জানি।

মেনকা। তারই চোখের সাম্‌নে—তোমার এ কি কুৎসিত আচরণ? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ—তুমি না একজন সমাজ-সংস্কারক স্বয়ংসিদ্ধ ঋষি?

বিশ্বামিত্র। আঃ! চুপ করো - চুপ করো মেনকা! কোনো হিতোপদেশ শুনবার মত মানসিক স্থৈর্য্য এখন আর আমার নেই। আমার এই তপঃক্লিষ্ট ধমনীর প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু আজ উচ্ছ্বসিত মদিরচঞ্চল! কি সুমধুর তোমার কণ্ঠস্বর! গাও গাও, মেনকা! আর একটি গান গাও—আমি শুনি....

মেনকা। গীত ঃ

আজি, নন্দনে আনন্দ-কলরব!

সঙ্গীত-সুধা-ধারে—নৃত্যের ঝঙ্কারে—

চারিদিকে হেরি এ কী মত্ত মহোৎসব—
ধন্য ধন্য মনোভব।
হে মীনকেতন! তুমি শিহরণ তোলো ফুলে ফুলে
নাচো, নাচো, ফুলধনু হাতে, দুলে দুলে!
হয়োনা নীরব তুমি—হয়োনা নীরব—
ধন্য ধন্য মনোভব।

[গীতান্তে কণ্বকে আসিতে দেখিয়াই মেনকার প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা! মেনকা! যেওনা…

হঠাৎ সম্মুখে কণ্বকে দেখিয়া

কে তুমি? ও কণ্ব! হঠাৎ এ প্রমোদোত্থানে তুমি কেন?

কণ্ব। তোমার এই প্রমত্ত অবস্থা দেখবার জন্য, ক্ষমা আমাকে ডেকে এনেছে।

বিশ্বামিত্র। হুঁ বুঝতে পেরেছি। পাপীষ্ঠা আমাকে লোক সমাজেও লজ্জা দিতে চায়?

কণ্ব। লজ্জা? লজ্জা কি তোমার আছে? ওগো ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র—ত্রিবিদ্যাসাধক! লজ্জাকে তুমি লজ্জা দিয়ে বহুদূরে তাড়িয়েছ—ছি-ছি-ছি…

রাজবেশে ব্যস্তভাবে নটবরের প্রবেশ

নটবর। প্রভু! সর্ব্বনাশ হয়েছে…ত্রিশঙ্কু মর্ত্ত্যে নেবে আসছে।

বিশ্বামিত্র। কেন?

নটবর। স্বর্গাধিপতি দেবেন্দ্র তাকে স্বর্গদ্বারে প্রবেশধিকার দেন্‌নি।

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি? বুঝতে পেরেছি। বশিষ্ঠের প্ররোচনায় ইন্দ্রও আজ আমার প্রতিদ্বন্দী। আচ্ছা, (উর্দ্ধমুখে) আর নেবে এসোনা ত্রিশঙ্কু! মধ্যপথেই অবস্থান করো। প্রয়োজন হ'লে—তোমার জন্যে আমি দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবো।

কণ্ব। দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবে?

বিশ্বামিত্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবো? ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যকেও ম্লান ক'রে দেবো। দাম্ভিক ঐশ্বর্য্যাভিমানীকে বুঝিয়ে দেবো—আমার তপঃশক্তির কাছে—তার ইন্দ্রত্বও কত তুচ্ছ—কত অকিঞ্চিৎকর!

নটবর। তাহলে আমি এখন আসি প্রভু! (পদধূলি লইয়া) জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু! দফা সেরেছিল আর কি? ত্রিশঙ্কু ফিরে এলে নিশ্চয়ই তার পিতৃ-সিংহাসন দাবী করতো…আমি আবার যে নটবর—সেই নটবর! ওঃ কি বাঁচাই বাঁচলাম রে বাবা! থাক্ শালা এখন মধ্যপথে ন যযৌ-ন তস্থৌ—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মুখের দিকে নির্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে আছ কেন কণ্ব! কি দেখছো?

কণ্ব। দেখছি তুমি কি? আর ভাবছি—তোমার এ মদগর্ব্বিতার শেষ কোথায়?

বিশ্বামিত্র। শোন কণ্ব! কোনো বিষয়েই তোমাদের মত শান্তিপ্রিয়তা ও সুনিদ্রা আমার নেই। খানিকটা উত্তেজনা

আর উদ্দীপনা না থাকলে—জীবনধারণের উদ্দেশ্য যে কি, তা ঠিক বুঝতে পারি না। নিদ্রাকে আমি মনে করি মৃত্যুর অগ্রদূত! আর জাগরণের চঞ্চলতাই জীবন! অহিংস বশিষ্ঠ আমার চক্ষে নির্জীব ও নিস্পন্দ জড়পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। শতপুত্র হারিয়েও যার সুনিদ্রার বিঘ্ন ঘটেনি—তাকে কেন জীবিত বল্‌বো?

কণ্ব। তিনি তোমার নিন্দা-স্তুতির বহু উর্দ্ধে! তার সম্বন্ধে তোমার কোন মন্তব্য, অনধিকার চর্চ্চার অবান্তর আলোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিশ্বামিত্র। তুমি আমাকে তার তুলনায় এত ক্ষুদ্র মনে করো? কি আশ্চর্য্য! স্বীকার করি—তাঁর সহিষ্ণুতা—দারুণ বিস্ময়ের বিষয়! কিন্তু অক্ষমতাজনিত সহিষ্ণুতা তো ক্ষমা নয়। দুর্ব্বলের আত্মপ্রসাদ! তাঁকে বলো—তিনি যেন আমাকে আর ক্ষমা না করেন।

কণ্ব। তাঁর ক্ষমার কাছেই তুমি পরাস্ত হবে। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ!

বিশ্বামিত্র। সে কাপুরুষের ব্রাহ্মণত্ব আমার কাম্য নয়। ব্রহ্মকে যে জেনেছে ও বুঝেছে—নিজের অনুভূতির মধ্যে তাঁকে পেয়েছে, ইচ্ছা করলেই সেই ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণ পারে স্বরাট্‌ ও স্বাধীন ভাবে পরব্রহ্মের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে! নিজেকে যে ক্ষুদ্র মনে করে—সামান্য মনে করে—তার ব্রহ্ম সাধনা মিথ্যা! ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তার কারণ—ব্রহ্ম নির্গুণ—

ব্রাহ্মণ গুণবান্ ! ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—ব্রাহ্মণ ক্রিয়াবান্…

কণ্ব। তাই বুঝি বারাঙ্গনা মেনকার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে, একজন গুণবান ও ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণের অসংযত আচরণের চরম পরিচয় দিচ্ছ ?

বিশ্বামিত্র। ব্রাহ্মণই হোক আর ক্ষত্রিয়ই হোক্, দেহীর পক্ষে ভোগ-স্পৃহা তো অনাবশ্যক নয় কণ্ব ? আমি নিরহঙ্কার নই—আমি অহঙ্কারী ! আমি ত্যাগী নই—আমি ভোগী ! আমি অহিংস নই—আমি হিংস্র ! আমি তো বশিষ্ঠের মত ব্রহ্মের দাসানুদাস হতে চাই না ? আমি চাই—নূতন জগৎ ও নূতন স্বর্গ রচনা করতে। কর্ম্মবীর বিশ্বকর্ম্মার মত সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করতে !

কণ্ব। কিন্তু, তুমি যে সেই বিশ্বস্রষ্টার অতি নগণ্য একটা সৃষ্টি মাত্র ! সে কথাটা ভুলে যেওনা বিশ্বামিত্র ! শক্তি-সাধনার একটা সীমা আছে…

বিশ্বামিত্র। আমি যে নগণ্য, সে কথা তুমি বল্‌তে পার—বশিষ্ঠ বল্‌তে পারেন—কিন্তু সেই বিশ্বস্রষ্টা নিজে বলতে পারেন না।

কণ্ব। বুঝেছি বিশ্বামিত্র, শক্তির মাদকতায় তুমি উন্মাদ ! তোমার ধ্বংসের আর বিলম্ব নেই… [প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের ধ্বংস ? হা হা হা হা। মেনকা ! মেনকা ! এসো, এসো, আমাকে ধ্বংস করো….আর একটা গান গাও…

মেনকার প্রবেশ

মেনকা। গীত।

মরণের নুপুর ধ্বনি বাজলো যে তাঁর চরণে—
চিন্‌লে না তো সেই মনোভব মনোহরণে!
জীবন মরণ খেলার ছলে,
তার অভিসার নিত্য চলে—
ভাসবে তুমি নয়ন-জলে, মরবে অকাল মরণে।

বিশ্বামিত্র। কী! আমি মরবো? পাপীষ্ঠা! তুই জানিস্ আমি কে?

মেনকা। হা হা হা! মহর্ষি! মৃত্যুর কালো ছায়া তোমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে···পুষ্পশরের আঘাতে তোমার সর্ব্বাঙ্গে যে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে—সে যে কি ভয়ানক বিষ তা' তুমি জানো না—জানো না! যদি বাঁচতে চাও এখনো সাবধান হও···

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা! মেনকা! যেওনা—শোনো—শোনো বিশ্বামিত্র এ বিষকে অমৃতে পরিণত করবে। বিশ্বামিত্রের বিষামৃত হবে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! তোমাকে আমি পালিয়ে যেতে দেবো না। কণ্ব হাসবে! বশিষ্ঠ হাসবে! ঋষিরা সবাই হাসবে, জানি। তবু বিশ্বামিত্র কাঁদবে না। তার চোখে জল নেই! এ সংসার তার আনন্দ নিকেতন! আনন্দ চাই, আনন্দ চাই···

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার দরবার

পূর্ব্বাহ্ন

রাজা ও রাণী বেশে নটবর তাহার গৃহিণী সিংহাসনে উপবিষ্ট।
মন্ত্রী ও পাত্রমিত্রগণ উপস্থিত

নটবর। শোনো মন্ত্রি! আমার এই রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করে দাও—পথে ঘাটে কেউ যদি কখনো আমাকে নাটাই-রাজা বলে পরিহাস করে তা'হলে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণদণ্ড হবে…। আমার নাম রাজচক্রবর্ত্তী নটবর দৈবাচার্য্য—শ্রীশ্রীগুরু পাদপদ্ম ভরসা…জয় গুরু-জয় গুরু-জয় গুরু…

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

প্রথম সভাসদ। মহারাজ! উত্তর-অযোধ্যা থেকে একজন ঋষি সংবাদ পাঠিয়েছেন—তাঁদের আশ্রমে নাকি ভয়ানক রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। অবিলম্বে আপনি স্বয়ং সেখানে গিয়ে রাক্ষস দমন করুন……

নটবর। (বিরক্তভাবে) কি হয়েছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, রাক্ষসদের উপদ্রব!

নটবর। আমি তার কি করবো?

মন্ত্রী। রাক্ষস-দমন করা রাজার কর্ত্তব্য!

নটবর। হেঁঃ, আবদার! আমি যেন ঋষিদের বাবার চাকর! সবাইকে নিষেধ করে দাও, আমার রাজসভায় কেউ যেন গল্পচ্ছলেও রাক্ষস-খোক্ষসের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে....

দ্বিতীয় সভাসদ। বলেন কি মহারাজ! একথা শুনলে ঋষিরা ভয়ানক চটে যাবেন...

নটবর। চটে যান—খুব বেশী ক'রে আতপ তণ্ডুল আর কাঁচকলা গিল্‌বেন! তাতে আমার কি ক্ষতিটা হবে শুনি? আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মন্ত্র-শিষ্য! (উদ্দেশ্যে প্রণাম) জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু! আমি কি কারো চোখ-রাঙানি গ্রাহ্য করি? কী আবদারের কথা বলোতো? আমি যাবো—যাদের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনতে পারি না—তাদের দমন করতে?

প্রথম সভাসদ। আপনি যদি রাক্ষস-দমন না করেন.......

নটবর। হেই চুপ! ওই নামোচ্চারণও আমার রাজসভায় নিষিদ্ধ। এই যে দেখছো আমার গলায় কি ঝুলছে?

দ্বিতীয় সভাসদ। ওটা কি মহারাজ?

নটবর। (ভেঙ্‌চাইয়া) ওটা কি মহারাজ! ন্যাকামো হচ্ছে? চেন না? শোনো মূর্খের দল! যতক্ষণ অনড্বান্‌ ঋষি প্রদত্ত, এই 'তাই-বিতাড়ন-কবচটি' আমার গলদেশে দোদুল্য-মান! ততক্ষণ কোনো শালারও ক্ষমতা নেই যে আমাকে ভয় প্রদর্শন করে। সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়। একথা নিশ্চয় জেনো...হ্যাঁ...

তৃতীয় সভাসদ্। মহারাজ! মনে মনে আপনি রাক্ষস-ভয়ে ভয়ানক ভীত, একথা জান্‌লে রাক্ষসরা হয়তো একদিন এই রাজসভাই আক্রমণ করবে!

নটবর। সাবধান! মহারাজাকে এরূপ ভীতি-প্রদর্শন করা একজন সভাসদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ!

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ! তিনজন অভিযোগকারী রাজসভায় প্রবেশপ্রার্থী……

নটবর। নিয়ে এসো…মন্ত্রি! অশ্বপতিকে বন্দী করবার ব্যবস্থা করেছ?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ! সসৈন্যে সেনাপতিকে পাঠিয়েছি…

তিনজন অভিযোগকারীর প্রবেশ;
দুইজন চাষী ও একজন সওদাগর

নটবর। কি তোমাদের অভিযোগ বলো—

১ম চাষী। অনাবৃষ্টিতে আমাদের দেশ পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে…

২য় চাষী। অতিবৃষ্টিতে আমাদের দেশ জলে জলে ভেসে যাচ্ছে…

নটবর। মন্ত্রি! অনাবৃষ্টির দেশের লোকগুলোকে অতি-বৃষ্টির দেশে আর অতিবৃষ্টির দেশের লোক গুলোকে অনাবৃষ্টির দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো…

প্রথম সভাসদ। তা'তে তো মূল-সমস্যার কোনো সমাধান হবে না মহারাজ!

নটবর। মূল-সমস্যাটা কি শুনি?

১ম সভাসদ। উভয় দেশেই শস্যহানি ঘট্‌বে···

নটবর। শস্যহানির বিচার আজ করবো কেন? যেদিন ঘট্‌বে—সেই-দিন করা যাবে! বলো সওদাগর! তোমার কি অভিযোগ—

সওদাগর। মহারাজ! ভীষণ ঝড়ে আমার নৌকা ডুবে গেছে—আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পড়েছি।

নটবর। তোমার দেশে কুম্ভকার আছে? যারা পুঁইশালে আগুন দিয়ে হাঁড়ি কলসী তৈরি করে?

সওদাগর। আছে মহারাজ! অনেক আছে····

নটবর। মন্ত্রি! সেই সব কুম্ভকারদের ফাঁসিতে লট্‌কাবার ব্যবস্থা করো···

২য় সভাসদ। কেন মহারাজ! তাদের অপরাধ কি?

নটবর।　　কুম্ভকারে ধুম্রাকার—
　　ধুম্রাকারে মেঘাকার।
　　মেঘ দেখে উঠ্‌লো বাও—
　　তাতেই ডুব্‌লো সাধুর নাও···

অতএব ঝড়বৃষ্টির জন্যে শালা কুম্ভকাররাই দায়ী। তাদের ফাঁসিতে লট্‌কালেই সব অশান্তি দূর হবে···

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ, সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল

বিশ্বামিত্র। না, না, সব অশান্তির জন্যে দায়ী—দেবরাজ ইন্দ্র! আমার চিরশত্রু বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি এই অযোধ্যা রাজ্যে নানাপ্রকার দুর্দ্দৈব ঘটাতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছেন। অযোধ্যাধিপতি! অবিলম্বে তোমাকে একটি যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে···

নটবর। কি যজ্ঞ প্রভু?

বিশ্বামিত্র। বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ!

সকলেই চমকিত হইল

আমার আদেশ মত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। সে জন্যে তোমরা সবাই প্রস্তুত হও। আমি একজন বিশিষ্ট যাজ্ঞিকের সন্ধানে যাচ্ছি····অবিলম্বেই ফিরে আসবো।

[প্রস্থান

নটবর। জয় গুরু! জয় গুরু! জয় গুরু! মন্ত্রি! এইবার শুম্ভ-নিশুম্ভের পালা শুরু হলো। গুরুদেবের চোখমুখের অবস্থা মোটেই ভালো দেখ্‌লাম না। আজকের মত সভাভঙ্গ! গুরুদেব ফিরে এলেই মন্ত্রণা কক্ষে দেখা করতে হবে···

[সকলের প্রস্থান

গৃহিণী! কি ভাবছো?

গৃহিণী। ভাবছি— কি উপায় হবে?

নটবর। একদিকে সুন্দর আর অশ্বপতির যুদ্ধের তোড়-জোড। অন্যদিকে বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ! অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে আসছে···বুঝলে?

গৃহিণী। চলো পালিয়ে যাই। এ সিংহাসনে আর দরকার নাই ভিক্ষে—করে খাবো…

নটবর। ভিক্ষের অন্ন তো আর মুখে রুচবে না গিন্নি! রাজভোগ খেয়ে খেয়ে অভ্যাস যে খুব খারাপ হয়ে গেছে! চলো এখন, ভেবে দেখি, কি করা যায়—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পর্ব্বতের পাদদেশ

প্রভাত

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর প্রবেশ

বশিষ্ঠ। এসো এসো অরুন্ধতী! ওই প্রাতঃসূর্য্যকে প্রণাম করো…

উভয়ে প্রণাম করিলেন

—ওই দেখো সেই নয়নানন্দ-সুন্দর দৃশ্য। যে দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি…

অরুন্ধতী। দিক্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে—পর্ব্বত শিখরে একলা বসে আছে ও মেয়েটি কে?

বশিষ্ঠ। পতি-বিয়োগ-বিধুরা—তোমারি পুত্রবধু ক্ষমা।

সে আজ সন্ন্যাসিনীবেশে সুন্দরের পুনর্জীবন কামনায়—অনন্ত-দেবের আরাধনা করছে। সূর্য্যকিরণে ওই সতীতেজোদৃপ্ত বদনমণ্ডল কী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে! তোমার সুন্দর একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে···

অরুন্ধতী। আমার নন্দনকে তো রোজই দেখতে পাই, চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে! তবু আমার কাছে আসে না কেন বলতে পার?

বশিষ্ঠ। আসবে, আসবে—সবাই আসবে অরুন্ধতি! আত্মার তো বিনাশ নেই? শুধু জন্ম আর মৃত্যু! মৃত্যু আর জন্ম! এই অনন্ত সৃষ্টি-প্রবাহে—তোমারি পুত্রদের মত কত শতশত পুত্রকন্যা প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ করছে, আবার মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়েছে! তুমি ক'জনের জন্যে শোক করবে অরুন্ধতি? শুধু আমিত্ব আর মমত্ব-বোধই মানুষকে ভূমার আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখে। সামান্য শত-পুত্র-শোক বিস্মৃত হয়ে জগতের মা হতে চেষ্টা করো। তাহলেই দেখ্‌বে তোমার নন্দন মরেনি। বিশ্বপ্রসবিনী জননী তুমি! বিশ্ববাসীর মাতৃ-সম্বোধনই হোক্—তোমার কাম্য।

অরুন্ধতী। (চোখ মুছিয়া) আমার নন্দনের মত আর কেউ তো আমাকে মা বলে ডাকে না?

বশিষ্ঠ। কেন ডাকবে না? তুমি কি দেখ্‌তে পাও না, কত মাতৃহারা কাঙাল শিশু পথে পথে 'মা মা,' বলে কেঁদে বেড়াচ্ছে? দু'হাত বাড়িয়ে তাদের যদি কোলে তুলে নিতে

পার—তা'হলেই তো তোমার নন্দনকে তুমি পাবে ?

কিঙ্করের প্রবেশ

কিঙ্কর। ব্রহ্মর্ষি ! আমি অপরাধী তোমার কাছে। তুমি যদি মুক্তি না দাও, এ যন্ত্রণা আমাকে চিরদিনই সইতে হবে···

অরুন্ধতী। রাক্ষস ! তুই আমার বুকে চিতার আগুন জ্বেলে দিয়েছিস্···

কিঙ্কর। (নতজানু হইয়া) মা, মা, আমাকে ক্ষমা করো···· আমি আজ ভয়ানক অনুতপ্ত !

অরুন্ধতী। ক্ষমা করবো ? তোকে ? না, না—তা' আমি কখনো পারবো না···

বশিষ্ঠ। সে কি কথা অরুন্ধতি ! সন্তান এসে নতজানু হয়ে মার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে—আর মা বলছে না, না, না ? কী আশ্চর্য্য ! অরুন্ধতি ! তাহলে কি বুঝবো, বিশ্বের সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য একেবারেই শেষ হয়ে গেছে ? মা যদি সন্তানকে ক্ষমা না করে—তা'হলে দিক্‌দাহে সমস্ত দেশ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যে ! ক্ষমা করো অরুন্ধতী ! কিঙ্করকে ক্ষমা করো। নতুবা সূর্য্যদেব বোধ হয়, কাল থেকে আর আলোক দান করবেন না। স্নেহ-নির্ঝরণী মার বুক যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে পর্ব্বত গাত্রের ওই ঝরণার জলও শুকিয়ে যাবে···

অরুন্ধতী। আমি তোমাকে ক্ষমা করছি কিঙ্কর ! আশীর্ব্বাদ করছি—শাপমুক্ত হয়ে, হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করো···

বশিষ্ঠ। শুধু অরুন্ধতী ক্ষমা করলেই তো তুমি মুক্তি পাবে না কিঙ্কর! তোমার মুক্তিদাত্রী ক্ষমা আজ তপস্বিনী। ওই দেখো—কি কঠোর সেই তপস্যা! কত ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা নিয়ে ধ্যানমগ্না সতী-সীমন্তিনী আজ অনন্তদেবের আরাধনা করছেন। তার বৈধব্যের কারণ তুমি—ক্ষমা যদি তোমাকে ক্ষমা না করে....কে? কে? কে তুমি? সুন্দর! সুন্দর!

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। হ্যাঁ বাবা! আমি...

মা ও বাবাকে প্রণাম করিল

অরুন্ধতী। সুন্দর! তুই বেঁচে আছিস?

সুন্দর। হ্যাঁ মা! আমি বেঁচে আছি। কিঙ্কর যাকে হত্যা করেছিল, সে আমি নই।

কিঙ্কর। তুমি নও? তবে আমি কাকে হত্যা করেছিলাম?

সুন্দর। আমারই মত একটি যুবক আমাকে এসে বললো—"তুমি ওই পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তোমার রূপ ধারণ করে, আমিই দেখা করবো কিঙ্করের সাথে।"

অরুন্ধতী! কি আশ্চর্য্য! কে সে?

সুন্দর। তা' আমি জানিনা মা! সে আমাকে বললো—"তুমি মরতে পারবে না—তোমার জীবনের প্রয়োজন আছে। ক্ষমা যেদিন এই পর্ব্বতে এসে—অনন্তদেবের আরাধনা করবে, সেই দিন তার সঙ্গে দেখা করো"। তারপর, আমি দূরে

দাঁড়িয়ে দেখলাম, ওই কিঙ্কর তাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করছে।

কিঙ্কর। কি আশ্চর্য্য! কে সেই মহাপুরুষ! নিজের জীবন দিয়ে, যিনি এই সুন্দরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে?

বশিষ্ঠ। বুঝতে পারছো না? স্বয়ং অনন্তদেবকেই তুমি হত্যা করেছিলে। যাঁর কাছে জন্ম আর মৃত্যু কোনো সমস্যাই নয়। সৃষ্টি-স্থিতিও নয়, যার লীলা-বৈচিত্র্যের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। যাও সুন্দর! অবিলম্বে ক্ষমার সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো—সে যেন এই অনুতপ্ত কিঙ্করকে সর্ব্বান্তকরণে ক্ষমা করে।

[উভয়ের প্রস্থান

অরুন্ধতী। এ কি অসম্ভব ঘটনা ব্রহ্মর্ষি?

বশিষ্ঠ। অসম্ভব কেন বল্‌ছো—অরুন্ধতী? এই বিরাট বিশ্বসৃষ্টি যাঁর একটা খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়! মুহূর্ত্তের জলোচ্ছ্বাসে বা একটা প্রবল ভূমিকম্পে এটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করাও তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়? সম্ভব আর অসম্ভবের বিচার তো তোমার ও আমার মত মানুষের কাছে—যারা স্বার্থের গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে অভিভূত হয়ে পড়ে....

কণ্বের প্রবেশ

কণ্ব। ব্রহ্মর্ষি!

বশিষ্ঠ। আসুন, আসুন ব্রহ্মর্ষি! আশ্রমের কুশল তো?

কণ্ব। হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য্য একটা সংবাদ জানাতে এসেছি আপনাকে....

বশিষ্ঠ। কি সংবাদ?

কণ্ব। বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠিয়েছিল—তা' বোধ হয় জানেন?

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ জানি? তারপর?

কণ্ব। ইন্দ্র তাকে স্বর্গদ্বারে প্রবেশাধিকার দেননি। এখন না-স্বর্গ, না-মর্ত্ত্য অবস্থায় মধ্যপথে অবস্থিতি করছেন। বিশ্বামিত্রের ধারণা, ইন্দ্র আপনার একান্ত অনুগত। আপনার প্ররোচনাতেই দেবরাজ তার সঙ্গে বিবাদ করতে সাহসী হয়েছেন...

বশিষ্ঠ। মানুষ এইভাবেই নিজের অকৃতকার্য্যতার কারণ সন্ধান করেও তৃপ্তি পায়।

কণ্ব। এখন সে দ্বিতীয় স্বর্গ রচনা করবে...

বশিষ্ঠ। তা' করতে পারে। বহু-বিজ্ঞানী ত্রিবিদ্যাসাধকের পক্ষে আধিভৌতিক কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু মহর্ষি! একটা কথা তার স্মরণ রাখা উচিত। প্রতিমা-গড়া,আর প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাতো এক কথা নয়? সে যদি ব্রহ্মের সমকক্ষই হ'য়ে থাকে, তাহলে ব্রাহ্মণত্ব দাবী করে কেন? সুপেয় হ্রদের বুকে দাঁড়িয়ে একবিন্দু পিপাসার জলের জন্য ছট্‌ফট্ করার কি কোনো অর্থ হয়?

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষি! তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করো না। কিন্তু বংশপরিচয়ে আমি যে একজন ক্ষত্রিয় একথা তো স্বীকার করো?

বশিষ্ঠ। তা' কেন করবো না?

বিশ্বামিত্র। আমি একটি যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃত-সঙ্কল্প হয়েছি। তোমাকেই তার পৌরোহিত্য করতে হবে…

বশিষ্ঠ। সে কি কথা বিশ্বামিত্র? দেশে এত সৎকর্ম্মান্বিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ থাকতে— আমার মত একজন পুত্রশোকাতুর দীন হীন ব্রাহ্মণকে কেন?

বিশ্বামিত্র। আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি—বহু অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়েছি। কিন্তু কেউই আগ্রহ প্রকাশ করলেন না আমার এ যজ্ঞে পৌরোহিত্যে করতে…

বশিষ্ঠ। তাই নাকি? কি যজ্ঞ করতে চাও তুমি? শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামনা? অথবা অন্য কোনো কামনা আছে তোমার?

বিশ্বামিত্র। আমি বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞ করতে চাই……

অরুন্ধতী ও কণ্ব চমকিয়া উঠিলেন—বশিষ্ঠ হাসিতে লাগিলেন

বশিষ্ঠ। (হাসিয়া) বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞ? কেউ স্বীকৃত হলেন না? তাই তো বিশ্বামিত্র! তুমি যে দেখ্‌ছি—অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে পড়েছ? বশিষ্ঠ-নিধন ছাড়া তোমার অশান্ত প্রাণে শান্তি পাওয়ারও কোনো সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। আচ্ছা, আয়োজন করো—আমিই তোমার পৌরোহিত্য করবো……

অরুন্ধতী। কি বলছো তুমি ?

বশিষ্ঠ। কোনো ক্ষত্রিয় যদি কোনো ব্রাহ্মণকে আহ্বান করেন—তার পৌরোহিত্য-বরণের জন্যে—বিশেষ কারণ ব্যতীত, তাকে প্রত্যাখ্যানের অধিকার তো ব্রাহ্মণের নেই ?

অরুন্ধতী। (উত্তেজিত ভাবে) বিশ্বামিত্র !

বশিষ্ঠ উত্তেজিত হয়ো না অরুন্ধতী ! শান্ত হও, শান্ত হও ! শতপুত্রশোক সহ্য করেও কি তুমি প্রস্তরীভূত হওনি ? কর্ত্তব্যে-কঠোর ব্রাহ্মণ পত্নীর চরম পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হও।

বিশ্বামিত্র। তা'হলে চলো ব্রহ্মর্ষি ! আমার যজ্ঞীয় আয়োজন সম্পূর্ণ।

বশিষ্ঠ। একটু অপেক্ষা করো। আমি একবার আশ্রমে গিয়ে, সকলের কাছে চির বিদায় নিয়ে আসি···এসো অরুন্ধতি !

[উভয়ের প্রস্থান

কণ্ব। বিশ্বামিত্র ! লোকচক্ষে তুমি যে কোথায় নেবে যাচ্ছ, তা কি একবারও ভাবছো না ?

বিশ্বামিত্র। এই তমসাচ্ছন্ন মূর্খ-প্রধান পৃথিবীতে লোকচক্ষু চিরদিনই অন্ধ ! স্বার্থসর্ব্বস্ব অব্রাহ্মণ বশিষ্ঠকে ধ্বংস করে, এই যুগপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ-বিশ্বামিত্র জগতের বুকে যে নূতন আলোক সম্পাত করবেন—তার শক্তি অন্ধকেও দৃষ্টিশক্তি দান করবে।

কণ্ব। আচ্ছা, দেখা যাক্ তোমার এই অহঙ্কারের শেষ-

পরিণতি কি? এত দাম্ভিকতা নিয়ে তুমি আর কতদূর অগ্রসর হতে পারো?

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। ও কে? ক্ষমা? হতভাগিনী ক্ষমা আজ তপস্বিনী? সংসারে, ওই একটি মাত্র স্নেহের বন্ধন আমার ছিল। সে বন্ধনও ছিড়ে গেছে! সবাই আমাকে পশু মনে করছে! তবে আর মানুষ আমার কাছে সহৃদয়তা আশা করে কেন? কেন আমি অতি নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠবো না?

মেনকার প্রবেশ

মেনকা। এই যে মহর্ষি! তোমার জন্যে আর একটি স্নেহের বন্ধন নিয়ে এসেছি আমি···এই সদ্যজাত সন্তানটিকে গ্রহণ করো।

বিশ্বামিত্র। কার সন্তান? কে ওর পিতা? কে ওর মাতা?

মেনকা। মাতা আমি। আর পিতা তুমি!

বিশ্বামিত্র। পিতা আমি? না, না, মেনকা! তা' হতে পারে না। আমার মত একজন মহাতপা ঋষির চরিত্রে এরূপ অবৈধ সংসর্গের কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা—তোমার মত চরিত্রহীনার দুষ্টবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যাবাদী তুমি! অতি নীচ বারাঙ্গনা তুমি—যাও, দূর হও!

মেনকা। ওগো, চরিত্রবান মহাপুরুষ! তোমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌তেও ঘৃণা বোধ করছি। তোমার এই

সন্তান, তোমার সামনে রেখে চলে যাচ্ছি। সন্তানের প্রতি পিতার যদি কোনো কর্ত্তব্য থাকে—আশা করি তুমি তা পালন কর্‌বে।

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। মেনকা! মেনকা! যেওনা…শোনো শোনো …চলে গেলো? তাইতো, এখন কি করি? (কন্যাকে কোলে লইয়া) আমার সন্তান? বারবিলাসিনী ব্যভিচারিণী মেনকার গর্ভজাত সন্তানের পিতা কে? আমি? না, না, তা হ'তে পারে না। এর পিতৃত্ব স্বীকার করা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়—সম্ভব নয়।

[কন্যাকে রাখিয়া প্রস্থান

পক্ষ বিস্তার ক'রে একটি শকুনী এসে মেয়েটিকে নিয়ে গেল

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার রাজসভা

পূর্ব্বাহ্ন

সিংহাসনে উপবিষ্ট নটবর, যথাস্থানে মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি

সকলে। জয় অযোধ্যাধিপতির জয়!

নটবর। আঃ! চিৎকার করো না।

মন্ত্রী। বিদ্রোহী বন্দীদের এই সভাস্থলে আন্‌তে বলো···

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু!

মন্ত্রী। (আদেশ করিলেন) বন্দী গোপরাজ।

দুইজন রক্ষীসহ গোপরাজের প্রবেশ

নটবর। গোপরাজ! তুমি নাকি বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞের আবশ্যকীয় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও ক্ষীর প্রদান করতে অস্বীকার করেছ?

গোপরাজ। হ্যাঁ মহারাজ!

নটবর। তোমার এরূপ দুঃসাহসের কারণ?

গোপরাজ। কোনো দাম্ভিক-ক্ষত্রিয় যদি ব্রহ্মহত্যার

পাপানুষ্ঠানে উৎসাহী হন—আমি তার সহযোগিতা করতে পারিনা।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। মূর্খ গোপরাজ! তোমার দাম্ভিকতা যে কত বেশী, তা' বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছো না? কোনো যজ্ঞের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য সম্বন্ধে—প্রশ্ন তুলবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?

গোপরাজ। আমাকে যদি সহযোগিতা করতে না হ'তো—তা' হলে সে প্রশ্ন আমি কখনই তুল্‌তাম না।

বিশ্বামিত্র। রাজার আহ্বানে সহযোগিতা করতে তুমি বাধ্য!

গোপরাজ। বিচার না করে সহযোগিতা করা অন্যায়। সে অন্যায় আমি কখ্‌খনো করবো না—ক্ষমা করবেন।

বিশ্বামিত্র। বটে? কিন্তু রাজাদেশ অমান্য করা বা রাজার কোনো কার্য্যে বিরোধিতা করার শাস্তি যে কি--তা' বোধ হয় জানো গোপরাজ?

গোপরাজ। জানি। তার চরমশাস্তি প্রাণদণ্ডও হ'তে পারে! আমি মৃত্যুর জন্যেও প্রস্তুত—তবু কোনো গো হত্যা বা ব্রহ্ম-হত্যার সহযোগিতা করতে পারবো না, ঋষিঠাকুর! আমাকে যে শাস্তি দিতে চান্ দিন।

বিশ্বামিত্র। হুঁ! আচ্ছা, গোপরাজকে বন্দী রেখে—তার ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে আনো।

নটবর। যাও সেনাপতি! অবিলম্বে গুরুদেবের আদেশ পালন করো···জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

[গোপরাজকে লইয়া সেনাপতির প্রস্থান

মন্ত্রী। আরও দুই জন ব্রাহ্মণ-যুবক অপেক্ষা করছেন। তারাও বিদ্রোহী।

বিশ্বামিত্র। নিয়ে এসো।

রক্ষী যুবকদ্বয়কে আনিল

বিশ্বামিত্র। তোমরা বিদ্রোহী?

উভয়ে। হ্যাঁ, বিদ্রোহী!

বিশ্বামিত্র। কেন? কি চাও তোমরা?

১ম যুবক। আমরা বিশ্বামিত্র-নিধন-যজ্ঞ করতে চাই।

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র-নিধন-যজ্ঞ? হা-হা-হা-হা···তোমাদের কল্পনার বাহাদুরী আছে। (হাসিয়া) কিন্তু যুবকদ্বয়! বিশ্বামিত্র যে ক্ষত্রিয়! ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের মত আত্মাহুতি দানের আগ্রহ তো তার মনে জাগবে না? সে কি করবে জানো?

২য় যুবক। কি?

বিশ্বামিত্র। লাঙলের সাহায্যে তোমাদের যজ্ঞভূমি কর্ষণ ক'রে, সেখানে রবিশস্য বপন করবে।

১ম যুবক। আমরাও ঠিক সেই ভাবে—তোমার বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞ পণ্ড করবো।

বিশ্বামিত্র। পারবে?

উভয়ে। নিশ্চয়ই পারবো।

বিশ্বামিত্র। বেশ, তা'হলে যাও। মুক্ত তোমরা। যথা সময়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসো…

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। না, না, যেয়োনা। একটু দাঁড়াও তোমরা।

বিশ্বামিত্র। আসুন ব্রহ্মর্ষি! এই দুটি যুবক বিশ্বামিত্র-নিধন-যজ্ঞের আয়োজন করতে চান। সে বিষয়ে আপনার অভিমত কি ?

বশিষ্ঠ। সে কথা আমি কিছু পূর্ব্বেই শুনেছি। কারো নিধন-মানসে যজ্ঞায়োজন করা ক্ষত্রিয়োচিত হিংসা-বৃত্তির পরিচালক! যদি কোনো ব্রাহ্মণের মনে সেরূপ প্রবৃত্তি জাগে —তাহলে নিশ্চয়ই তিনি অব্রাহ্মণ!

১ম যুবক। কেন আপনি এ পাপানুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতে এসেছেন ?

বশিষ্ঠ। আমি পাপকে ঘৃণা করি, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করি না। পাপীর সঙ্গ ত্যাগ করে দূরে সরে থাকাও নির্ব্বুদ্ধিতা মনে করি। যদি ইচ্ছা করো—এ যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমরাও আমার সহযোগিতা করতে পারো।

২য় যুবক। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে যে নিধন করতে চায়—তার সহযোগিতা করাও কি পাপ নয় ?

বশিষ্ঠ। না। আমি স্বেচ্ছায় পৌরোহিত্য গ্রহণ ক'রে— বিশ্বামিত্রের সে পাপ অত্যন্ত লঘু করে ফেলেছি। তার বিরুদ্ধে

এখন আর কারো কোনো অভিযোগ থাকতে পারে না। যুবকদ্বয়! আমার বিনীত অনুরোধ—তোমরা এখান থেকে চলে যাও—আমার সঙ্কল্পিত আত্মাহুতি দানে কোনো বিঘ্ন ঘটাবার অধিকার তোমাদের নেই···যাও।

[উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষি! সত্যিই কি তুমি আত্মাহুতি দানে কৃতসঙ্কল্প ?

বশিষ্ঠ। সে বিষয়ে তোমার মনে কোনো সন্দেহ আছে নাকি ?

বিশ্বামিত্র। আমি ভাবছি দেবী অরুন্ধতীর কথা···

বশিষ্ঠ। তিনি বশিষ্ঠ-পত্নী! শতপুত্র শোকেও তিনি আমার মতানুবর্ত্তিনী সহধর্ম্মিণী!

রাজা কল্মাষপাদ বেশে শাপমুক্ত কিঙ্করের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। কে, কে তুমি ?

কিঙ্কর। চিন্‌তে পারছেন না ? আপনারই চির আজ্ঞাধীন ভৃত্য রাজা-কল্মাষপাদ! নর-রাক্ষস কিঙ্কর আজ মুক্ত।

বিশ্বামিত্র। কিঙ্কর! তুমি? তুমি মুক্ত ? কে তোমাকে মুক্তি দিয়েছে ? আমার প্রয়োজন তো এখনো শেষ হয়নি ?

কিঙ্কর। সতী-শিরোমণি ক্ষমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়েই আমি শাপমুক্ত হয়েছি। সে-কথা থাক। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মহর্ষি! শতপুত্র নিধন

করেও কি আপনার মন থেকে বশিষ্ঠ-বিদ্বেষ দূর হয় নি ? কেন আর এই যজ্ঞায়োজন ? আমার বিনীত অনুরোধ এ দুষ্ট সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

করজোড় করিল

বিশ্বামিত্র। ঠিক ওই ভাবে করজোড়ে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকেও একবার অনুরোধ জানাও—তিনি যেন আমাকে 'ব্রাহ্মণ' ব'লে স্বীকার করেন…

কিঙ্কর। তিনি তা করবেন না। করতে পারবেন না। তা আমি জানি।

বিশ্বামিত্র। তাহলে আমিও এ দুষ্ট সঙ্কল্প ত্যাগ করবো না, করতে পারবো না—তাও তুমি জানো।

কিঙ্কর। বেশ, তা'হলে যথাসাধ্য প্রস্তুত হয়েই যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। শক্তি-স্বরূপিনী ক্ষমা আজ বহু সহস্র সৈন্য নিয়ে, সিংহবাহিনী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আসছেন—আপনার যজ্ঞস্থল আক্রমণ করতে।

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি ? হা-হা-হা-হা—আমার ক্ষমা আসছে আমাকে আক্রমণ করতে ? বলো কি হে ? এত সৈন্যই বা সে কোথায় পাচ্ছে ?

কিঙ্কর। এই রাজা কল্মাষপাদ আজ তার দক্ষিণবাহু ! আর বামবাহু অমিতবিক্রম অশ্বপাতি !

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি ? হা-হা-হা-হা…

কিঙ্কর। হাস্‌বেন না মহর্ষি ! ক্ষমা আমার মুক্তিদাত্রী !

তার জন্যে রণস্থলে প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবো না আমি। আর আমাদের সঙ্গে আর একজন কে আসছে—জানেন ?

বিশ্বামিত্র। কে বলো তো ?

কিঙ্কর। ভ্রাতৃহন্তাকে শাস্তি দেবার জন্যে ধর্ম্মের নামে সমস্ত ভণ্ডামীর মূলে কুঠারাঘাত করবার জন্যে ধর্ম্মদ্রোহী—সুন্দর !

বিশ্বামিত্র। সুন্দর জীবিত ?

বশিষ্ঠ। সুন্দর—ধর্ম্মদ্রোহী ?

কিঙ্কর। হ্যাঁ ব্রহ্মর্ষি ! সুন্দর ধর্ম্মদ্রোহী—সুন্দর জীবিত ! আপনাদের উভয়ের ধর্ম্মমতেই সে বীতশ্রদ্ধ। আধ্যাত্মিকতাও জড়বাদের সামঞ্জস্য-বিধায়ক একটা সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করতে চায় সে ! সেই কারণেই তার সঙ্কল্প—জড়বাদী বিশ্বামিত্রকে করবে হত্যা, আর অধ্যাত্মবাদী বশিষ্ঠকে রাখবে —আজীবন বন্দী !

বশিষ্ঠ। কি ভয়ানক কথা ! তোমরা যদি যুদ্ধার্থী হয়ে এখানে আসতে চাও, আর বিশ্বামিত্র যদি তোমাদের গতিরোধ করেন—তাহলে আমার যজ্ঞভূমি কি বধ্যভূমিতে পরিণত হবে না ?

কিঙ্কর। নিশ্চয়ই হবে। তাই তো ক্ষমার বর্ত্তমান ইচ্ছা…

বশিষ্ঠ। না, না, তা' হতে পারে না। আমার আত্মাহুতিতে বিঘ্ন ঘটাবার অধিকার তোমাদের কারো নেই। বিশ্বামিত্র !

আমি একবার ক্ষমার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসছি। তুমি একটু অপেক্ষা করো।

[প্রস্থান

কিঙ্কর। আমিও তাহলে এখন আসি মহর্ষি। আমার ঔদ্ধত্য ও বাচালতা মার্জ্জনা করবেন।

[প্রস্থান

বিশ্বামিত্র। অযোধ্যাধিপতি। তোমার সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাও। ভীষণ যুদ্ধ বাধবে।

নটবর। স্বর্গের অর্দ্ধপথ হতে ত্রিশঙ্কুকে এখন নাবিয়ে আনলেই যেন ভাল হ'তো প্রভু!

বিশ্বামিত্র। কেন?

নটবর। ক্ষত্রিয় শোণিতে ত্রিশঙ্কুর জন্ম। ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণ করলেও—মূলে আমি অহিংস ব্রাহ্মণ সন্তান। ছোটবেলা থেকে শুধু পৈতে ধরে—অভিসম্পাত দিতেই অভ্যস্ত আমি। অনভ্যস্ত হাতে তরবারি ধ'রে দাঁড়ালে আমার পা দু'খানা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে।

বিশ্বামিত্র। তবুও তোমাকে তরবারি ধরতে হবে। মন্ত্রি! তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান

রাণীবেশে নটবর গৃহিনীর প্রবেশ।

গৃহিণী। মহারাজ!

নটবর। আর 'মহারাজ' ব'লে ডেকো না গৃহিণী! চলো

আজ রাত্রেই সরে পড়ি। আবার নাটাই সেজে পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাবার চেষ্টা করি।

গৃহিণী। মহারাজ। রাজভোগ ছাড়া ভিক্ষের অন্ন তো আর মুখে রুচবে না? হায়, হায়, আমার একি সর্ব্বনাশ হলো রে!

নটবর। চুপ, চেঁচিও না। ওই যণ্ডামার্ক গুরুদেবকে তো চেনো না? শেষে পালাবার পথও বন্ধ হ'য়ে যাবে। বেঘোরে মারা পড়তে হবে·······চলো—দেখি - লোক জানাজানি নাক'রে পালাবার উপায় কি? আজই।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

অপরাহ্ন

যোদ্ধবেশে, ক্ষমা ও সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। ক্ষমা! এতদিন তুমি ছিলে—যুদ্ধ বিরোধী, আর আমি ছিলাম যুদ্ধার্থী! হঠাৎ তোমার এমন মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি বলো তো? কিছুই যে বুঝতে পারছিনে!

ক্ষমা। বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞ যদি সুসম্পন্ন হয়, তা'হলে এই

ক্ষমাকে নিতে হবে চিরবিদায়! এই মনোরম পৃথিবীতে যদি ক্ষমার স্থান না থাকে, ক্ষমাকেই যদি চলে যেতে হয়—তাহলে সে জানিয়ে দিয়ে যাবে—কে গেল? জগতের বুকে এমন বিভীষিকা সৃষ্টি করবো, যে—সে-অশান্তির আগুন আর নিভবে না....আর নিভবে না...

সুন্দর। কিন্তু, আমরা যদি জয়লাভ করতে পারি? বিশ্বামিত্রকে ধ্বংস করে, বশিষ্ঠকে বন্দী করতে পারি? তাহলে কি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না?

ক্ষমা। নিশ্চয়ই হবে। তবে, বিশ্বামিত্রকে তো তুমি চেনো না সুন্দর! আমি জানি তার মারণাস্ত্রের সীমাও নেই—সংখ্যাও নেই। ব্রহ্মর্ষির মুখেই শুনেছি—বিশ্বামিত্র নাকি অণিমা-লঘিমা-সিদ্ধ—মহাবিজ্ঞানী! তাই তো মনে হচ্ছে—সেই যজ্ঞ ভূমিতেই হবে ক্ষমা-সুন্দরের জীবন-নাট্যের যবনিকা পাত!

অশ্বপতির প্রবেশ

অশ্বপতি। না, না, তা' হবে না। মা ক্ষমা! অযোধ্যার সিংহাসনে আমি সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করবো! সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্ষমা। তুচ্ছ সিংহাসনের কথা এখন ভুলে যাও, অশ্বপতি! বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের এই মতবাদের দ্বন্দ, কোনো স্থানীয় ঘটনা নয়। বশিষ্ঠ-নিধন যজ্ঞভূমিতেই মীমাংসিত হবে—বিশ্বের সেই জটিল সমস্যা—! 'বিশ্বশান্তি' কোন্ পথে?

বশিষ্ঠের প্রবেশ

বশিষ্ঠ। অন্ধেন জীয়মান অন্ধঃ! ক্ষমা! তুমিও শেষ পর্য্যন্ত ভুল পথে চলেছ? ওই সব মূর্খদেরও ভুল পথে চালিত করছো। শান্ত হও মা! শান্ত হও।

ক্ষমা। বাবা!

বশিষ্ঠ। সংগ্রাম বা সংঘর্ষের বর্ব্বরতা চিরদিনই মানব সভ্যতার পরিপন্থী! কেন তুমি এ বিরোধের আগুন জ্বালবে মা।

ক্ষমা। মদগর্ব্বী বিশ্বামিত্রের তৃপ্তি সাধনের জন্য কেন আপনি আত্মাহুতি দান করবেন?

বশিষ্ঠ। (হাসিয়া) আমি কে? বিরাট জনসমুদ্রে আমার অস্তিত্ব কতটুকু? আমার কারণে, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধের রক্তমোক্ষণে আর আর্ত্তনাদে, নরকের সে বিভীষিকা সৃষ্টি করবে কেন মা? ব্যক্তিগতভাবে আমার আর বিশ্বামিত্রের এই মতবাদের বিরোধ মীমাংসিত হবে—আমাদেরই জয়-পরাজয়ে। তোমরা কেন তা'তে যোগদান করবে—তা তো বুঝতে পারছিনে? জনসাধারণের সঙ্গে এ ব্যক্তিগত বিরোধের সম্বন্ধ কি?

সুন্দর। যারা আপনাকে ভালবাসে—আপনার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে—তারা কেন সহ্য করবে আপনার এই নির্ম্মম পরিণতি?

বশিষ্ঠ। সত্যিই যদি কেউ আমাকে ভালবাসে আমার

আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকে—তাহলে সে কি পারে, নির্ম্মম যুদ্ধবিগ্রহে মেতে উঠতে ? আজ যদি একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বেধে ওঠে, তাহলে কি বিশ্বামিত্রের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না ? আমাকে ভালবাসার নিদর্শন কি আমারই পরাজয় কামনা করা ?

সুন্দর। আজ এ কথা খুব স্পষ্ট ভাবেই বল্‌তে চাই—মতবাদের বিচারে আপনারা উভয়েই ভ্রান্ত ! উভয়েই একদেশদর্শী !

বশিষ্ঠ। তা' হতে পারি। অসম্ভব নয়। অভ্রান্ত মতবাদ —এখনো মানুষের অপরিজ্ঞাত। তুমি যদি তার সন্ধান পেয়ে থাকো—নিশ্চয়ই প্রচার করতে পারো ! তবে, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আমার পরাজয়ের কারণ সৃষ্টি ক'রো না···আগে আমি আত্মাহুতি দান ক'রে বিশ্বামিত্রকে পরাজিত করি, তারপর তুমি সেই রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হবে—কেউ বাধা দেবে না।

ক্ষমা। বলেন কি ? আপনার আত্মাহুতির ফলে বিশ্বামিত্র পরাজিত হবে ?

বশিষ্ঠ। নিশ্চয়ই। তোমরা কি মনে করো—আসুরিক শক্তিই একমাত্র শক্তি, যা যুদ্ধ বিগ্রহকে নিয়ন্ত্রিত করে ? বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞের আয়োজন ক'রে, বিশ্বামিত্র তার নিজের পরাজয়কে নিজেই ডেকে এনেছে ! তোমরা যদি কোনো বিঘ্ন না-ঘটাও, তা'হলে আমার বিজয় গৌরব সুনিশ্চিত।

সুন্দর। সে আত্মপ্রসাদ নিয়ে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ ক'রে—আপনি হয় তো পরব্রহ্মে লীন হবেন। কিন্তু আমার

বিশ্বাস—বিশ্বামিত্রের দাঁতের বিষ একটুও হ্রাস হবেনা। সে আরো দ্বিগুণ উৎসাহে, মদমত্ত আস্ফালনে পৃথিবীর বুকে অত্যাচার চালাবে।

বশিষ্ঠ। আমার পরাজয় যদি নিশ্চিত মনে .... সেরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? তখন তুমি এসে দাঁড়বে, তোমার মতবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তোমার এই সব সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে 'যুদ্ধং দেহি' চিৎকারে দিক্‌মণ্ডল ধ্বনিত করে! আমি তো আর বাধা দিতে আস্‌বো না সুন্দর!

ক্ষমা। (কাঁদিয়া) বাবা!

বশিষ্ঠ। কেঁদনা মা কেঁদনা! সতী সীমন্তিনী তুমি। স্বামীকে বিপথে বিভ্রান্ত করো না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—সে সত্যদর্শী হোক্—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হোক্—অমিতবিক্রম হোক্। হঠকারিতা আর উত্তেজনা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

সুন্দর। বাবা! আমার চেখে আপনি এক দারুণ বিস্ময়! শতপুত্রশোকে মুহ্যমান হয়েও আপনি আদর্শচ্যুত নন্। জানিনা, বাস্তব জগতে এ আত্মনিগ্রহের মূল্য কতটুকু!

বশিষ্ঠ। এইরূপ সঙ্কল্পে নিষ্ঠা ও চরিত্রের দৃঢ়তা, আমি তোমার কাছেও আশা করি সুন্দর! আশীর্ব্বাদ করি—তুমিও তোমার মতবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে—জীবন সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে পারো···আসি তা'হলে।

[সকলেই বশিষ্ঠের পদধুলি গ্রহণ করিল ও তাঁহার প্রস্থান

অশ্বপতি। মা ক্ষমা! তাহলে কি হবে?

ক্ষমা। বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞে আমরা নির্ব্বাক দর্শক ভাবেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বো…

অশ্বাপতি। বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করবে না তোমরা?

ক্ষমা। না।

সুন্দর। আমি একবার বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই, ক্ষমা!

ক্ষমা। কেন?

সুন্দর। আমি তার যজ্ঞশালার দ্বার রক্ষক হবো।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ

বিশ্বামিত্র। তার অর্থ—সম্মুখ সংগ্রামে আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না, তা বুঝতে পেরে—এখন কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে আমার যজ্ঞ পণ্ড করতে চাও—এই তো?

সুন্দর। বিশ্বাস করুন মহর্ষি! পিতার এই আত্ম-নিবেদন আমার কাম্য।

বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র এত মূর্খ নয় যে তোমাকে আর ওই ক্ষমাকে বিশ্বাস করবে। তবে ওই কুকুরটাকে বিশ্বাস করতে পারি। শোনো অশ্বপতি! নটবর সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়ে গেছে। তুমি এখন বস্‌বে সেখানে? আমি তোমাকে রাজা করবো—সিংহাসনে বসাবো। এ সৌভাগ্য তোমার আর হবে না। ভেবে ও বুঝে আজই আমার সঙ্গে দেখা করো। ব্রহ্মর্ষি কোথায়?

ক্ষমা। চলে গেছেন।

কণ্বের প্রবেশ, কোলে শকুন্তলা

কণ্ব। দেখো তো বিশ্বামিত্র! এই কন্যারত্নটিকে চিন্‌তে চিন্‌তে পার কিনা?

বিশ্বামিত্র। (চম্‌কিয়া) তুমি ওকে কোথায় পেলে?

কণ্ব। ওই দূর বনপ্রান্তে একটি শকুনী একে পক্ষাচ্ছাদনে রক্ষা করেছে। তাই এর নাম রেখেছি—শকুন্তলা! পশু-পক্ষীর প্রাণে যে সহজ অপত্যস্নেহ আছে—এর পিতামাতার বোধ হয় তাও নেই। পশুরও অধম তারা। কি বলো বিশ্বামিত্র? তাই নয় কি? চেয়ে আছ কেন? চিন্‌তে পারছো বুঝি এ শকুন্তলা কে?

বিশ্বামিত্র। আমি কি করে চিন্‌বো?

কণ্ব। তা'তো বটেই। ছি ছি ছি! তুমি ব্রাহ্মণত্ব দাবী করো? সাধারণ মনুষ্যত্বের দাবীও তোমার নেই।

বিশ্বামিত্র। সাবধান কণ্ব! তুমি আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি তোমাকে স্পষ্ট বল্‌ছি—ও মেয়েটি কে, তা আমি জানি না, ওকে আমি চিনি না।

[প্রস্থান

ক্ষমা। ও কে মহর্ষি?

কণ্ব। বিশ্বামিত্র-তনয়া, শকুন্তলা। জননী, মেনকা। বিশ্বামিত্র একে গ্রহণ করবে না জানি। তাই, আমাকেই হতে

হবে এর পালক পিতা। চল মা চল, তোকে নিয়ে আজ হতে নূতন অধ্যায় রচনা হোক।

[প্রস্থান

অশ্বপতি। তাহলে কি বুঝবো—বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞ অতি নির্ব্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হবে ?

ক্ষমা। সে কথা তো পূর্ব্বেই বলেছি—আমরা কোনো বিঘ্ন ঘটাবো না।

অশ্বপতি। তবে আর আমি অযোধ্যার সিংহাসন ত্যাগ করি কেন ?

ক্ষমা। নিশ্চয়ই করবেনা, তা জানি। আর বিলম্ব ক'রো না অশ্বপতি! অতি সত্বর গিয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দেখা করো। সিংহাসনের মধুভাণ্ডটির চারিপাশে অনেক মক্ষিকা ঘুরছে ! তোমার ভাণ্ডে সে মধু নাও জুটতে পারে।

অশ্বপতি। আচ্ছা, আসি তাহলে……

[প্রস্থান

ক্ষমা। দেখ্‌লে সুন্দর ! স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে কত হীন ও কত নীচ করে ? ওরা কি মানুষ ?

সুন্দর। আমি ভাবছি—ওই শকুন্তলা কে ?

ক্ষমা। এসো, ওই শীলাতলে বসে, সব কথাই বল্‌ছি তোমাকে।

[উভয়ের প্রস্থান

গৃহিণীর হাত ধরিয়া নটবরের প্রবেশ

নটবর। চলে এসো, চলে এসো, আর দেরি ক'রো না… কেউ দেখতে পেলে সর্ব্বনাশ হবে…সর্ব্বনাশ হবে।

গৃহিণী। আমরা অনেক দূর চ'লে এসেছি। কেউ নেই এখানে। এখন ভাবো কি করবে? কোথায় যাবে? ব্রাহ্মণ-সমাজে তো আর ঠাঁই হবে না?

নটবর। নাইবা হলো। ভোজনং যত্র তত্র—শয়নং হট্ট-মন্দিরে—তা'তো আর কেউ নিতে পারবে না? তোমার হাতে খঞ্জনী, আর আমার হাতে একতারা! নেচে গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করবোই।

গীত

নটবর　　যমুনা-পুলিনে ব'সে কেন—
　　কাঁদে রাধা-বিনোদিনী?
গৃহিণী।　　রাজার রাণী—কাল যে ছিল—
　　—আজ ভিখারীর ভিখারিণী।
নটবর।　　রাইধনীরে রাখ্‌বো হিয়ায়—
　　কাটবো সাঁতার প্রেম যমুনায়!
গৃহিণী।　　পুড়বে বেগুন, পেটের জ্বালায়—ছাই,
　　—তাই কাঁদে শ্যাম সোহাগিনী!

[প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থল

পূর্ব্বাহ্ণ

অতি শান্ত পরিবেশে—অতি করুণ সুরে যন্ত্র-সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। যজ্ঞস্থলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। বিশ্বামিত্র প্রবেশ করিলেন তাহার সঙ্গে তিনজন ঋষি—কুশ, পুঁথিপত্র ও কমণ্ডলু হাতে। পুরনারীরা কাঁদিতে কাঁদিতে যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি রাখিয়া গেল। পুরনারীদের ক্রন্দনধ্বনি যেন যন্ত্র-সঙ্গীতে আরো বেশী পরিস্ফুট হইতেছিল।

বিশ্বামিত্র। (বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া) একী! চতুর্দ্দিক থেকে যেন একটা করুণ ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছে! বশিষ্ঠের দুঃখে বিশ্ব-প্রকৃতিও কাঁদে—আর আমার বুকের জ্বালা কেউ বোঝে না—কেউ বোঝে না……!

বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী প্রবেশ করিলেন

বিশ্বামিত্র। আসুন, আসুন ব্রহ্মর্ষি! আসুন দেবী অরুন্ধতী! আসন গ্রহণ করুন।

অরুন্ধতী। ব্রহ্মণ্যদেব তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

বিশ্বামিত্র। (জনান্তিকে) কি আশ্চর্য্য! দেবী অরুন্ধতী ও একটু বিচলিত হবেন না? কোনো প্রতিবাদ করবেন না? বা, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবেন না?

বশিষ্ঠ। তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে কেন মহর্ষি?

বিশ্বামিত্র। না, না, আমাকে ততখানি দুর্ব্বলচিত্ত মনে করবেন না……। বোধ হয় যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়া লেগে চোখ দুটো একটু সজল হ'য়ে উঠেছে! ও কিছু নয়……কিছু নয়।

ক্ষমার প্রবেশ

ক্ষমা। বাবা!

বিশ্বামিত্র। কে? ক্ষমা! এসো।

ক্ষমা। অনাহুত ভাবেই তোমার এই যজ্ঞানুষ্ঠান দেখ্‌তে এসেছি বাবা! বশিষ্ঠ-নিধন সুসম্পন্ন হ'লে জগতের ইতিহাসে তুমি যে চিরস্মরণীয় থাক্‌বে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই আর্য্যসমাজে তুমি একদিন ব্রাহ্মণত্বের দাবী উপস্থিত করেছিলে আজ সেখানে তোমার দানবত্বের দাবীই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে……

বিশ্বামিত্র। তাই বা হচ্ছে কই? সুন্দরও কি আমাকে আক্রমণ করবে না? তুই বা কেন আক্রমণ করলি না আমাকে? রাজা কল্মাষপাদ কোথায়?

ক্ষমা। তুমি কি আক্রমণ চাও?

বিশ্বামিত্র। তা' না হ'লে—আমি যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে

পারছিনে মা ! পৃথিবীর মাটি যেন সরে যাচ্ছে আমার পায়ের তলা থেকে ! ওই দেখ বশিষ্ঠদেব হাস্‌ছেন। কিন্তু কেউ যদি আমাকে আক্রমণ করতো—তাহলে ও হাসি নিশ্চয়ই ম্লান হ'য়ে যেতো ।

সুন্দরের প্রবেশ

এসো এসো সুন্দর ! তুমি নিরস্ত্র কেন ? তোমার সৈন্যগণ কোথায় ? প্রবেশ পথে কেউ তো তোমাকে বাধা দেয়নি ?

সুন্দর। কে বাধা দেবে ? আপনার দ্বাররক্ষক সেই কৃতঘ্ন অযোধ্যারাজ অশ্বপতি— আমাকে দেখেই লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন ।

বিশ্বামিত্র। সসৈন্যে তুমি যাতে এই যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করতে পার—সেই ব্যবস্থাই তো আমি ক'রে রেখেছি···ফিরে যাও সুন্দর ! তোমার সৈন্যদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসো।

সুন্দর। কেন বলুন তো ? আক্রমণের এত আগ্রহ আপনার কেন, তা'তো বুঝতে পারছিনে ?

বিশ্বামিত্র। আমি প্রতিবন্ধকতা চাই—প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই—যুদ্ধ বিগ্রহ চাই ! নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে এ যজ্ঞ সমাধা করতে পারবো—তা'তো ভাবিনি কখনো ? একজন শক্তিমান যোদ্ধা যদি তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না পায়, যদি সে প্রতিপক্ষের আক্রমণের উত্তেজনা অনুভব না করে—তাহলে কতখানি বিপন্ন হ'য়ে পড়ে—তাকি তুমি বোঝো না সুন্দর ? যাও, যাও

তোমার সৈন্যদের নিয়ে এসো—আমাকে আক্রমণ করো —আক্রমণ করো।

কণ্বের প্রবেশ, সঙ্গে শকুন্তলা

কণ্ব। এই যে বিশ্বামিত্র! তোমাকে আক্রমণ করবার জন্যে—তোমার আত্মজা শকুন্তলা নিজেই এসেছে।

ক্ষমা। (বাধা দিয়া) না না মহর্ষি! আমার সামনে আমার বাবাকে এ ভাবে লজ্জিত ও অপমানিত করতে পারবেন না আপনি! মেয়েটিকে আমার কোলে দিন—আমি ওকে বুকের ভেতর লুকিয়ে রাখবো।

কণ্ব। সে কি কথা ক্ষমা! আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি—সমবেত ঋষিদের কাছে আজ স্বৈরাচারী নরপশু বিশ্বামিত্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করবো। এই শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করবো।

ক্ষমা। (পদধারণ করিয়া) আপনার পায়ে পড়ি মহর্ষি! ব্যক্তিগত চরিত্র সমালোচনার এরূপ একটা কুৎসিৎ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না, এখানে···মেয়েটিকে আমার কাছে দিন।

কোলে লইল

কণ্ব। ক্ষমা! তাহলে কি বুঝাবো—এই ঘৃণিত যজ্ঞানুষ্ঠান, তুমিও সমর্থন করতে এসেছ?

ক্ষমা। না, না, আপনার সে ধারণাও ভুল। সমবেত ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—কেন তাঁরা এসেছেন এখানে? (ঋষিদের দিকে ফিরিয়া) ঋষিগণ! ওই সমুদ্রের

মত শান্ত, পর্ব্বতের মত সহিষ্ণু, আকাশের মত উদার—মহাত্মা বশিষ্ঠকে কি আপনারাও ধ্বংস করতে চান্ ? তা' যদি না চান তাহলে কেন আপনারা এ অন্যায়ের সহযোগিতা করছেন ? আপনারা কি বুঝতে পারছেন না—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের এ আত্মাহুতির অর্থ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মহত্যা-সাধন ? কি লজ্জা ! কি ঘৃণা ! আপনারা একজন ব্রহ্মঘাতীর এ কুকার্য্য বাধা সৃষ্টি না করে—সাহায্য করতে এসেছেন ?

ঋষিগণ। না, না, আমরা সাহায্য করবো না।

[সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন

বশিষ্ঠ। (ক্ষমার নিকটে আসিয়া) মা ক্ষমা ! তোমার উদ্দেশ্য কি ? তুমি কি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধটা রক্ষা করবে না ?

ক্ষমা। কেন করবো না বাবা ! সেই কারণেই সসৈন্যে আসিনি বা একটা সংঘর্ষ বাধিয়ে- যজ্ঞের পবিত্রতাও নষ্ট করিনি। কিন্তু এ কুকার্য্যের সহযোগিতা করতে তো পারবো বাবা ?

বশিষ্ঠ। আমি বুঝতে পারছি না—মৃত্যুর এত বড় একটা গৌরব থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করতে চাও তোমরা ? ব্রাহ্মণের ত্যাগধর্ম্ম যে কত বড় ! কত উদার ও মহৎ। তা' বিশ্ববাসীকে দেখ্তে দিতে চাও না কেন ?

কণ্ব। ঋষিগণ ! এখানো অপেক্ষা করছেন ? যদি আপনারা ব্রাহ্মণসন্তান হন—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে যদি আপনাদের বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা থাকে, তা'হলে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন।

এতো একটা যজ্ঞভূমি নয়—ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের বধ্যভূমি !

বশিষ্ঠ। স্তব্ধ হও কণ্ব ! বশিষ্ঠ যে যজ্ঞের হোতা, তাকে বধ্যভূমি বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। ঋষিগণ ! আপনারা এত লঘুচিত্ত ও কর্ত্তব্য বিমুখ হতে পারেন—তা' আমি কখনো কল্পনা করিনি। আমার আহ্বানে—যে কার্য্যে আমার সহযোগিতা করতে এসেছেন—তা' অসম্পূর্ণ রেখে চলে যাওয়ার অধিকার আপনাদের নেই। বিনীত অনুরোধ—আবার আপনারা যথাস্থানে উপবেশন করুন। বেদমন্ত্রে যজ্ঞেশ্বরকে আবাহন করুন—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখুন···যথা সময়ে আমি আত্মাহুতি দান করবো।

ঋষিগণ যথাস্থানে উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ডে
ঘৃত প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত
হইয়া উঠিল

ক্ষমা। (বশিষ্ঠের পদতলে পড়িয়া) বাবা ! পায়ে পড়ি আত্মাহুতির সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

বশিষ্ঠ। স্নেহময়ী মা ! তুমি অতি স্বল্পবুদ্ধি নারী। আমার এ আত্মাহুতির অর্থ যে কি তা' তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না। বল্‌তে পার—আমি বড় কি আমার ব্রাহ্মণত্ব বড় ? বিরাট বিশ্বসৃষ্টির মাঝে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দুইটি জল বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়া আর কিছুই নয় ! আজ বশিষ্ঠ যাচ্ছে, কাল বিশ্বামিত্রও যাবে। কিন্তু লোক হিতার্থে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের এই ত্যাগধর্ম্মের আদর্শ চির-সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। এ আদর্শের সৃষ্টিকর্ত্তা আমি

নই। তোমারি পিতা ওই মহর্ষি বিশ্বামিত্র! আমার পরম শুভানুধ্যায়ী মহাপুরুষ তিনি। আমার শতপুত্রকে নিধন করে, আমারও নিধন-কামনা ক'রে, আজ একজন ব্রাহ্মণের আদর্শকে যে উজ্জ্বলতা দান করছেন—সে জন্যে আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ!

বিশ্বামিত্র। ব্রহ্মর্ষি! আমি পরাজয় স্বীকার করছি, আমাকে ক্ষমা করুন···

বশিষ্ঠ। সে কি কথা বিশ্বামিত্র? তোমার সঙ্কল্পিত যজ্ঞ যে সুসম্পন্ন! যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু পরম পরিতোষ লাভ করেছেন। ঋষিগণ! আপনারা অনুমতি করুন—আমি আত্মাহুতি দান করি।

বিশ্বামিত্র। না না মহর্ষি! তা' হতে পারে না। আমাকে ক্ষমা করুন। আজ বেশ বুঝতে পারছি—আপনাতে আর আমাতে প্রভেদ কি? কেনই বা আপনি আমাকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করেন নি? আজ আমি চোখের জলে ওই যজ্ঞাগ্নি নির্ব্বাপিত করবো। তবু আপনাকে আত্মাহুতি দান করতে দেব না।

অরুন্ধতী। বিশ্বামিত্র! ব্রহ্মর্ষি স্বীকার না করলেও—আজ আমি স্বীকার করছি—তুমি ব্রাহ্মণ!

বিশ্বামিত্র। (উৎফুল্ল ভাবে) আমি ব্রাহ্মণ? ব্রহ্মর্ষি! ব্রহ্মর্ষি! দেবী অরুন্ধতীর এ কথা কি সত্যি? আমি ব্রাহ্মণ?

বশিষ্ঠ। হ্যাঁ বিশ্বামিত্র! আমিও দেবী অরুন্ধতীর প্রতিধ্বনি ক'রে বলছি—আজ হতে তুমি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণের

ক্ষমা, ব্রাহ্মণের তিতিক্ষা, আর ব্রাহ্মণের ঔদার্য্য, আজ তোমার বদনমণ্ডলে উদ্ভাসিত দেখতে পাচ্ছি !

সুন্দর। জয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জয় !

বিশ্বামিত্র। বলো কি সুন্দর ! আমি ব্রহ্মর্ষি ? আমি ব্রাহ্মণ ! ক্ষমা ! ক্ষমা ! তুই কি বলিস্ মা ? সত্যিই কি আমি ব্রাহ্মণ ?

ক্ষমা। বাবা ! তুমি শুধু ব্রাহ্মণ নও। সুন্দরের অভিমতে আজ হ'তে তুমি এই আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ !

বিশ্বামিত্র। তাই নাকি সুন্দর ? তোমার অভিমত কি সত্যিই তাই ? আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ?

সুন্দর। হ্যাঁ ব্রহ্মর্ষি ! এই ধর্ম্মদ্রোহী সুন্দরের অভিমতে আপনিই সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—ইচ্ছা করলেই যিনি পারেন—জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধির পন্থা-নির্দ্দেশ করতে…। শুধু আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিগত সাধনার ধন হ'তে পারে। মহাত্মা বশিষ্ঠ সে বিষয়ে জগতে একটা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু, জনগণের আধিভৌতিক কল্যাণ-কামনা একমাত্র ত্রিবিদ্যা সাধকের পক্ষেই সম্ভব। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মিলনপন্থী হিসাবে এই ধর্ম্মদ্রোহী সুন্দর আজ আপনাকেই আর্য্যাবর্ত্তের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বশিষ্ঠ। সুন্দরের এ অভিমত আমিও সমর্থন করি।

ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব

ব্রহ্মণ্যদেব। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি !

ঋষিগণ। জয় ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের জয়।

ব্রহ্মণ্যদেব। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি!

বিশ্বামিত্র। ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ!
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায়—
গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ব্রহ্মণ্যদেব। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।

যবনিকা